মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৬তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০১৩

মাসিক
আত-তাহরীক

১৬তম বর্ষ : ১১তম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধ :**

- ইয়াতীম প্রতিপালন *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ০৪
  -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
- মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায় *(ফেব্রুয়ারী'১৩-এর পর)* ০৮
  -হাফেয আব্দুল মতীন
- যাকাত সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল *(৫ম কিস্তি)* ১৩
  -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
- শায়খ আলবানীর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু মন্তব্য *(৩য় কিস্তি)* ১৮
  -আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- আল-কুরআনের আলোকে জাহান্নামের বিবরণ *(২য় কিস্তি)* ২০
  -বযলুর রহমান
- যাকাত ও ছাদাক্বা ২৬
  -আত-তাহরীক ডেস্ক
- ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল ২৮
  -আত-তাহরীক ডেস্ক

✡ **হক-এর পথে যত বাধা** ২৯

✡ **দিশারী :** প্রসঙ্গ : সারা বিশ্বে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ ৩২

✡ **ভ্রমণস্মৃতি :** মালদ্বীপের পথে ৩৬

✡ **হাদীছের গল্প :** রাসূল (ছাঃ)-এর ঈলার ঘটনা ৩৯

✡ **চিকিৎসা জগৎ :** ৪১

✡ **ক্ষেত-খামার :** ৪২

- বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে সেক্স ফেরোমন যাদুর ফাঁদ
- আঙ্গুর চাষ করে স্বাবলম্বী

✡ **কবিতা :** ৪৩

- ঘুষের টাকায়
- জন্ম আমার
- ঈদের চাঁদ
- ঈদের আমেজ
- ঈদের স্বাদ

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪৪

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৫

✡ **মুসলিম জাহান** ৪৮

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৮

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৯

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৫১

সম্পাদকীয়

মুরসির বিদায়

মুরসির পতন। গণতান্ত্রিক বিশ্ব নীরব। ইসলামী বিশ্ব হতবাক। ইসলামী নেতাদের মুখ বন্ধ। মিসরের ইতিহাসের সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত (৫১.৭) প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসির পতন হ'ল মাত্র এক বছরের মাথায় গত ৩রা জুলাই'১৩ বুধবার। এখন তিনি সেনাবাহিনীর হেফাযতে। মিথ্যা মামলা সাজিয়ে কারাগারে পাঠানোর অপেক্ষায়। অতঃপর হয় ফাঁসি, নয় মুক্তি অথবা যাবজ্জীবন কারাবাস। ইতিমধ্যে শতাধিক নিহত হয়েছে সেনাবাহিনীর গুলিতে। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। যে তাহরীর স্কয়ার ২০১২ সালে মুরসিকে ক্ষমতায় আনার মূল ভূমিকায় ছিল, সেই স্কয়ারে এখন মুরসির বিদায়ে আনন্দ উল্লাস চলছে। খুশীতে চলছে সমানে নারী ধর্ষণ। ৪ দিনে মাত্র ৯১ জন নারী প্রকাশ্যে গণধর্ষিতা। জানিনা ইতিমধ্যে আরও কত অনাচার ঘটেছে সেখানে ও অন্যখানে।

পাশ্চাত্যের গ্রহণযোগ্য 'মডারেট' ইসলামী দল হওয়া সত্ত্বেও তাকে সরালো কারা? এক কথায় জবাব আমেরিকা। কাদের মাধ্যমে সরালো? মিসরীয় সেনাবাহিনী ও বিরোধী দল সমূহের মাধ্যমে। কেন সরালো? সবকিছু উজাড় করে দিয়েও ওবামার পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে না পারার কারণে। সেনাবাহিনীর বেঁধে দেয়া ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শর্ত মানতে ব্যর্থ হওয়ায় সেনাবাহিনী প্রেসিডেন্ট মুরসিকে উৎখাত করার পরেও ওবামা কেন একে সেনা অভ্যুত্থান বলছেন না? কেননা তাতে সেনাবাহিনীকে দেয়া তাদের বার্ষিক নিয়মিত সহযোগিতা বন্ধ করতে হ'ত। ১৯৮৫ সালে গৃহীত এক মার্কিন আইনে বলা আছে যে, কোন দেশে কোন নির্বাচিত সরকার সেনা অভ্যুত্থানে উৎখাত হ'লে সেদেশে মার্কিন সাহায্য বন্ধ করতে হবে। ওবামা সে জন্যেই 'মিলিটারী ক্যু' না বলে গণ অভ্যুত্থানের পক্ষে সেনাবাহিনীর সমর্থন বলছেন। অথচ উৎখাতের প্রায় ছয় মাস আগে থেকে ওবামা ও ইস্রাঈলী প্রশাসনের হর্তাকর্তাদের সঙ্গে সেনা প্রশাসনের দেন-দরবার চলছে। এমনকি বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট আল-বারাদী ইসরাঈলেরই প্রস্তাবিত ব্যক্তি।

মিসরের এই ঘটনায় গণতন্ত্র যে স্রেফ একটা প্রতারণা সেটাই আবার প্রমাণিত হ'ল। তাদের বহু ঘোষিত বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা সবই কেবল ইসলাম বিরোধীদের জন্য, ইসলামপন্থীদের জন্য নয়। ইসলামপন্থীরা জনগণের ভোটে ক্ষমতায় গেলেও ইসলামের কোন বিধান কায়েম করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না বা করতে দেয়া হবে না, এটাই হ'ল গণতন্ত্রীদের মূল কথা। তুরস্ক, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। মিসর হ'ল তার একেবারে টাটকা প্রমাণ।

ইহূদী-নাছারা আন্তর্জাতিক চক্র তাদের সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা ও শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখার স্বার্থে হেন অপকর্ম নেই যা করতে পারে না। গণতন্ত্র তাদের দেওয়া একটা গালভরা বুলি মাত্র। ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৫১ সালে ইরানে সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার এসেছিল মোহাম্মাদ মোছাদ্দেক-এর নেতৃত্বে। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও তাদের অনুগ্রহভাজন ছিলেন। কিন্তু অপরাধ করেছিলেন এই যে, তিনি ইরানী তৈল কোম্পানী জাতীয়করণের মাধ্যমে প্রথমবারের মত দেশের তৈল সম্পদের মালিকানা ইরানী জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেই সাথে পাহলবী রাজার ক্ষমতা কমিয়ে নির্বাচিত সরকার প্রধানের ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ফলে সেদেশের তৈল লুণ্ঠনকারী মার্কিন ও বৃটিশ চক্র তাদের স্ব স্ব গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের প্লট তৈরী করে। যে মোছাদ্দেক ছিলেন ইরানী জনগণের অবিসংবাদিত নেতা, লাখ লাখ ডলার খরচ করে তার বিরুদ্ধে সেদিন তেহরানে লাখো মানুষের ঢল নামানো হয়। যাতে তাঁর পতন ঘটে এবং পাহলবী রাজার মাধ্যমে তাদের শোষণের পথ অবারিত রাখা হয়। ১৯৬০ সালে তুরস্কের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আদনান মেন্দারেসকে ইসলামপন্থী হবার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত করে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। ১৯৯২ সালে আলজেরিয়ার নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করতে যাওয়া ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে গৃহযুদ্ধে সেখানে লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়। ২০০৬ সালে ফিলিস্তীনে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার খেসারত ইসলামপন্থী হামাসকে আজও দিতে হচ্ছে ভিতরে-বাইরে অবরোধ ও হামলার শিকার হয়ে। মুরসি তেমনি জিতে হেরেছেন। মিসর এখন বিভক্ত। এটাই পাশ্চাত্যের কাম্য। মিসরে ইসরাঈলের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখাই পাশ্চাত্যের ব্রত। ১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ইসরাঈলের সাথে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি করেন। যার প্রধান ধারাই ছিল ইসরাঈলের অস্তিত্বের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা। বিনিময়ে আমেরিকা ইসরাঈলের পরে মিসরকে তাদের সেরা সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের মর্যাদা দেয়। প্রতি বছর প্রদত্ত ১৫০ কোটি ডলার সাহায্যের মধ্যে ১৩০ কোটি ডলার কেবল সেনাবাহিনীর জন্য বরাদ্দ করা হয়, যার কোন হিসাব নেওয়ার অধিকার মিসর সরকারের থাকবে না। এভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সেরা সেনাবাহিনীকে মার্কিনীরা কব্জায় নেয়। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট হয়েই মুরসি প্রথমে গাজা সফর করেন। সিনাইয়ের রাফাহ সীমান্ত খুলে দেন। অতঃপর সঊদী আরব ও ইরান সফর করেন। পরে ইরানী প্রেসিডেন্ট মিসর সফর করেন। এরপর তিনি সংবিধান সংশোধন করার উদ্যোগ নেন। এতে তিনি ইসরাঈল ও ওবামার সন্দেহে পতিত হন। মুবারকপন্থী প্রার্থী বিগত নির্বাচনে দ্বিতীয় (৪৮.৩) স্থানে ছিল। এছাড়াও ছিল নোবেলজয়ী আল-বারাদীর দল ও অন্যান্যরা। তাছাড়া ছিল দীর্ঘ ৩০ বছরের মোবারকপন্থী শক্তিশালী আমলাচক্র। সেই সাথে স্বাধীনচেতা সেনাবাহিনী। যারা এখন মিসরের মোট সম্পদের প্রায় ৪০ শতাংশের মালিক। সেদেশের প্রায় সব শিল্প ও কল-কারখানার মালিকানা সেনাবাহিনী সদস্যদের হাতে। তাদের বিলাসী জীবন যাপনের পাশে হতদরিদ্র নিঃস্ব জনগণ যুগ যুগ ধরে শোষিত হ'তে হ'তে এখন কংকালসার হয়ে পড়েছে। একটা ভোট দেওয়া ছাড়া তাদের কোনই শক্তি বা ক্ষমতা নেই। তাদের বিরাট আশা ছিল মুরসিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তারা জানেনা যে, ভোটের মৌসুমে জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলা হলেও ভোটাধিকারহীন সেদেশের প্রায় ৮ লাখের অধিক সেনাবাহিনীই রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতার উৎস। সাথে সাথে তাদের উপরে রয়েছে মার্কিন ছড়ি ও আর্থিক টোপ। তাদের সংবিধানে সেনাবাহিনীকে এমন ক্ষমতা দেওয়া আছে যে, তারা ইচ্ছা করলে সংবিধান স্থগিত করতে পারে। তাদের মনোনীত সাংবিধানিক আদালত যেকোন সময় নির্বাচিত জাতীয় সংসদ বাতিল করে দিতে পারে। মুরসির বেলায় সব হাতিয়ারই তারা প্রয়োগ করেছিল। ফলে মুরসি বাধ্য হন আপোস করতে। পতনের সপ্তাহখানেক আগে তিনি কায়রোতে লক্ষাধিক সমর্থক জড়ো করে জোরালো ভাষণ দিয়ে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বিরোধিতা করেন এবং সেখানে আমেরিকার প্রস্তাবিত নো ফ্লাই জোন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে সমর্থন দেন। এমনকি তিনি গাজাবাসীদের বাঁচার পথ রাফাহ সীমান্ত যা খুলে দিয়েছিলেন তা আবার বন্ধ করে দেন। এমনকি মোবারকের আমলে রাস্তার তল দিয়ে চালু করা টানেল বা সুড়ঙ্গ পথটুকুও শেষ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু তাতেও মার্কিন প্রভুরা খুশী হননি। শেষে পতনের আগ রাতের সর্বশেষ ভাষণে তিনি সেনাবাহিনীর চাহিদা মোতাবেক আপোষ প্রস্তাবের ঘোষণা দেন। কিন্তু তাতে আর কাজ হয়নি। তিনি ভেবেছিলেন, মার্কিনীরা আর যাই হৌক জনগণের ভোটকে সম্মান করবে। নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু তাঁর সব হিসাবই ভুল প্রমাণিত হ'ল। তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল ছিল সেনাবাহিনীর গায়ে হাত দেয়া। তিনি মোবারক আমলের সেনাপ্রধানকে সরিয়ে তাঁর পসন্দের ব্যক্তিকে সেনাপ্রধান করলেন। অথচ সেই-ই তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে সরিয়ে দিল। কারণ তিনি বুঝলেন, যিনি তার পূর্বসূরীকে সরিয়েছেন তিনি দু'দিন পরে তাকেও সরাবেন। তাছাড়া তিনি সংবিধান সংশোধন করেন। যদিও সেখানে সেনাবাহিনীর গায়ে হাত দেননি। ইন্দোনেশিয়া, মিসর, পাকিস্তান, তুরস্ক, মিয়ানমার ও যেসব দেশে সেনাবাহিনীই মূল ক্ষমতাধর, সেসব দেশে গণতন্ত্র একটা শ্রুতিমধুর শব্দ মাত্র। যার কোন বাস্তবতা নেই। বিশেষ করে বছরের পর বছর ধরে সেনাবাহিনী যখন একটা ব্যবসায়িক শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং দেশের ধনিক শ্রেণী ও তাদের বশংবদ রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলে, তখন তাদের এই লাভজনক অবস্থান সামান্যতম ক্ষুণ্ন হৌক, এটা তারা চায় না। তাই মুরসির উচিৎ ছিল সর্বাগ্রে দেশে সুশাসন কায়েম

করা। সবার সাথে সদাচরণ করা ও নিজেকে সকল দেশবাসীর প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেমন প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা ইমাদুদ্দীন আব্দুল গফুর সম্প্রতি আমেরিকার দি ওয়াশিংটন পোষ্টকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, প্রেসিডেন্টের ঘোষণা করা উচিৎ যে, তিনি মিসরের সকল মানুষের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আসল সমস্যা হ'ল, মিসরের অনেক মানুষই ভাবে যে, তিনি সকল মিসরীয়ের প্রেসিডেন্ট নন'। আমরা মনে করি, বিষয়টি কেবল ঘোষণা দেওয়ার নয় বরং আচরণের ব্যাপার। আর এটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন দল ও প্রার্থীবিহীনভাবে ইসলামী পন্থায় নির্বাচন হবে। দলীয় ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তি কখনোই বাস্তবে নির্দলীয় হতে পারেন না, অতি মানব কোন ব্যক্তি ছাড়া।

প্রশ্ন হ'ল, বঞ্চিত দলটি ও তাদের সমর্থক জনগণ এখন কোন পথে যাবে? মনে পড়ে বর্তমান আল-কায়েদা নেতা ডাঃ আয়মন আল-জাওয়াহেরী চৌদ্দ বছর বয়সে ইখওয়ানুল মুসলেমীনে (মুসলিম ব্রাদারহুডে) যোগ দেন। পরে ১৯৫৪ সালে সোভিয়েত ঘেঁষা প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাছের ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ করলে অন্যান্যদের সাথে তিনিও রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে কারাগারে নির্মমভাবে নির্যাতিত হন। ফলে কারামুক্তির পরে তিনি সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নেন। সে হিসাবে বলা যায় গণতন্ত্রের দাবীদারদের যুলুম-নির্যাতনই বিশ্বব্যাপী চরমপন্থী আন্দোলনসমূহের ব্যাপ্তিলাভের অন্যতম প্রধান কারণ। তাই দেখা যায় মুরসি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর আল-কায়েদা নেতা ডাঃ আয়মন তাঁকে ৫৮ মিনিটের এক দীর্ঘ অডিও বার্তা প্রেরণ করে বলেন, গণতন্ত্র একটি প্রতারণা মাত্র। এর মাধ্যমে আপনি মিসরের নির্যাতিত জনগণের বা অবরুদ্ধ ফিলিস্তীনীদের কোন কল্যাণ করতে পারবেন না। এভাবে একদিকে পুরানো সাথী আয়মন আল-জাওয়াহেরীর তীব্র সমালোচনা এবং অন্যদিকে সেনাবাহিনী, আদালত ও আমলাতন্ত্রের নিষ্ঠুর অসহযোগিতা ও সাথে সাথে বিরোধী দল সমূহের অন্যায় চাপ মুরসিকে একেবারে কোনঠাসা করে ফেলে।

প্রশ্ন হ'ল, ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত ইসলামপন্থীরা কি করবে? জবাব হ'ল, তারা এর পক্ষে জনমত গঠন করবে এবং সরকারের প্রতি উপদেশদাতা ও চাপ সৃষ্টিকারী দল হিসাবে কাজ করবে। সরকারের ভাল কাজের প্রশংসা করবে এবং মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে। তারা সর্বদা জনকল্যাণে কাজ করে যাবে। ধর্ম-বর্ণ ও দল-মত নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার আদায়ে সর্বদা সোচ্চার থাকবে। সরকারী যুলুম সহ্য করবে ও মন্দ লোকদের গালি হযম করবে। তথাপি জনবিচ্ছিন্ন হবে না। সকল কাজের লক্ষ্য থাকবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। লক্ষ্যচ্যুত হ'লেই সে কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত হারিয়ে যাবে জনান্তিকে। আর আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত দল কখনো জনগণের অন্তরে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে না।

এক্ষেত্রে মিসরের সালাফীদের কথা স্মরণযোগ্য। ২০১১ সালের বিপ্লবে তারা খেই হারিয়ে রাতারাতি গণতন্ত্রী হয়ে যায়। অতঃপর আন-নূর পার্টি গঠন করে নির্বাচনে নেমে পড়ে। জনগণের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা আগে থেকেই ছিল। ফলে তারা এককভাবে ১১১টি ও জোটগতভাবে ১২৩টি আসন লাভ করে। সেই সাথে মুরসির দলের ২৩৮টি মিলে তারা সরকারের পার্টনার হয়ে যায়। তাদের এই তাক লাগানো সাফল্যে চমকে যায় সবাই। তাদেরকে যিনি এপথে এনেছিলেন সেই তরুণ নেতা ইমাদুদ্দীন আবদুল গফুর প্রেসিডেন্ট মুরসির ঘনিষ্ঠ তিনজন উপদেষ্টার অন্যতম নির্বাচিত হন। তিনি আন-নূর পার্টিকে অন্যদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে বলেন। এতে সালাফীরা সঙ্গত কারণেই অসম্মত হন। তখন তিনি বেরিয়ে গিয়ে জানু'১৩ থেকে 'আল-ওয়াত্বান' নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন। ওয়াশিংটন পোষ্টের সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমরা আমেরিকাকে আমাদের বন্ধু মনে করি'। আমরা বলি, আমেরিকা যাদের বন্ধু হয়, তাদের অন্য কোন শত্রুর প্রয়োজন হয় না। বরং এরাই সুকৌশলে সালাফীদের পথচ্যুত করেছে। বর্তমান বিপ্লবে আন-নূর পার্টি সেক্যুলারদের সঙ্গে এক হয়ে মুরসির পতন ঘটিয়েছে। কিন্তু যখন দেখেছে যে, সেনাবাহিনীই রয়েছে মূল ক্ষমতায়, তখন আবার পিছুটান দিয়েছে। এখন তারা কারু সাথে নেই। অথচ সেনা সমর্থিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ৩৫ জনের সব সদস্যই সেক্যুলার। সেখানে কেউ ইসলামপন্থী নেই। এভাবে সালাফীরা আদর্শচ্যুত হয়ে একূল-ওকূল দু'কূল হারালো। জনগণের এতদিনের শ্রদ্ধাবোধ সবই নিমেষে উবে গেল। তারা ভেবে নিল সেক্যুলার ও ব্রাদারহুডের মত সালাফীরাও ক্ষমতা দখলের জন্য সবকিছু করে। বাংলাদেশের সালাফীদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

মুরসির পতনে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইসলামী শাসন ইসলামী তরীকায় আসতে হবে। আর তা হ'ল, দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার পক্ষে জনগণের রায় গ্রহণ করা। সেখানে যিনি খলীফা হবেন, তিনি সকল দল ও মতের লোকদের প্রতি ইসলামী নীতি অনুযায়ী সদাচরণ করবেন। সকলের দাবী-দাওয়া সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবেন। আল্লাহভীতি ও আনুগত্যের দর্শনে সকলকে উদ্বুদ্ধ করবেন। বিদেশী চাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার চেষ্টা করবেন। দেশবাসী যদি তার আন্তরিকতা বুঝতে পারে, তাহলে তারা তার জন্য জীবন দেবে। শত্রু-মিত্র সবাই তার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। এমতাবস্থায় বিদেশীরা চক্রান্ত করলেও ব্যর্থ হবে। আর নিহত হলেও তিনি হবেন 'শহীদ'। জনগণের হৃদয়ে তিনি থাকবেন প্রেরণার উৎস হয়ে। ইসলামী নেতারা ইসলামের দিকে ফিরে আসবেন কি? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

ইয়াতীম প্রতিপালন

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎকারীর পরিণতি :

ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎকারীর শাস্তি অত্যন্ত মর্মান্তিক। দুনিয়াতে ক্ষমতার দাপটে ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা সম্ভব হ'লেও পরকালে ঐ ব্যক্তির বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। অন্যান্য পাপীদের ন্যায় সেও বাম হাতে আমলনামা পেয়ে সেদিন আফসোস করে বলতে থাকবে-

يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ.

'হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হ'ত। আমি যদি আমার হিসাব কি তা না জানতাম! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হ'ত! (আজ) আমার ধন-সম্পদ আমার কোনই কাজে আসল না। আমার ক্ষমতা আজ ধ্বংস হয়ে গেছে' *(হা-ক্বাহ ৬৯/২৫-২৯)*।

ইয়াতীমের সম্পদ যেন আত্মসাৎ না হয় সেজন্য অতি সাবধান করতঃ ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হ'তেও মহান আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ.

'আর ইয়াতীমের বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তার বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেও না' *(আন'আম ১৫২)*। তিনি আরও বলেন, وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً. 'আর ইয়াতীমের বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেও না এবং তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৩৪)*। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে 'ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যেও না' অর্থ ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কর না। যেমনটি হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টির পর নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ 'তোমরা এই বৃক্ষের নিকটেও যেও না। (যদি যাও) তাহ'লে তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*। মূলতঃ ইয়াতীমের সম্পদের হেফাযত ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত হবে তাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আয়াতদ্বয়ে একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোনভাবেও যেন ইয়াতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ করা না হয়। কেননা ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা অর্থ আগুন ভক্ষণ করা। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا. 'নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভর্তি করে এবং সত্বরই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(নিসা ৪/১০)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাছীর (রঃ) বলেন, إِذَا أَكَلُوْا أَمْوَالَ الْيَتَامَى بِلاَ سَبَبٍ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ نَارًا تَأَجَّجَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 'তারা যদি বিনা কারণে ইয়াতীমদের সম্পদ ভক্ষণ করে, তাহ'লে তারা আগুন ভক্ষণ করবে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের পেটে যেই আগুন প্রজ্বলিত হবে'।[১]

একই মর্মার্থে পূর্বোক্ত ৬নং আয়াতে উল্লিখিত وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ 'যে অভাবমুক্ত সে নিবৃত্ত থাকবে এবং যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হবে সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে' *(নিসা ৬)* -এর ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, যে ধনী হবে, যার নিজের খাওয়া-পরার জিনিস যথেষ্ট থাকবে, তার কর্তব্য হবে তাদের মাল হ'তে কিছুই গ্রহণ না করা। এমতাবস্থায় মৃত জন্তু এবং প্রবাহিত রক্তের ন্যায় এ মাল তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম। তবে অভিভাবক দরিদ্র হ'লে তাকে লালন-পালন করার পারিশ্রমিক হিসাবে সময়ের প্রয়োজনে ও দেশ প্রথা অনুযায়ী তার মাল হ'তে গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ। এক্ষেত্রে সে নিজের প্রয়োজন দেখবে এবং পরিশ্রমও দেখবে। যদি প্রয়োজন পরিশ্রম অপেক্ষা কম হয় তবে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করবে। আর যদি পরিশ্রম প্রয়োজন অপেক্ষা কম হয় তবে পরিশ্রমের বিনিময় গ্রহণ করবে।[২]

ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ মানুষকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে। হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

'তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হ'তে বেঁচে থাক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল সেগুলি কী? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ্র সাথে

১. *মুখতাছার তাফসীরে ইবনে কাছীর (বৈরুতঃ দারুল কুরআনিল কারীম, ৭ম সংস্করণ ১৪০০ হিঃ/১৯৮১ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬১।*
২. *তাফসীর ইবনে কাছীর, বঙ্গানুবাদ: ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন্স কমিটি, ৮ম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৮), ৪র্থ-৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৮।*

শিরক করা, যাদু করা, মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পলায়ন করা ও মুমিন সতীসাধ্বী মহিলার উপর যেনার অপবাদ দেয়া'।[৩] অতএব ধ্বংস থেকে রক্ষা ও জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে মুক্তির স্বার্থে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। পাশাপাশি জান্নাতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী হওয়ার দৃঢ় প্রত্যাশায় ইয়াতীম প্রতিপালনে এগিয়ে আসতে হবে।

ইয়াতীম প্রতিপালনের ধরন :

ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়ক হওয়া নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের ব্যাপার ও অত্যন্ত মর্যাদাকর বিষয়। যিনি এই মহান দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তিনি অবশ্যই ইনছাফপরায়ণ হবেন। আপন সন্তানের ন্যায় ইয়াতীমের সার্বিক বিষয় দেখভাল করবেন। কখনো আদর করে, মাথায় হাত বুলিয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন, আবার অবাধ্যতায় কখনো শাসন করবেন। দাঊদ (আঃ) বলতেন, كُنْ لِلْيَتِيْمِ كَالْأَبِ الرَّحِيم 'ইয়াতীমদের প্রতি দয়াবান পিতার ন্যায় হয়ে যাও'।[৪] অর্থাৎ সন্তানের প্রতি পিতা যেমন রহমদিল তেমনি ইয়াতীমের প্রতিও রহমদিল হ'তে হবে। ইয়াতীম প্রতিপালনের ধরন কী হবে এ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল।-

১. লালন-পালন ও শিষ্টাচার শিক্ষা দান : সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠা শিশুর জন্মগত অধিকার। কিন্তু শৈশবে পিতৃবিয়োগের কারণে এটি অনেকাংশেই বিঘ্নিত হয়। সঠিকভাবে খাওয়া-পরার অভাবে তার শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি যথাযথভাবে হয়ে ওঠে না। সেকারণ যিনি ইয়াতীমের দায়িত্বশীল হবেন তার উচিত হবে নিজ সন্তানের ন্যায় ইয়াতীম সন্তানের লালন-পালনেরও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। তার সঠিক পরিচর্যা করা, উপযুক্ত খাদ্য, প্রয়োজনীয় পোষাক-পরিচ্ছদ ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

পাশাপাশি শৈশব থেকেই তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। আলী (রাঃ) বলেন,

لَيْسَ الْيَتِيْمُ الَّذِىْ مَاتَ وَالِدُهُ * اِنَّ الْيَتِيْمَ يَتِيْمُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ

'যার পিতা মারা গেছে সে প্রকৃত ইয়াতীম বা অনাথ নয়। বরং জ্ঞান ও শিষ্টাচারে দৈন্য ব্যক্তিই প্রকৃত ইয়াতীম'।[৫]

বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা, সাক্ষাতে সালাম প্রদান করা, গৃহে প্রবেশ ও বের হওয়ার আদব, খাওয়া-পরার আদব, ঘুমানো ও ঘুম থেকে ওঠার আদব, ছালাতের নিয়ম ও প্রয়োজনীয় দো'আ-কালাম প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনে চলার নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়কের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হ'লে জবাব প্রদানেও অক্ষম হ'তে হবে। কেননা প্রত্যেককেই সেদিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৬]

২. শিক্ষা-দীক্ষা : ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাপক। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ ৫টি আয়াতের প্রথম শব্দটিই হচ্ছে اِقْرَأْ 'পড়'। আল্লাহ বলেন, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ'তে। পড়! আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন' *('আলাক্ব ৯৬/১-৫)*। আলোচ্য আয়াতে পড়াকে শর্তযুক্ত করে দেয়া হয়েছে আল্লাহ্র সাথে। অর্থাৎ এমন বিষয়ে পড়াশুনা করা আবশ্যক, যার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্বন্ধে সঠিক ইলম হাছিল হয়। পক্ষান্তরে যে ইলম মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, মানুষকে নাস্তিক বানায়, ঐ ইলম এখানে উদ্দেশ্য নয়। ঐ ইলম অর্জন থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ 'বলুন! যারা জ্ঞানী এবং যারা মূর্খ তারা কি সমান?' *(যুমার ৩৯/৯)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইলম অর্জন করা ফরয'।[৭] অতএব সুন্দর জীবনের জন্য সুস্থ জ্ঞান হাছিল আবশ্যক। যার ভিত্তিমূল হচ্ছে পরিবার। মাতৃক্রোড়েই শিক্ষার শুভ সূচনা হয়। ছোট্ট শিশুটি মায়ের কাছেই দুই ঠোঁট নেড়ে অস্ফুট ভাষায় তার আবেদন প্রকাশের চেষ্টা করে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে যত বড় হয় ততই নতুন কিছু শিখে। পিতা-মাতাই সন্তানের প্রথম শিক্ষক। সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলার জন্য পিতা-মাতার দায়িত্ব সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু পিতৃহীন বা পিতৃ-মাতৃহীন ইয়াতীম শিশুটি এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সেকারণ তার দায়-দায়িত্ব অর্পিত হবে যার তত্ত্বাবধানে সে বড় হবে তার উপর। পিতা-মাতার অবর্তমানে তিনিই ইয়াতীম শিশুটির শিক্ষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবেন। বয়স

৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২ 'ঈমান' অধ্যায়।*
৪. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১০৫২৮; ছহীহ আদাবুল মুফরাদ, তাহক্বীক্ব আলবানী হা/১০৩, সনদ ছহীহ।*
৫. *জামীউ দাওয়াবীনিশ শি'রিল আরাবী ১০/১৭০।*
৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫।*
৭. *বায়হাক্বী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২১৮ সনদ হাসান।*

বাড়ার সাথে সাথে তাকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিবেন এবং তার একাডেমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। এভাবে একজন ইয়াতীমকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণের সর্বাত্মক চেষ্টা করা একজন 'কাফীল' বা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব।

৩. ঈমান ও ছহীহ আক্বীদা শিক্ষা দান :

ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম বা দ্বীনে ফিতরাত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ– 'প্রতিটি শিশুই ফিতরাত তথা ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতাসহ জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান বা অগ্নিপূজক বানায়'।[৮] আলোচ্য হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, ঈমান, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার যোগ্যতা প্রতিটি শিশুর মধ্যেই বিদ্যমান আছে। যদি শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবক এ ব্যাপারে যত্নবান হয় এবং পরিবেশ যদি অনুকূলে থাকে তবে শিশুর মধ্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ঘটে। আর যদি পিতামাতা বা অভিভাবক এ বিষয়ে অবহেলা করে কিংবা পরিবেশ প্রতিকূলে থাকে, তবে শিশুর চরিত্র বিনষ্ট হয়ে যায়। সেকারণ পিতা-মাতা বা অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে সদুপদেশের মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া। তাকে আল্লাহর অস্তিত্বের কথা, তাঁর একত্ববাদের কথা এবং তাঁর উপর ঈমান আনার কথা বলা। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, আসমান-যমীনের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং এ সব কিছুর যে একজন স্রষ্টা আছেন তার কথা সন্তানদেরকে বুঝানো। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নবী-রাসূল, ফিরিশতা, মৃত্যু, আখেরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে অবহিত করা ও এসব বিষয়ে ঈমান আনতে বলা। পাশাপাশি শিরক ও বিদ'আতের ভয়াবহতা তুলে ধরা এবং এসব থেকে বেঁচে থাকতে বলা। যেমনটি লোকমান তাঁর সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ– ... يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ– يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ– وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ– وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ–

'স্মরণ কর, যখন লোকমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক কর না। নিশ্চয়ই শিরক মহা অন্যায়'। 'হে বৎস! যদি তা (পুণ্য ও পাপ) সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ তা উপস্থিত করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত'। 'হে বৎস! ছালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, আর অসৎ কাজের নিষেধ কর এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ কর। এটাই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ'। 'অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কর না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ উদ্ধত, অহংকারীকে পসন্দ করেন না'। '(হে বৎস!) তুমি সংযতভাবে পদক্ষেপ ফেলবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করবে, নিশ্চয়ই গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর' *(লোক্বমান ৩১/১৩, ১৬-১৯)*।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিছনে বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি আমাকে বললেন,

يَا غُلاَمُ إِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ–

'হে বৎস! আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিব। তুমি আল্লাহ্র হুকুমের হেফাযত কর, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন, আল্লাহর বিধানের হেফাযত কর, আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে। যখন কিছু চাইবে একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই চাইবে, আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে কেবল আল্লাহ্র কাছেই করবে। জেনে রেখ, সমস্ত জাতি যদি তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয় তাহ'লে এতটুকু উপকারই করতে পারবে, যা আল্লাহ লিখে রেখেছেন। আর যদি তারা তোমার কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় তাহ'লেও ততটুকু ক্ষতিই করতে পারবে, যা আল্লাহ লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং কালি শুকিয়ে গেছে'।[৯]

লোকমান কর্তৃক স্বীয় সন্তানকে প্রদত্ত ধারাবাহিক উপদেশ এবং আলোচ্য হাদীছে কিশোর ইবনে আব্বাসকে প্রদত্ত মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয় যে, ঈমান ও ছহীহ আক্বীদা শিক্ষাদানের উপযুক্ত বয়স হচ্ছে শিশু-কিশোর বয়স। সেকারণ ইয়াতীমের দায়িত্বশীল ব্যক্তি এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে

৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০।*

৯. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩০২, সনদ ছহীহ।*

তার অধীনস্থ ইয়াতীম সন্তানকে ঈমান ও বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষা দিবেন। শিরক বিমুক্ত খালেছ তাওহীদপন্থী ও বিদ'আতমুক্ত প্রকৃত সুন্নাতপন্থী হিসাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন। তবেই তিনি নিজেকে একজন সফল ইয়াতীম প্রতিপালনকারী হিসাবে আত্মতৃপ্তি লাভে ধন্য হবেন।

৪. উপযুক্ত বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা করা : ইয়াতীমের দায়িত্বশীলের এটিও অন্যতম দায়িত্ব যে, বিবাহের বয়স হ'লে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা। শারঈ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে তাদের বিবাহের কার্য সুসম্পন্ন করা। কেননা বিবাহ মুসলিম জীবনের একটি অন্যতম অনুসঙ্গ। বিবাহের মাধ্যমে যেমন নিঃসঙ্গতা দূরীভূত হয়, চিন্তা প্রশমিত হয়, ঠিক তেমনি তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা বৃদ্ধি পায়। অশান্ত মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً 'আর মহান আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরক সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে পরস্পরে ভালবাসা ও দয়া' *(রূম ৩০/২১)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করতে সক্ষম তারা যেন বিবাহ করে। কারণ বিবাহ দৃষ্টি অবনত রাখতে ও গুপ্তাঙ্গের হেফাযতে অধিক কার্যকর। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম সে যেন ছিয়াম রাখে। কেননা ছিয়াম যৌনচাহিদাকে অবদমিত রাখে'।[১০]

উপসংহার :

বাহ্যত ইয়াতীমরা সমাজে মর্যাদাহীন। তাদের পিতৃহীনতা যেন তাদের অপরাধ। অথচ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ইয়াতীম। তিনিই ইয়াতীমদের বিশ্বময় নেতা। সুতরাং ইয়াতীম ও অসহায়দের অবজ্ঞা-অবহেলার চোখে দেখার কোনই অবকাশ নেই। আর এ অবহেলা কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা অবিশ্বাসী ও মিথ্যারোপকারী। আল্লাহ বলেন, أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ فَذَلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ– 'তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার দিবসে মিথ্যারোপ করে? সে হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয় এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না' *(মা'ঊন ১০৭/১-৩)*। সুতরাং ইয়াতীমদের গলাধাক্কা নয়, বরং তাদের যথাযথ প্রতিপালনে এগিয়ে আসতে হবে। যা পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত ও একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা নির্দেশিত। ইয়াতীম প্রতিপালন করা জান্নাতী লোকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জান্নাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয় ইয়াতীম প্রতিপালনের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে হৃদয় কোমল হয়, রিযিক প্রশস্ত হয় এবং রহমত ও বরকত নাযিল হয়। সুতরাং এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ ও নেকীর কাজে মুমিন মাত্রেরই এগিয়ে আসা উচিত। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী সহ দেশের ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচশত ইয়াতীম (বালক/বালিকা) বর্তমানে প্রতিপালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের জন্য দাতা সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ থেকে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করুন এবং দুস্থ-অসহায় শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

টাকা প্রেরণের হিসাব নম্বর:
পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০।*

মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায়

*হাফেয আব্দুল মতীন**

(ফেব্রুয়ারী'১৩ সংখ্যার পর)

চতুর্থ উপায় : তাক্বওয়া অবলম্বন করা

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অবলম্বনের মাধ্যমে মানব জাতির ইহকাল ও পরকাল কল্যাণময় হবে। কারণ তাক্বওয়া মানুষকে আল্লাহ্র নিকটে সম্মানিত করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাক্বী' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। তাক্বওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ সকল সমস্যা দূর করে দেন এবং অভাবনীয় উৎস থেকে জীবিকা প্রদান করেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ বের করে দিবেন। আর তাকে ধারণাতীত উৎস হ'তে রিযিক্ব দান করবেন' *(তালাক্ব ৬৫/২-৩)*। তাক্বওয়া অবলম্বনে মানুষের সকল কাজ সহজ হয়ে যায় এবং আল্লাহ সব গোনাহ মাফ করে দেন। আর তাকে দান করেন মহাপুরস্কার। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ذَلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا 'আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ-কর্ম সহজ করে দেন। এটা আল্লাহ্র বিধান, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপরাশি মোচন করে দেন এবং তাকে দেন মহাপুরস্কার' *(তালাক্ব ৬৫/৪-৫)*।

মুমিনদেরকে তাক্বওয়া অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا- يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا-

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে' *(আহযাব ৩৩/৭০-৭১)*।

মানব জাতির সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে আল্লাহভীতির মধ্যে। আর তাক্বওয়া পূর্ণতা লাভ করে সৎ আমল এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন ও আনুগত্যের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوْا بِرَسُوْلِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। আর তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(হাদীদ ৫৭/২৮)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের (ক্বিয়ামতের) জন্য সে কি পাঠিয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত' *(হাশর ৫৯/১৮)*।

তাক্বওয়া অবলম্বন করলে মানুষ ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ 'হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার একটি মানদণ্ড দান করবেন, আর তোমাদের গুনাহ সমূহ মিটিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল ও মঙ্গলময়' *(আনফাল ৮/২৯)*।

মুত্তাক্বীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ، وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ، أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 'এটা ঐ গ্রন্থ, যার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ নেই; আল্লাহভীরুদের জন্য এটি পথনির্দেশ। যারা অদৃশ্য বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ছালাত ক্বায়েম করে ও আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হ'তে ব্যয় করে। আর যারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তদ্বিষয়ে বিশ্বাস

* লিসান্স ও এম.এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতি যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারাই তাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম' *(বাক্বারাহ ২/২-৫)*।

পঞ্চম উপায় : মাতা-পিতার খেদমত করা

মাতা-পিতার খেদমতই সন্তানের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। কারণ আল্লাহ্র ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার প্রতি ইহসান করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا– 'তোমরা আল্লাহ্রই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন করো না। আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর' *(নিসা ৪/৩৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا– 'তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হ'লে তাদেরকে বিরক্তি সূচক কিছু বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বল। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেক। আর বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৩-২৪)*। তিনি আরো বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ– 'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে; তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদেরকে মান্য কর না। আমার নিকটেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব যা তোমরা করতে' *(আনকাবূত ২৯/৮)*।

পাপ কাজে কেউ আদেশ দিলে তার কথা শোনা যাবে না এবং সে কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ 'পাপের কাজে কোন আনুগত্য নেই; বরং আনুগত্য শুধু ভাল কাজে'।[১১]

১১. *বুখারী হা/৭২৫৭, ১২৪৯*।

পিতা-মাতার উচিত সন্তান-সন্ততিকে উপদেশ দেওয়া, যেভাবে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা লোকমান তার সন্তানকে উপদেশ দিয়েছিলেন। যেমন- 'যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক কর না। নিশ্চয়ই শিরক মহা যুলুম। হে বৎস! তা (পুণ্য বা পাপ) যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা ভূগর্ভে আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। হে বৎস! ছালাত ক্বায়েম করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ হ'তে নিষেধ করবে এবং আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (অহংকারবশে) তুমি মানুষ হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না। কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পসন্দ করেন না। তুমি চালচলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর করবে নীচু; স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর' *(লোকমান ৩১/১৩, ১৬-১৯)*।

৬ষ্ঠ উপায় : সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করা

এই কাজে প্রভূত কল্যাণ নিহিত। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজের নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম হবে। তাদের সদৃশ হয়ো না, যাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পর তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও বিরোধ করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। সেদিন (ক্বিয়ামতের দিন) কতক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল এবং কতক মুখমণ্ডল হবে কালো বর্ণের। (তাদেরকে বলা হবে) তবে কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী হয়েছ? অতএব তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে। আর যাদের মুখমণ্ডল শুভ্র উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহ্র করুণার অন্তর্ভুক্ত; তারা সেখানে সদা অবস্থান করবে' *(আলে ইমরান ৩/১০৪-১০৭)*। আল্লাহ আরো বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ– 'তোমরাই শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজের নিষেধ করবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

যারা মানুষকে দ্বীনের পথে, হকের পথে ও আল্লাহ্র দিকে ডাকে তাদেরকে 'দাঈ' বলা হয়। দাঈদের প্রথম কর্তব্য হবে মানুষকে সঠিক আক্বীদা শিক্ষা দেওয়া। কারণ আক্বীদা হচ্ছে মূল। আক্বীদা ঠিক না হ'লে কোন আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না। সেই সাথে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে। আর পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় অসৎ কাজ হচ্ছে শিরক ও বিদ'আত। সুতরাং যারা শুধু সৎ কাজের আদেশ করে, কিন্তু অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না, তারা আল্লাহ্র কালাম ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী কাজ

করে। কারণ আল্লাহ তা'আলা সৎ কাজের আদেশের সাথে অসৎ কাজের নিষেধের কথাও উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ

'আমরা তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা ছালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করবে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র ইখতিয়ারে' *(হজ্জ ২২/৪১)*।

আয়াতটিতে ছালাত আদায় ও যাকাত প্রদান করার পাশাপাশি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার কথা বলা হয়েছে। আর এখানে সৎ কাজের আদেশ বলতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং অসৎ কাজের নিষেধ বলতে শিরকের উচ্ছেদ বুঝানো হয়েছে।[১২]

সমাজ আজকে শিরকী ও বিদ'আতী কাজে পরিপূর্ণ। অথচ কিছু লোক পড়ে আছে শুধু ফাযায়েলে আমল নিয়ে। যারা মানুষকে শিরক-বিদ'আতের ভয়াবহ পরিণতি ও তা থেকে বিরত থাকার কথা বলে না, শুধু চিল্লা আর ফযীলত নিয়েই ব্যস্ত। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ

'যে ব্যক্তি কাউকে অসৎ কাজ করতে দেখবে সে যেন সেটাকে হাত দিয়ে বাধা দেয়। যদি এটাতে সমর্থ না হয়, তাহ'লে মুখে বলবে। যদি মুখে বলতে সমর্থ না হয় তাহ'লে অন্তরে ঘৃণা করবে। আর এটাই সর্বাধিক দুর্বল ঈমান'।[১৩]

সুতরাং শুধু ফযীলতের কথা নিয়ে ব্যস্ত না থেকে হারাম কাজগুলো থেকেও নিষেধ করতে হবে। বিশেষ করে তাওহীদের শিক্ষা দান এবং শিরক-বিদ'আত থেকে মানুষকে নিষেধ করা। ফাযায়েলে আমলের নামে জাল-যঈফ হাদীছ প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। জাল-যঈফ হাদীছ বর্ণনা করা রাসূলের উপরে মিথ্যারোপের নামান্তর। এতে ব্যক্তির পরকাল নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করলে জাহান্নামে যেতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন তার নিজের স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল'।[১৪]

সুতরাং দাওয়াতী কাজ করার জন্য অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞান থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ '(হে নবী!) বলুন, এটাই আমার পথ, আল্লাহ্র দিকে মানুষকে আহ্বান করি জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আমি ও আমার অনুসারীগণ। আল্লাহ মহা পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

সকল দাঈকে কুরআন-হাদীছের জ্ঞান অর্জন করে তদনুযায়ী দাওয়াত দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি জান যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। সুতরাং কথা এবং কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। আর অধ্যয়নের মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জিত হয়'।[১৫]

দাওয়াতী কাজ শুরু করতে হবে পরিবার থেকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ 'তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও' *(শু'আরা ২৬/২১৪)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর' আয়াতটি অবতীর্ণ হ'লে রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে ছাফা পর্বতে আরোহণ করলেন এবং সকাল বেলার বিপদ সাবধান বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন। আওয়াজ শুনে তারা বলল, এ কে? তারপর সবাই তাঁর কাছে গিয়ে সমবেত হ'ল। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি, একটি অশ্বারোহী সেনাবাহিনী এ পর্বতের পিছনে তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহ'লে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলেই বলল, আপনার মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করছি *(সাবা ৩৪/৪৬)*। একথা শুনে আবু লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে একত্র করেছ? অতঃপর রাসূল (ছাঃ) দাঁড়ালেন। তারপর অবতীর্ণ হ'ল 'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও' *(লাহাব ১)*।[১৬] অতএব সবার উচিত নিজের ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিবার এবং ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এবং নিজের গ্রাম, সমাজকে সর্বাগ্রে সংশোধন করা, পরকালের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সর্বাগ্রে তাদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করা। সবাই এ পদ্ধতি গ্রহণ করলে ইনশাআল্লাহ সমাজে বিশৃঙ্খলা থাকবে না। আল্লাহ বলেন, يَا

১২. *আলূসী, রূহুল মা'আনী ১৭/২১৪।*
১৩. *মুসলিম হা/৪২৪৯।*
১৪. *মুসলিম হা/৩।*
১৫. *বুখারী, তরজমাতুল বাব, 'কথা ও কর্মের পূর্বে ইলম' অনুচ্ছেদ।*
১৬. *বুখারী হা/৪৯৭১।*

أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর ঐ অগ্নি হ'তে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হন তাই করেন' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তোমার নিকট আত্মীয়দের সতর্ক কর' *(শু'আরা ২১৪)* যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হ'ল, তখন রাসূল (ছাঃ) দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! নিজেদের কিনে নাও। আমি আল্লাহ্র নিকট তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে বনী আবদে মানাফ! আল্লাহ্র নিকট আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্ত্বালিব! আমি আল্লাহ্র নিকট তোমার কোনই উপকারে আসব না। হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফু ছাফিয়্যাহ! আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতেমা! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চাও, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট আমি তোমার কোনই উপকারে আসব না'।[১৭]

আল্লাহ বলেন, 'সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তাঁর নিজের ভাই হ'তে এবং তার মাতা-পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান হ'তে, তাদের প্রত্যেকের সেদিন এমন গুরুতর অবস্থা হবে যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে। সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, অনেক মুখমণ্ডল হবে সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন ধূলি ধূসর। সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালো বর্ণ। তারাই কাফির ও পাপাচারী' *(আবাসা ৮০/৩৪-৪২)*।

৭ম উপায় : নারীদের পর্দা পালন

পর্দা প্রথা ইসলামের এক অমোঘ বিধান। যা নারী-পুরুষ সকল মুমিনের জন্য পালন করা অতীব যরূরী। কেননা পর্দাহীনতার ফলে সমাজে যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়, নারী নির্যাতন ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য সবাইকে পর্দা মেনে চলা উচিত। বিশেষত নারীদের পর্দা মেনে চলা যরূরী। তারা কোন প্রয়োজনে বাড়ী থেকে বের হ'লে পর্দার সাথে বের হবে এবং বিনা প্রয়োজনে বের হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا– 'আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে; প্রাচীন জাহেলী যুগের সৌন্দর্য প্রদর্শনের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করবে। আল্লাহ তো চান হে আহলে বাইত! তোমাদের হ'তে নাপাকী দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র করতে' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*।

পর্দা প্রথা মেনে চলার পাশাপাশি পরপুরুষের সাথে মিষ্ট ভাষায় কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوْفًا 'হে নবীপত্নীরা! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে (পরপুরুষের সাথে) মিষ্টি কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে খারাপ ইচ্ছা পোষণ করে এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে' *(আহযাব ৩৩/৩২)*।

পর্দার মধ্যেই মা-বোনদের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا– 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আহযাব ৩৩/৫৯)*।

নারী-পুরুষ উভয়কে আল্লাহ্র হুকুম পালন করতে হবে তাহ'লে ইহ ও পরকালীন কল্যাণ লাভ হবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে লজ্জাস্থান হেফাযতকারী নারী-পুরুষের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন' *(আহযাব ৩৩/৩৫-৩৬)*।

নারী-পুরুষ উভয়কে শালীন ও তাক্বওয়াশীল পোশাক পরিধান করতে হবে। আল্লাহ বলেন, يَا بَنِيْ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ 'হে বনু আদম! আমি তোমাদেরকে লজ্জাস্থান আবৃত করার ও বেশভূষার জন্য তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদের উপকরণ দিয়েছি। আর আল্লাহভীতির পরিচ্ছদই সর্বোত্তম। এটা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যাতে মানুষ এটা হ'তে উপদেশ গ্রহণ করে' *(আ'রাফ ৭/২৬)*।

নারী-পুরুষ উভয় তাদের দৃষ্টিকে সংযত করবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে

১৭. *বুখারী হা/৪৭৭১*।

এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতম, তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত। মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তাদের ঘাড় ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় (ওড়না বা চাদর) দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, (পিতামহ-মাতামহ) শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে না হাঁটে। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পারো' *(নূর ২৪/৩০-৩১)*।

নারীরা যেন পুরুষদের মত হ'তে চেষ্টা না করে এবং পুরুষরাও যেন নারীদের মত হ'তে ইচ্ছা পোষণ না করে। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوْا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا 'আর তোমরা ওসবের আকাংখা করো না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে অন্যের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। পুরুষরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং নারীরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ আছে। আর তোমরা আল্লাহ্রই নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত' *(নিসা ৪/৩২)*।

নারীরা পরপুরুষের সাথে মিশবে না এবং এক সাথে বসবে না, বরং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবে। আল্লাহ বলেন, 'যখন তিনি (মূসা) মাদইয়ানের পানির (কূপের) নিকট পৌঁছলেন তখন দেখলেন যে, একদল লোক তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন নারী তাদের পশুগুলোকে থামিয়ে রাখছে। মূসা বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ রাখালরা তাদের পশুগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা অতিবৃদ্ধ। মূসা তখন তাদের পশুগুলোকে পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করলেন ও বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার মুখাপেক্ষী। যখন নারীদ্বয়ের একজন লজ্জা ও শালীনতা সহকারে তার নিকট আসল এবং বলল, আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করছেন, আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাবার পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য। অতঃপর মূসা তাঁর নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি বললেন, ভয় কর না, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল হ'তে বেঁচে গেছ' *(ক্বাছাছ ২৮/২৩-২৫)*। উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে সুস্পষ্টরূপ বিধৃত হয়েছে পর্দার গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

সন্তান-সন্ততি লালন-পালনে মায়ের ভূমিকা অত্যধিক। একজন আদর্শ মা সমাজের অশ্লীল এবং বেহায়াপনা বন্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যখন সন্তান-সন্ততি ছোট থাকে তখন যদি মা ছালাত ক্বায়েম করে, কুরআন তেলাওয়াত করে, বাড়ীতে অবস্থান করে ও প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার সময় পর্দা করে বের হয়, তাহ'লে এসব কাজ-কর্ম সন্তানের উপর প্রভাব ফেলবে। মাকে দেখে সন্তান-সন্ততি শিক্ষা নিবে। অপরপক্ষে পিতা যদি নিয়মিত মসজিদে গিয়ে ছালাত ক্বায়েম করে, বাড়ীতে কুরআন তেলাওয়াত করে, অন্যান্য ফরয কাজগুলো পালন করে, তাহ'লে সন্তানের উপর পিতার এসব কাজের প্রভাব পড়ে। এভাবে ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার নিকট থেকে শিক্ষা পাবে।

[চলবে]

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ভাই ও বোনেরা!

মাসিক **আত-তাহরীক** সূচনালগ্ন থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনে হক প্রচারে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নিয়মিত প্রকাশনার ১৬ বছর পেরিয়ে আপনাদের প্রিয় আত-তাহরীক আগামী অক্টোবরে ১৭তম বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করেছি। দেশের দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতি সত্ত্বেও আমরা দীর্ঘ দিন এর মূল্য বৃদ্ধি করিনি। এর মধ্যে কাগজ ও কালির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপকভাবে। ছাপা, বাঁধাই ও ফিল্ম খরচও বেড়েছে অনেকগুণ। সেকারণ পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে পত্রিকা সরবরাহ দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া বহু বিজ্ঞ পাঠক ও লেখক **'আত-তাহরীক'** সংরক্ষণের সুবিধার্থে হোয়াইট পেপারে (সাদা কাগজে) ছাপানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তাই আগামী অক্টোবর/১৩ (১৭তম বর্ষ ১ম সংখ্যা) থেকে আপনাদের প্রিয় **'আত-তাহরীক'** সাদা কাগজে ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিধায় আত-তাহরীকের মূল্য ১৬/- টাকার পরিবর্তে ২০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী অক্টোবর'১৩ থেকে নতুন মূল্য কার্যকর হবে ইনশাআল্লাহ। আত-তাহরীকে খিদমতের তুলনায় এ নতুন মূল্য বৃদ্ধি পাঠকদের মনোকষ্টের কারণ হবে না বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস। পাঠক, গ্রাহক ও এজেন্টদের এই সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। *-সম্পাদক।*

যাকাত সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(৫ম কিস্তি)

জমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের যাকাত

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর পৃথিবীকে করেছেন মানুষের জন্য বসবাস উপযোগী আবাস। যমীনকে করেছেন মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِيْ الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ 'আমরা তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং সেখানে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' *(আ'রাফ ৭/১০)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ- أَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ- لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ- إِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ- بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ-

'তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি তাকে অংকুরিত কর, না আমরা অংকুরিত করি? আমরা ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। বলবে, আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম; বরং আমরা হৃত সর্বস্ব হয়ে পড়লাম' *(ওয়াকি'আ ৫৬/৬৩-৬৭)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ- أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا- ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا- فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا- وَعِنَبًا وَقَضْبًا- وَزَيْتُوْنًا وَنَخْلاً- وَحَدَائِقَ غُلْبًا- وَفَاكِهَةً وَأَبًّا- مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ-

'মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমরাই প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি, এরপর আমরা ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সব্জি, যয়তুন, খেজুর, ঘন উদ্যান, ফল এবং ঘাস তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে' *(আবাসা ৮০/২৪-৩২)*।

আল্লাহ তা'আলা যমীনকে যেমন মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস বানিয়েছেন, তেমনি তা হ'তে উৎপাদিত ফসলের যাকাত ফরয করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমরা যা ভূমি হ'তে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوْشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ-

'তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও ডালিমও সৃষ্টি করেছেন; এগুলি একে অপরের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল কাটার দিনে তার হক (যাকাত) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না' *(আন'আম ৬/১৪১)*।

কৃষিপণ্যের যাকাতের নিছাব ও পরিমাণ

কৃষিপণ্যের যাকাতের নিছাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ فِيْمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ 'পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপন্ন ফসলের যাকাত নেই'।[১৮]

'ওয়াসাক'-এর পরিমাণ : ১ ওয়াসাক সমান ৬০ ছা'। অতএব ৫ ওয়াসাক সমান ৬০×৫=৩০০ ছা'। ১ ছা' সমান ২ কেজি ৫০০ গ্রাম হ'লে ৩০০ ছা' সমান ৭৫০ কেজি হয়। অর্থাৎ ১৮ মন ৩০ কেজি। এই পরিমাণ শস্য বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হ'লে ১০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত ফরয। আর নিজে পানি সেচ দিয়ে উৎপাদন করলে ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ-

'বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা নালার পানিতে উৎপন্ন ফসলের উপর 'ওশর' (দশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর 'অর্ধ ওশর' (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব'।[১৯]

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১৮. *বুখারী হা/১৪৮৪, 'যাকাত' অধ্যায়, ঐ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/১২০ পৃঃ; মুসলিম হা/৯৭৯; মিশকাত হা/১৭৯৪।*

১৯. *বুখারী হা/১৪৮৩, 'যাকাত' অধ্যায়, ঐ, বঙ্গানুবাদ ২/১১৯ পৃঃ; মিশকাত হা/১৭৯৭।*

বৃষ্টির পানি ও কৃত্রিম সেচ উভয় মাধ্যমে উৎপাদিত শস্যের যাকাতের পরিমাণ : যে শস্য শুধুমাত্র বৃষ্টির পানি অথবা শুধুমাত্র কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন হয় না। বরং কিছু অংশ বৃষ্টির পানিতে এবং কিছু অংশ কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়, সে শস্যের দশ ভাগের তিন-চতুর্থাংশ যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ কারো ২০ মণ ধান সম্পূর্ণ বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হ'লে তার দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ দুই মণ যাকাত দিতে হবে। আর নিজে সেচ দিয়ে উৎপন্ন করলে তার বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এক মণ যাকাত দিতে হবে। আর কিছু অংশ বৃষ্টির পানি ও কিছু অংশ নিজের সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন হ'লে তার দশ ভাগের তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ এক মণ বিশ কেজি যাকাত দিতে হবে। ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই।[২০]

এক শস্য অন্য শস্যের নিছাব পূর্ণ করবে কি?

কোন ব্যক্তির ১০ মণ ধান ও ১০ মণ গম উৎপন্ন হ'লে সে কি উভয় শস্য একত্রিত করে যাকাত আদায় করবে? না-কি পৃথকভাবে কোনটি নিছাব পরিমাণ না হওয়ায় যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে? এ ব্যাপারে ছহীহ মত হ'ল, গম, যব, ধান ইত্যাদি প্রত্যেকটি পৃথক শস্য। অতএব শস্যগুলি পৃথকভাবে নিছাব পরিমাণ হ'লেই কেবল যাকাত ফরয। অন্যথা ফরয নয়। তবে একই শস্যের বিভিন্ন শ্রেণী একই নিছাবের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মিনিকেট, পারিজা, চায়না, স্বর্ণা সহ বিভিন্ন শ্রেণীর ধান একই নিছাবের অন্তর্ভুক্ত।[২১]

যে সকল শস্যের যাকাত ফরয

যে সকল শস্য জমিতে উৎপন্ন হয় তা যদি মানুষের সাধারণ খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তা ওযন ও গুদামজাত করা যায়, সে সকল শস্যেই কেবল যাকাত ফরয। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّمَا سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فِيْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ-

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গম, যব, কিসমিস এবং খেজুর এই চারটি শস্যের যাকাত প্রবর্তন করেছেন।[২২] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ-

মূসা ইবনু ত্বালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মু'আয (রাঃ)-এর নিকট প্রেরিত পত্র আমাদের নিকট ছিল। যাতে তিনি গম, যব, কিসমিস ও খেজুরের যাকাত গ্রহণ করেছেন।[২৩]

উল্লিখিত হাদীছদ্বয়ে বর্ণিত চারটি শস্যের যাকাতের কথা বলা হ'লেও এই চারটিকেই নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং ওযন ও গুদামজাত সম্ভব সকল শস্যই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ধান, ভুট্টা ইত্যাদি।

অতএব গুদামজাত অসম্ভব এমন শস্যের যাকাত ফরয নয়। যেমন শাক-সবজি বা কাঁচা মালের কোন যাকাত (ওশর) নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ زَكَاةٌ 'শাক-সব্জিতে কোন যাকাত (ওশর) নেই'।[২৪] উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় সম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এক বছর অতিক্রম করলে এবং নিছাব পরিমাণ হ'লে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 'এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মালের যাকাত নেই'।[২৫]

কখন শস্যের যাকাত ফরয?

শস্য যখন পরিপক্ক হবে এবং তা কর্তন করা হবে তখন শস্যের যাকাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ 'ফসল তুলবার দিনে তার হক (যাকাত) প্রদান করবে' *(আন'আম ৬/১৪১)*। উল্লেখ্য যে, শস্য কর্তন করে তা সংরক্ষণের যথাস্থানে রাখার পূর্বে নষ্ট বা হারিয়ে গেলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। তবে তা সংরক্ষণের যথাস্থানে রাখার পরে মালিকের অলসতা বা অবহেলার কারণে নষ্ট হ'লে বা হারিয়ে গেলে তার উপর যাকাত ফরয। আর তা সংরক্ষণের যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরে নষ্ট বা হারিয়ে গেলে তার উপর যাকাত ফরয নয়।[২৬]

শস্য উৎপাদনের ব্যয় বাদ দিয়ে যাকাত ফরয

উৎপাদনকারী শস্য উৎপাদনের কাজে ব্যয়কৃত যাবতীয় খরচ হিসাব করে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট শস্যের যাকাত আদায় করবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

يَقْضِيْ مَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ، ثُمَّ يُزَكِّى مَا بَقِىَ-

'প্রথমত ফল উৎপাদনে যা ব্যয় করেছে তা পরিশোধ করবে, অতঃপর অবশিষ্টাংশের যাকাত আদায় করবে'।[২৭]

---

২০. ইবনু কুদামা, শারহুল কাবীর ২/৫৬৩ পৃঃ; মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৬/৭৮ পৃঃ।
২১. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৪৫ পৃঃ।
২২. সুনানুদ দারাকুতনী হা/১৯৩৬; সিলসিলা ছহীহা হা/৮৭৯।
২৩. মুসনাদে আহমাদ হা/২২০৪১; সিলসিলা ছহীহা, হা/৮৭৯।
২৪. ছহীহ জামেউছ ছগীর হা/৫৪১১, আলবানী, সনদ ছহীহ।
২৫. তিরমিযী হা/৬৩২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯২; আলবানী, সনদ ছহীহ।
২৬. শারহুল মুমতে' ৬/৮২ পৃঃ।
২৭. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/৭৮৫৮।

বাৎসরিক লিজ নেয়া জমি থেকে উৎপাদিত শস্যের যাকাত

লীজের টাকা বাদ দিয়ে বাকী শস্যের যাকাত আদায় করতে হবে, না-কি উৎপাদিত সমুদয় শস্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে গ্রহণীয় মত হ'ল, লীজের টাকা সহ উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে বাকী শস্য নিছাব পরিমাণ হ'লে তার ওশর আদায় করবে।[২৮]

মধুর যাকাতের হুকুম

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যেসব নে'মত দান করেছেন তার মধ্যে মধু অন্যতম। তিনি বলেন,

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ- ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ-

'আর তোমার রব মৌমাছিকে ইংগিতে জানিয়েছেন যে, তুমি পাহাড়ে ও গাছে এবং তারা যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে নিবাস বানাও। অতঃপর তুমি প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর এবং তুমি তোমার রবের সহজ পথে চল। তার পেট হ'তে এমন পানীয় বের হয়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগ নিরাময়। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে' *(নাহল ১৬/৬৮-৬৯)*।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার দানকৃত উপরোক্ত নে'মত মধুর যাকাত আদায় করতে হবে কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হ'ল, মধুর যাকাত আদায় করতে হবে না। কেননা তা প্রথমতঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ তা এক প্রকার প্রাণীর পেট থেকে বের হয় যা গাভীর দুধের মত। সুতরাং দুধের যেমন যাকাত ফরয নয়, তেমনি মধুর যাকাত ফরয নয়।[২৯]

ব্যবসায়িক মালের যাকাত

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য হালাল বস্তুর ব্যবসা হালাল করেছেন এই শর্তে যে, তারা তাদের ব্যবসায় ইসলামী বিধি-বিধান লংঘন করবে না এবং আমানতদারী ও সততা সর্বতোভাবে রক্ষা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। আল্লাহ তা'আলার হালালকৃত ব্যবসায় যে সকল মাল ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাতে যাকাত ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হ'তে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*।

অত্র আয়াতে বর্ণিত مَا كَسَبْتُمْ অর্থাৎ 'তোমরা যা উপার্জন কর' দ্বারা ব্যবসায়িক মালকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) باب صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ তথা 'উপার্জিত ও ব্যবসায়িক মালের যাকাত' শিরোনামে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ 'আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক' *(যারিয়াত ৫১/১৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا 'তাদের সম্পদ হ'তে ছাদাক্বা গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে' *(তওবা ৯/১০৩)*। উল্লিখিত আয়াত সমূহে আল্লাহ তা'আলা সম্পদের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যবসায়িক মাল তা থেকে আলাদা নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠালেন এবং বললেন, তারা যদি দিন-রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতকে মেনে নেয় তাহ'লে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে,

أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ-

'আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রের মাঝে বণ্টন করা হবে'।[৩০] আর ব্যবসায়িক সম্পদ হাদীছে উল্লিখিত মাল থেকে আলাদা নয়। অতএব তার উপর যাকাত ফরয।

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, لَيْسَ فِيْ الْعُرُوْضِ زَكَاةٌ إِلاَّ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ 'সম্পদের যাকাত নেই, কেবল ব্যবসায়িক সম্পদ ব্যতীত'।[৩১]

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) তাঁর কর্মচারী রুযাইক ইবনু হুকাইমকে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে,

---

২৮. ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, ১/৩৫৯ পৃঃ।

২৯. শারহুল মুমতে' আলা যাদিল মুস্তাকনি' ৬/৮৭-৮৮ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৫০-৫২ পৃঃ।

৩০. বুখারী হা/১৩৯৫, 'যাকাত' অধ্যায়, 'যাকাত ওয়াজিব হওয়া' অনুচ্ছেদ, ঐ বঙ্গানুবাদ, ২/৭৫ পৃঃ; মুসলিম হা/১৯।

৩১. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/৭৩৯৪; আলবানী সনদ ছহীহ।

أن انظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنَ التِّجَارَاتِ من كلِّ أربعِيْنَ دِيْنَاراً دِيْنَاراً-

'তোমার সামনে যে মুসলমানই আসবে তার ব্যবসায় ব্যবহৃত সব প্রকাশমান সম্পদ থেকে প্রতি চল্লিশ দীনারে এক দীনার যাকাত গ্রহণ কর'।[৩২]

ব্যবসায়িক মালের যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

(ক) যাকাত ফরয এমন দ্রব্য না হওয়া : মূলগত দিক থেকে যে দ্রব্যের যাকাত ফরয এমন বস্তু না হওয়া। কেননা একই দ্রব্যের উভয় দিক থেকে বা দু'বার যাকাত আদায় করা সম্ভব নয়। যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, গবাদী পশু ইত্যাদি নিছাব পরিমাণ হ'লে তার মালিকের উপর যাকাত ফরয। সুতরাং উল্লিখিত সম্পদ ব্যবসায়িক মালের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও তার যাকাত মূলের দিক থেকেই আদায় হবে। ব্যবসায়িক দ্রব্য হিসাবে নয়।

(খ) ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নিছাব পরিমাণ হওয়া : ব্যবসায়িক পণ্য নিছাব পরিমাণ হ'তে হবে। আর তা হ'ল, ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ অথবা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ হওয়া।

(গ) পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা : নিছাব পরিমাণ ব্যবসায়িক পণ্য পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকলেই কেবল যাকাত ফরয। অন্যথা যাকাত ফরয নয়।

দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক পণ্য-সামগ্রীর যাকাত

মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী যা দোকানে গচ্ছিত রেখে প্রতিনিয়ত ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তার যাকাত আদায় করা ফরয। আর এ সকল পণ্যের যাকাত আদায় করার জন্য মালিক তার দোকানে গচ্ছিত পণ্যের বর্তমান বাজারমূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিবেন। উল্লেখ্য যে, বিক্রয় করা হবে না এমন কোন জিনিস দোকানে থাকলে তার যাকাত আদায় করতে হবে না। যেমন ফ্রিজ যা পণ্যকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে দোকানের আসবাবপত্র যা বিক্রয় করা হয় না, তার যাকাত আদায় করতে হবে না।[৩৩]

জমির যাকাত

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যতগুলো সম্পদ দান করেছেন তার মধ্যে জমি অতি মূল্যবান একটি সম্পদ। এই মূল্যবান সম্পদের কখন ও কিভাবে যাকাত আদায় করতে হবে তা নিম্নে আলোচনা করা হ'ল :

(ক) জমি যদি বসবাস অথবা চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত হয় তাহ'লে সেই জমির কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং উক্ত জমি থেকে যে শস্য উৎপাদিত হবে তা নিছাব পরিমাণ হ'লে তার ওশর বা যাকাত আদায় করতে হবে।

(খ) উক্ত জমি ভাড়ায় খাটানো হ'লে অথবা ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিল্ডিং তৈরী করা হ'লে সেই জমির কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং তা থেকে অর্জিত নিছাব পরিমাণ অর্থ এক বছর অতিক্রম করলে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।

(গ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করলে (সরাসরি উক্ত জমি বিক্রয় করে লাভ করার উদ্দেশ্য থাকলে) এবং তা এক বছর অতিক্রম করলে সেই জমির বর্তমান মূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত জমির বছর হিসাব করা হবে ঐ সময় থেকে, যখন থেকে তার নিকট জমি ক্রয় করার টাকা গচ্ছিত হয়েছে। এ সময় থেকে এক বছর অতিক্রম করলে উক্ত জমির বর্তমান মূল্যের শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত প্রদান করবে। আর এক বছর অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই জমি বিক্রয় করলে বিক্রয়লব্ধ টাকা নিছাব পরিমাণ হ'লে তা থেকে যাকাত আদায় করবে।

অতএব মূল কথা হ'ল, ব্যবসার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয়-বিক্রয় করলেই কেবল সেই জমির বর্তমান মূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। আর ব্যবসার উদ্দেশ্য না থাকলে সেই জমির কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং তা থেকে অর্জিত অর্থ নিছাব পরিমাণ হ'লে তার শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।[৩৪]

যাকাত প্রদানের খাতসমূহ

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে যাকাত প্রদানের ৮টি খাত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

'নিশ্চয়ই ছাদাক্বা (যাকাত) হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহ্র রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ হ'তে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/৬০)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকাত প্রদানের ৮টি খাত উল্লেখ করেছেন। নিম্নে প্রত্যেকটি খাত আলাদাভাবে আলোচনা করা হ'ল-

৩২. মুওয়াত্তা মালেক, হা/৮৮০।
৩৩. ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ২/৫৭ পৃঃ।
৩৪. শরহুল মুমতে' ৬/১৪২-১৪৩ পৃঃ।

(১) ফকীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী। যাকে আল্লাহ তা'আলা যাকাতের ৮টি খাতের প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিনিয়ত দারিদ্র্য থেকে আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন, اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ' হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফরী ও দারিদ্র্য থেকে আশ্রয় চাচ্ছি'।[৩৫]

(২) মিসকীন : যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়।[৩৬] যাকাত প্রদানের ৮টি খাতের মধ্যে দ্বিতীয় খাত হিসাবে আল্লাহ তা'আলা মিসকীনকে উল্লেখ করেছেন।

(৩) যাকাত আদায়কারী ও হেফাযতকারী : আল্লাহ তা'আলা যাকাত প্রদানের তৃতীয় খাত হিসাবে ঐ ব্যক্তিকে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি যাকাত আদায়, হেফাযত ও বণ্টনের কাজে নিয়োজিত। অতএব উক্ত ব্যক্তি সম্পদশালী হ'লেও সে চাইলে যাকাতের অংশ গ্রহণ করতে পারবে।[৩৭]

উল্লেখ্য, রাষ্ট্র কর্তৃক যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিই থাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন।

(৪) ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কোন অমুসলিমকে যাকাত প্রদান করা : ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অথবা কোন অনিষ্ট বা কাফেরের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে কোন অমুসলিমকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়।[৩৮]

(৫) দাস মুক্তির জন্য : যারা লিখিত কোন চুক্তির বিনিময়ে দাসে পরিণত হয়েছে। তাদেরকে মালিকের নিকট থেকে ক্রয়ের মাধ্যমে মুক্ত করার লক্ষ্যে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়। অনুরূপভাবে বর্তমানে কোন মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিমদের হাতে বন্দি হ'লে সে ব্যক্তিও এই খাতের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৩৯]

(৬) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার ঋণ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যাকাত প্রদান করা যাবে।

(৭) আল্লাহ্র রাস্তায় : আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে যে কোন ধরনের প্রচেষ্টা 'ফী সাবীলিল্লাহ' বা আল্লাহ্র রাস্তার অন্তর্ভুক্ত। জিহাদ, দ্বীনী ইলম অর্জনের যাবতীয় পথ এবং দ্বীন প্রচারের যাবতীয় মাধ্যম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

(৮) মুসাফির : সফরে গিয়ে যার পাথেয় শেষ হয়ে গেছে সে ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ প্রদান করে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে যাকাতের অর্থ দান করা যাবে। এক্ষেত্রে উক্ত মুসাফির সম্পদশালী হ'লেও তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে।

নির্ধারিত ৮ টি খাতে যাকাত বণ্টনের পদ্ধতি

আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার ৬০ নম্বর আয়াতে যাকাত প্রদানের যে ৮টি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার মধ্যেই যাকাত বণ্টন সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এর বাইরে যাকাত প্রদান করা সিদ্ধ নয়। তবে যাকাতকে সমান ৮ ভাগে ভাগ করতে হবে না। বরং ৮টি খাতের মধ্যে যে খাতগুলো পাওয়া যাবে সেগুলোর মধ্যে প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কম-বেশী করে যাকাত বণ্টন করতে হবে। এমনকি প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে কোন একটি খাতে সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করলেও তা আদায় হয়ে যাবে।[২৩]

[চলবে]

৩৫. আবুদাঊদ হা/৫০৯০; নাসাঈ হা/১৩৪৭; মিশকাত হা/২৪৮০।
৩৬. বুখারী হা/৪৫৩৯, ১৪৭৯; মুসলিম হা/১০৩৯(১০২)।
৩৭. শারহুল মুনতে ৬/২২৫।
৩৮. তদেব ৬/২২৬।
৩৯. তদেব ৬/২৩০।

২৩. তদেব ৬/৪৭-৪৮।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেইটে আয়োজিত মাসব্যাপী বই মেলায় **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** অংশগ্রহণ করেছে। এখানে মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক সহ হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত ও পরিবেশিত সকল বই, সিডি ও ডিভিডি পাওয়া যাচ্ছে। আপনার কাংখিত বই, সিডি-ডিভিডি, পত্রিকার প্রভৃতির জন্য **১৩ নং স্টলে** যোগাযোগ করুন। মেলা ঈদুল ফিতরের পূর্ব পর্যন্ত চলবে।

: ০১৯১৫-০১২৩০৭, ০১৭২৩-৯২৪০৩৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ঢাকা

এখন থেকে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রকাশিত সকল প্রকার বই, সিডি, ডিভিডি, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী মূল্যে নিম্নোক্ত স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের বঙ্গানুবাদ এবং দেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ
২২০, বংশাল (২য় তলা)
১৩৮, মাজেদ সরদার লেন
ঢাকা-১১০০। ফোন : ৯৫৬৮২৮৯।
মোবাইল : ০১৯১৫-০১২৩০৭, ০১৭২৩-৯২৪০৩৯

শায়খ আলবানীর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু মন্তব্য

আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

জঙ্গীবাদী ও চরমপন্থীদের উদ্দেশ্যে

প্রথমতঃ কোন বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় প্রবেশের পূর্বে কিছু বিষয় স্মরণ রাখা যরূরী। জ্ঞানীগণ বলেন, ما بُني على فاسد فهو فاسد 'বাতিলের উপর যা প্রতিষ্ঠিত, তা নিজেও বাতিল'। উদাহরণস্বরূপ ছালাত যদি অপবিত্র অবস্থায় আদায় করা হয়, তবে তা ছালাত হিসাবে গণ্য হয় না। কেননা তা শরী'আত নির্দেশিত বিধি মোতাবেক পালিত হয়নি। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ওযূবিহীন কোন ছালাত নেই'। তাই মুছল্লী ওযূবিহীনভাবে যত ছালাতই আদায় করুক না কেন, তা বাতিল বলেই গণ্য হবে। কেননা তা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত। শরী'আতে এরূপ উদাহরণ ভুরি ভুরি।

দ্বিতীয়তঃ আমরা সর্বদা বলে আসছি শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কেবলমাত্র তখনই জায়েয, যখন তার কুফরীর বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। সাধারণভাবে কখনোই তা শরী'আতসম্মত নয়। কেননা বিদ্রোহও শরী'আতসম্মত উপায়ে হওয়া আবশ্যক। যেমনভাবে ছালাত আদায়ের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যক। এর প্রমাণে আমরা আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীটি প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করব, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ২১)*।

তৃতীয়তঃ বর্তমানে মুসলমানরা এমন কিছু শাসকের শাসনাধীনে রয়েছে যাদেরকে ধরে নেওয়া যায় যে তারা মুশরিকদের মত সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত। যদি এটা ধরে নেয়া হয় তবে আমি বলব, আজকের যুগের শাসকদের অধীনে মুসলমানরা যে অবস্থায় জীবন-যাপন করছে, এটা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের মাক্কী জীবনের ন্যায়। রাসূল (ছাঃ)-কে তার মাক্কী জীবন কাফের-মুশরিকদের ত্বাগূতী শাসনের অধীনেই অতিবাহিত করতে হয়েছিল। যারা রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াতকে এবং কালেমায়ে ত্বাইয়েবার আহ্বানকে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করত। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আবু তালিবও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তার দাওয়াতকে অস্বীকার করে বলেছিলেন, যদি আমার কওম আমার ব্যাপারে কটূক্তি না করত, তাহলে আমি অবশ্যই এ কালেমা উচ্চারণ করে তোমার চক্ষু শীতল করতাম।

তারা ছিল নবী (ছাঃ)-এর দাওয়াতের প্রকাশ্য অস্বীকার কারী। অথচ রাসূল (ছাঃ) তাদের শাসনাধীনেই বসবাস করতেন। তিনি তাদেরকে কোন কথাই বলতেন না কেবল একটি দাওয়াত ছাড়া, তা হ'ল- 'তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কারো শরীক করো না'।

অতঃপর তিনি মাদানী জীবনে পদার্পণ করলেন। শারঈ বিধি-বিধান নাযিল হতে লাগল। মুসলমানদের সাথে মুশরিকদের যুদ্ধ শুরু হ'ল। যার ইতিহাস সুবিদিত।

কিন্তু মাক্কী জীবনে কোন বিদ্রোহ ছিল না যেমনটি বর্তমানে অনেক অমুসলিম দেশে মুসলমানরা করছে। এরূপ বিদ্রোহ মূলতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ ছিল না। যার অনুসরণের জন্য আমরা নির্দেশিত হয়েছি।

চতুর্থতঃ বর্তমানে আলজেরিয়া সম্পর্কে আমরা যা শুনেছি তাহ'ল সেখানে দু'টি বা তারও বেশী দল রয়েছে, যারা শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। যেমন ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট এবং আমার জানা মতে তাদের মধ্যকার একটি জঙ্গী দল। এই চরমপন্থী অংশটি আসলে মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন একটি গোষ্ঠী। এদের প্রত্যেকেরই শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য নিজস্ব পথ ও পন্থা রয়েছে। এখন শাসককে নিজেদের মত করে কাফের ঘোষণা করে যদি এই দু'টি দলের কোন একটি দল বিজয় লাভ করে এবং ক্ষমতারোহন করে, তখন বাকি দলগুলোর কথা বাদই দিলাম, এ দু'টি দল কি ঐক্যমত পোষণ করতে পারবে? তারা কি সেই ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে পারবে যার জন্য তারা যুদ্ধ করেছিল? মনে হয় না। কারণ অচিরেই তাদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হবে।

যার অতীব দুঃখজনক দৃষ্টান্ত আমরা আফগানিস্তানে দেখেছি। আফগানিস্তানে যেদিন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেদিন সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ঘোষণা করা হয়েছিল। সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে শরীক হয়েছিল অনেকগুলি দল। কিন্তু পরবর্তীতে তারা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হ'ল। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথের বিপরীত কাজ করলে তার পরিণতি অবশেষে ধ্বংস ছাড়া কিছুই নয়। মূলতঃ ইসলামী হুকুমত কায়েমে এবং ইসলামের হুকুম-আহকাম বাস্তবায়নে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথ হ'ল মানুষকে হক-এর পথে দাওয়াত দেয়া।

পঞ্চমতঃ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতি হ'ল, প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করতে হবে। অতঃপর কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে মানুষকে প্রশিক্ষিত করতে হবে। এই দুই মূলনীতির পরিচয় আমরা দিয়েছি দু'টি শব্দ 'তাছফিয়াহ' ও 'তারবিয়াহ' নামে। আমরা বলছি না যে, এর মাধ্যমেই সারা বিশ্বের মুসলমান একক উম্মাহ হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে; বরং আমরা বলতে চাই যে যারা প্রকৃতই ইসলামের জন্য কাজ করতে চায় অথবা সে পথের অনুসারী হতে চায়, যে পথে পৃথিবীতে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা সম্ভব, তাদেরকে অবশ্যই হুকুম ও পদ্ধতিগতভাবে রাসূল (ছাঃ)-কে অনুসরণ করা আবশ্যক।

এদিক থেকেই বলব মিসর ও আলজেরিয়ায় যা হচ্ছে, তা ইসলামের নীতি বিরোধী। কেননা ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে 'তাছফিয়াহ' ও 'তারবিয়াহ'-এর পথ অবলম্বন করতে; অন্য কোন পথ অনুসরণযোগ্য নয়। আমি বলছি না যে এর মাধ্যমেই লক্ষ লক্ষ মুসলমান সরল-স্বচ্ছভাবে ইসলামকে অনুসরণ করা শুরু করবে অথবা ইসলামের সঠিক পথ ও পন্থায় নিজেকে পরিচালিত করবে; বরং আমাদের বক্তব্য হ'ল ইসলামকে প্রকৃতই যারা গুরুত্ব দেয় তারা নিজেদের সংশোধন করুক, অতঃপর তার পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশীকে সংশোধনের উদ্যোগ নিক, অতঃপর ক্রমান্বয়ে অন্যদেরকে। এভাবে সংশোধন ও সংস্কারের ধারা ক্রমান্বয়ে শাসক পর্যন্ত উপনীত হোক। এই শারঈ রীতি ও যৌক্তিক পন্থার অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল মানুষের মধ্যে সংশোধন ও সংস্কার আনা সম্ভব।

ষষ্ঠতঃ এই সকল বিপ্লব, বিদ্রোহ এমনকি আফগানিস্তানের জিহাদ, এসব ঘটনায় আমাদের কোন সমর্থন ছিল না কিংবা এর ভবিষ্যত নিয়ে আশাবাদীও ছিলাম না। কারণ সেখানে পাঁচ বা ততোধিক দল রয়েছে। যেমন বর্তমানে আফগানিস্তানে যিনি ক্ষমতায় আছেন তিনি ছুফী মতাবলম্বী বলে সুপরিচিত।

যাইহোক এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হ'ল, মতপার্থক্য যেকোন শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। যেমনভাবে আল্লাহ খুন-খারাবীর পিছনে কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন পারস্পরিক বিভেদ। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 'আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না'। 'যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে (তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত' *(রূম ৩১-৩২)*। সুতরাং মুসলমানরা যখন নিজেরাই দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তখন তাদের পক্ষে জয়লাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। কেননা এসকল বিভক্তি ও মতপার্থক্য দুর্বলতার চিহ্ন।

তাই বিজয়ী দলের বৈশিষ্ট্য হ'ল, যারা সত্যিকার অর্থেই রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা কামনা করে, তারা আধুনিক যুগের জন্য প্রযোজ্য সেই বক্তব্যটিকে অনুসরণ করবে, যা একজন দাঈ উল্লেখ করেছিলেন, যদিও তাঁর অনুসারীরা তা অনুসরণ করে না। সে বক্তব্যটি হ'ল, 'তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা কর, তবেই তোমাদের রাষ্ট্রে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে'।

কিন্তু বাস্তবতায় আমরা যা দেখছি এসব ইসলামপন্থী সংগঠনের অধিকাংশই এই সংস্কার ও প্রশিক্ষণ নীতিকে সামনে রাখছেন না। এখনও তারা ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অনৈসলামিক আক্বীদা, ইবাদাত, আখলাকগত ত্রুটিগুলো সংস্কারে উদ্যোগী হচ্ছেন না। যারা নিজেদের ত্রুটিগুলো সংস্কারেই আন্তরিক নন, সেখানে অন্যদের সংস্কারে কি পদক্ষেপ নিবেন! কোথায় রয়েছে শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এসব সংগঠনের সংস্কার ও সংশোধন নীতি বাস্ত বায়ন কর্মসূচি?

সুতরাং আমি বলব, বিস্তারিত আলোচনার পর এটা সুস্পষ্ট যে, যে নীতি উল্লেখ করেছিলাম পূর্বেই অর্থাৎ 'বাতিলের উপর যা প্রতিষ্ঠিত, তা নিজেও বাতিল', তারই বাস্তবতা লক্ষ্য করছি আমরা বিভিন্ন দেশে। আমাদের বক্তব্য খুবই পরিষ্কার যে, আলজেরিয়া, মিসরসহ বিভিন্ন দেশে যা ঘটছে তা পূর্ববর্তী ঘটনা পরম্পরারই ফলশ্রুতি এবং সেইসাথে উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিতে শারঈ নীতিমালা লংঘনের দুঃখজনক পরিণাম।

সপ্তমতঃ আমরা জানি ন্যায়বিচারক ও প্রজ্ঞাবান শরী'আত প্রণেতা যুদ্ধের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা বেঁধে দিয়েছেন। যেমন প্রথম যুগের মুসলিম যোদ্ধাদেরকে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এমনকি ধর্মীয় উপাসনালয়ের পাদ্রী, পুরোহিতদেরকেও আক্রমণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল *(আহমাদ হা/২৭২৮)*। যদিও তারা শিরকে লিপ্ত এবং পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত; তবুও শরী'আতপ্রণেতা মুসলিম যোদ্ধাদেরকে নিষেধ করেছিলেন ইসলামের একটি নীতি বাস্তবায়ন করার জন্য। তাহ'ল আল্লাহ বলেন, ... কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না'। 'আর মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে' *(নাজম ৫৩/৩৮-৩৯)*।

এই আয়াত থেকে আমরা দু'টি ইঙ্গিত পাই। একটি হ'ল কোন নারীকে হত্যা করা যাবে না, কেননা সে যুদ্ধ করে না। অপরটি হ'ল যদি সে পুরুষদের সাথে যুদ্ধে শরীক হয়, তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। এর ভিত্তিতে এখন যদি প্রশ্ন আসে যে, যারা টাইমবোমা বা গাড়িবোমার বিস্ফোরণ ঘটায় এবং এই বিস্ফোরণের ফলে এমন কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হয়, যে মূলতঃ শারঈ বিধান মোতাবেক দায়ী নয়; তাহ'লে কিভাবে এই কাজ ইসলামে জায়েয হতে পারে?

আমি তো বলব, এটা কেবল মূল ঘটনার একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। তার চেয়ে বেশী ধ্বংসাত্মক ঘটনা ছিল কয়েকবছর পূর্বে সংঘটিত সেই বিদ্রোহ। যেই বিদ্রোহ কেবল খারাপ প্রতিক্রিয়াই বয়ে আনছে ক্রমাগতভাবে। এজন্য আমরা বলি, সকল কাজ তার শেষ পরিণতির উপর নির্ভর করে। আর শেষ পরিণতি কখনই ভাল হয় না যতক্ষণ না তা প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামের উপর। সুতরাং যার ভিত্তিই হ'ল ইসলামবিরোধী, তা অচিরেই অনিষ্টকারিতা আর ধ্বংসের বার্তা বয়ে আনতে বাধ্য' *(সংক্ষেপায়িত)*। *(www.alalbany.net/misc024.php)*।

[২৩.১০.১৯৯৫ তারিখে শায়খ আলবানীকে জিহাদের প্রকৃতি, বোমাবাজি ও গুপ্তহত্যার বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি উপরোক্ত উত্তরটি প্রদান করেন]

আল-কুরআনের আলোকে জাহান্নামের বিবরণ

*বযলুর রহমান**

(২য় কিস্তি)

আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি কারো উপর যুলুম করেন না। পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ডের উপরে ভিত্তি করেই তার পরকালীন জীবনের চূড়ান্ত ঠিকানা নির্ধারিত হবে। আল্লাহ মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করবেন। তাদের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে জাহান্নামের আযাবে তারতম্য হবে। যেমন মুনাফিক্বদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে হবে *(নিসা ৪/১৪৫)*। আবার জাহান্নামের জ্বলন্ত হুতাশন কারো টাখনু পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত আবার কারো মাথা পর্যন্ত পৌঁছবে।[৪০] কারো দু'পায়ের নিচে আগুনের দু'টি অঙ্গার রাখা হবে, যাতে তার মাথার মগয টগবগ করে ফুটতে থাকবে।[৪১] কাউকে আবার আগুনের ফিতা সহ দু'খানা জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে।[৪২] এমনিভাবে জাহান্নামে পাপিষ্ঠদের বিভিন্ন আযাব দেওয়া হবে। নিম্নে জাহান্নামে শাস্তি প্রদানের কতিপয় ধরন আলোচনা কর হ'ল।-

ক. আগুনের বেড়ী ও শৃঙ্খল :

জাহান্নামে জাহান্নামীকে প্রবেশ করানোর জন্য সত্তর হাত আগুনের শিকল দিয়ে শৃঙ্খলিত করা হবে এবং তাকে আগুনের ভারী বেড়ী পরিধান করানো হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ، ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ، ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ، إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. 'তাকে ধর এবং গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও। তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। অতঃপর সত্তর হাত শৃঙ্খল দ্বারা তাকে শৃঙ্খলিত কর। কেননা সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না আর ইয়াতীমদের খাদ্যদানে উৎসাহিত করত না' *(হা-ক্বাহ ৬৯/৩০-৩৪)*। এ মর্মে তিনি আরো বলেন, إِذِ الْأَغْلاَلُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يُسْحَبُوْنَ، فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ. 'যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শৃঙ্খল থাকবে, তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে। অতঃপর তাদের দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে' *(মুমিন ৪০/৭১-৭২)*।

পৃথিবীতে যারা যাকাত আদায় করে না বরং সম্পদ গচ্ছিত করে রাখে ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে বিষাক্ত সাপের বেড়ী পরিধান করানো হবে। এগুলি তাদেরকে ছোবল মারতে থাকবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِى بِشِدْقَيْهِ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

'যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন অথচ সে উহার যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন উক্ত ধন-সম্পদ টাকমাথাওয়ালা এক বিষধর সর্পের আকৃতি ধারণ করবে। যার চোখের উপর দুটি কালো দাগ থাকবে, যা তার গলদেশে পেঁচিয়ে দেওয়া হবে এবং ঐ সাপটি তার দু'চোয়ালে দংশন করে বলবে, আমিই তোমার ধন-সম্পদ, আমিই তোমার গচ্ছিত ধন-সম্পদ। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, 'আল্লাহ তাদের স্বীয় অনুগ্রহ থেকে যা দিয়েছিলেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এ কার্পণ্য তাদের জন্য কল্যাণকর হবে বলে তারা যেন মনে না করে। বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। তারা যে বিষয়ে কার্পণ্য করেছে ক্বিয়ামতের দিন সেই ধন-সম্পদ তাদের গলার বেড়ী হবে। আর আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের একক স্বত্বাধিকারী এবং তোমরা যা করছ তা তিনি পূর্ণ খবর রাখেন' *(আলে-ইমরান ৩/১৮০)*।[৪৩]

খ. আগুনের খুঁটিতে বেঁধে রাখা :

জাহান্নামে অসংখ্য অগ্নিনির্মিত লম্বা লম্বা খুঁটি থাকবে। যাতে বিভিন্ন অপরাধীদের অত্যন্ত মযবূত করে বেঁধে রেখে আযাব দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ، الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، فِيْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. 'কখনো নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। আপনি কি জানেন হুতামা কি? এটি আল্লাহর জ্বলন্ত প্রজ্বলিত আগুন। যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। নিশ্চয়ই তা তাদের আবদ্ধ করে রাখবে লম্বা লম্বা স্তম্ভসমূহে' *(হুমাযাহ ১০৪/৪-৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، وَلاَ يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ 'সেদিন তাঁর আযাবের ন্যায় কেউ আযাব দিতে পারবে না এবং তাঁর বন্ধনের মতো কেউ বাঁধতে পারবে না' *(ফাজর ৮৯/২৫-২৬)*।

গ. বিষাক্ত সাপ ও বিচ্ছুর দংশন :

জাহান্নামে অসংখ্য বিষাক্ত সাপ ও বিচ্ছু থাকবে। সেখানের সাপ ও বিচ্ছুর আকৃতি হবে উট ও খচ্চরের সমান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

**. এম.এ (শেষ বর্ষ) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৪০. মুসলিম হা/৭৩৪৯।

৪১. বুখারী হা/৬৫৬২।

৪২. মুসলিম হা/৫৩৯; মিশকাত হা/৫৪২৩।

৪৩. বুখারী হা/১৪০৩, ৪৫৬৫; নাসাঈ হা/২৪৮২; মিশকাত হা/১৭৭৪।

إِنَّ فِي النَّارِ حَيَّات كَأَمْثَال أَعْنَاق الْبُخْت تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمْثَال الْبِغَال الْمُوْكَفَة تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا أَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

'জাহান্নামের সাপগুলো বুখতী নামক উটের ন্যায় হবে। এর একটি সাপের দংশনের বিষক্রিয়া জাহান্নামী চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে। আর জাহান্নামের বিচ্ছু খচ্চরের সমান হবে। এর একটি বিচ্ছুর দংশনের বিষক্রিয়া জাহান্নামী চল্লিশ বছর অনুভব করবে'।[৪৪]

ঘ. উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া :

আল্লাহ্র নির্দেশে ফেরেশতাগণ কাফেরদেরকে উল্টো করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তারা অন্ধ, মূক ও বধির হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ، يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ. 'নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত। যেদিন তাদেরকে উপুড় অবস্থায় মুখের উপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, সেদিন বলা হবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর' *(ক্বামার ৫৪/৪৭-৪৮)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا. 'ক্বিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, মূক ও বধির করে। আর তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। যখনই তা স্তিমিত হওয়ার উপক্রম হবে, তখনই তাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দেব' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৯৭)*। সেদিন পাপিষ্ঠদের পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। বাধা দেওয়ার মত কেউ থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ 'সেদিন অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের (মলিন) চেহারা দেখে। তাদেরকে সেখানে পাকড়াও করা হবে তাদের পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে' *(আর-রহমান ৫৫/৪১)*। তিনি আরো বলেন, كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ '(আবু জাহালকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন) সাবধান! সে যদি বিরত না হয় তবে অবশ্যই আমি তাকে হিঁচড়ে নিয়ে যাব, মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে-মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ' *('আলাক্ব ৯৬/১৫-১৬)*। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِى أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِى الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! মুখের উপর ভর করে কাফিরদেরকে কিভাবে ক্বিয়ামতের দিন উঠানো হবে? উত্তরে তিনি বললেন, দুনিয়াতে যে সত্তা দু'পায়ের উপর হাঁটান, তিনি কি ক্বিয়ামতের দিন মুখের উপর ভর করে হাঁটাতে সক্ষম নন?[৪৫]

ঙ. লোহার হাতুড়ি দ্বারা আঘাত :

জাহান্নামে কাফেরদের ভারী হাতুড়ির আঘাতের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হবে। এতে তার মাথা দলিত-মথিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ، كُلَّمَا أَرَادُوْا أَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ. 'আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ নির্মিত (ভারী) হাতুড়িসমূহ। যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হ'তে চাইবে, তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং বলা হবে, আস্বাদন কর দহন যন্ত্রণা' *(হজ্জ ২২/২১-২২)*।

কবরে মৃত ব্যক্তিকে রাখার পর ফেরেশতা কর্তৃক প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত হাদীছে কাফির-মুনাফিকদের যে শাস্তির বিবরণ পেশ করা হয়েছে সেখানেও তাকে হাতুড়ি দিয়ে শাস্তির বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ...فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّي يَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلاَعُهُ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ اَعْمَي اَصَمُّ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا فَيُضْرَبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيْرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ.

বারা ইবনে আযেব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,...(কাফির ব্যক্তিকে কবরে কৃত প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারায়) আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। তার জন্য জাহান্নামের

৪৪. মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৭৪৯; মিশকাত হা/৫৬৯১; ইবনু হিব্বান হা/৭৪৭১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪২৯।

৪৫. ছহীহ বুখারী হা/৪৭৬০, ৬৫২৩; মিশকাত হা/৫৫৩৭।

বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও। তারপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তখন তার দিকে জাহান্নামের গরম হাওয়া আসতে থাকে। কবরকে তার জন্য এত সংকীর্ণ করে দেয়া হয় যাতে তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সাথে একটি লোহার হাতুড়ি থাকে। যদি এই হাতুড়ি দ্বারা কোন পাহাড়কে আঘাত করা হয়, তাহ'লে সেটি ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে। সেই ফেরেশতা এ হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করেন, আর সে আঘাতের চোটে এত বিকট চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত পৃথিবীর সব কিছুই শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটির সাথে মিশে যায়। তারপর আবার তার দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকে'।[৪৬]

চ. মুখমণ্ডল বিদগ্ধকরণ :

জাহান্নামে জাহান্নামীদের মুখমণ্ডল ওলট-পালট করে দগ্ধিভূত করা হবে। তাদের চেহারাকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা আবৃত করে রাখবে এবং আলকাতরা সদৃশ কালো জামা পরিধান করানো হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ 'যেদিন তাদের মুখমণ্ডল জাহান্নামের আগুনে ওলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করতাম' *(আহযাব ৩৩/৬৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ، سَرَابِيْلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ. 'সেদিন তুমি অপরাধীদের দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়, তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন দগ্ধিভূত করবে তাদের মুখমণ্ডলকে' *(ইবরাহীম ১৪/৪৯-৫০)*। যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, জাহান্নাম এমন একটি ভয়ংকর আবাসস্থল যেখানে সকল কিছু কৃষ্ণবর্ণের হবে। তার পানি হবে কালো, তার গাছ হবে কালো এমনকি তার অধিবাসীরাও হবে কৃষ্ণবর্ণের।[৪৭]

জাহান্নামে কাফেরদের মুখমণ্ডল যখন কঠিন আযাবে পতিত হবে, তখন তারা তাদের সুন্দর মুখমণ্ডলকে আগুন থেকে রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَمَنْ يَتَّقِيْ بِوَجْهِهِ سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيْلَ لِلظَّالِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ 'যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন আযাব ঠেকাতে চাইবে, (সে কি তার মতো যে নিরাপদ?) অতঃপর যালেমদের বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে তার আযাব আস্বাদন কর' *(যুমার ৩৯/২৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لاَ يَكُفُّوْنَ عَنْ وُجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُوْنَ 'হায় আফসোস! কাফেররা যদি সেই সময়ের কথা জানতে পারত যেদিন তারা জাহান্নামের অগ্নিশিখা সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিক থেকে প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে (একাজে) কোন সাহায্যও করা হবে না' *(আম্বিয়া ২১/৩৯)*। এছাড়া জাহান্নামে বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্য বৃদ্ধিকরণ, তীব্র তৃষ্ণা, কৃষ্ণকায় আগুনের গভীর অন্ধকার ও সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ, তীব্র ঠাণ্ডা, আগুনের পাহাড়ে চড়ানো প্রভৃতির মাধ্যমে জাহান্নামীদের শাস্তি প্রদান করা হবে।

জাহান্নামীদের কথোপকথন :

জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামের আযাবের তীব্রতা ও প্রখরতা থেকে পরিত্রাণের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা করবে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সর্বদা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সে সময় তারা কখনো আল্লাহ্র সাথে, কখনো জাহান্নামের প্রহরীদের সাথে, কখনো পৃথিবীতে তাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে, কখনো দুনিয়ার রাজনৈতিক নেতাদের সাথে, আবার কখনো জান্নাতবাসীদের সাথে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য কথোপকথন করবে। সেদিন তাদের এসব কথোপকথন কোন কাজে আসবে না। থাকবে না কোন সাহায্যকারী বন্ধু। নিম্নে জাহান্নামীদের কথোপকথনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হ'ল।-

ক. আল্লাহ্র সাথে কাফেরদের কথোপকথন :

জাহান্নামীরা যখন আল্লাহ্র নিকটে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য আবেদন করবে, তখন আল্লাহ ও তাদের মাঝে যে কথোপকথন হবে তা নিম্নরূপ-

'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হ'ত না, অথচ তোমরা ওগুলো অস্বীকার করতে? তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। (তারা বলবে) হে আমাদের প্রতিপালক! এই আগুন হ'তে আমাদেরকে রক্ষা করুন, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তাহ'লে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব। আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের উপর দয়া করুন, আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। বস্তুতঃ তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হ'ল সফলকাম। আল্লাহ বলবেন, তোমরা

৪৬. *আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩; আহমাদ হা/১৮৫৫৭; মিশকাত হা/১৩১; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৩/২১৯ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ।*

৪৭. *তাফসীরে কুরতুবী ১০/৩৯৪ পৃঃ 'সূরা কাহফ-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে, আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিয়দংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করুন! তিনি বলবেন, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?' *(মুমিনূন ২৩/১০৫-১১৫)*।

অন্যত্র আরো বর্ণিত হয়েছে, وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوْا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوْا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْقُوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ. 'হায়! তুমি যদি দেখতে যখন তাদের প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান করা হবে। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, ক্বিয়ামত কি সত্য নয়? উত্তরে (জাহান্নামীরা) বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের প্রতিপালকের শপথ করে বলছি, এটা বাস্তব সত্য বিষয়। তখন আল্লাহ বলবেন, তবে তোমরা এটাকে অস্বীকার করার ফলস্বরূপ শাস্তি আস্বাদন কর' *(আন'আম ৬/৩০)*। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ يَقُوْلُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ وَالآخَرُ يَشْكُوْ قَطْعَ السَّبِيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَّا قَطْعُ السَّبِيْلِ فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِىْ عَلَيْكَ إِلاَّ قَلِيْلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيْرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيْرٍ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُوْمُ حَتَّى يَطُوْفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَىِ اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ لَهُ أَلَمْ أُوْتِكَ مَالاً فَلَيَقُوْلَنَّ بَلَى ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُوْلاً فَلَيَقُوْلَنَّ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। এমতাবস্থায় দু'জন লোক আগমন করল। তাদের একজন দারিদ্র্যের অভিযোগ করল এবং অপরজন রাহাজানির অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, রাহাজানির অবস্থা এই যে, কিছুদিন পর এমন সময় আসবে যখন এটা অতি সামান্যই থাকবে, এমনকি কোন কাফেলা মক্কায় বিনা পাহারায় পৌঁছে যাবে। আর দারিদ্র্যের অবস্থা এই যে, তোমাদের কেউ ছাদাক্বা নিয়ে ঘুরাফেরা করবে কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। এমন সময় না আসা পর্যন্ত ক্বিয়ামতও কায়েম হবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ ক্বিয়ামতের দিন এমনভাবে দাঁড়াবে যে, তার ও আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা থাকবে না। থাকবে না কোন অনুবাদকও। অতঃপর তিনি বলবেন, আমি কি তোমাকে সম্পদ দান করিনি? সে অবশ্যই বলবে, হ্যাঁ। এরপর তিনি বলবেন, আমি কি তোমার নিকটে রাসূল প্রেরণ করিনি? সে অবশ্যই বলবে, হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি ডান দিকে তাকিয়ে শুধু আগুন দেখতে পাবে, তেমনিভাবে বাম দিকে তাকিয়েও আগুন দেখতে পাবে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের উচিত, এক টুকরা খেজুর (ছাদাকা) দিয়ে হলেও আগুন হ'তে আত্মরক্ষা করা। কেউ যদি তাও না পায় তবে সে যেন উত্তম কথা দিয়ে হ'লেও (আগুন থেকে আত্মরক্ষা করে)'।[৪৮]

খ. জাহান্নামের প্রহরীদের সাথে কাফেরদের কথোপকথন :

জাহান্নাম হাশরের মাঠে কাফেরদের দেখে ক্রোধে ফেটে পড়বে। সে দূর থেকে যখন কাফেরদের দেখবে, তখন তারা তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও ভয়ংকর চিৎকার শুনতে পাবে। যখন তাদেরকে জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হবে তখন তার প্রবেশদারগুলো খুলে দেওয়া হবে। অতঃপর তার প্রহরীরা কাফেরদের সাথে কথা বলবে। মহান আল্লাহ বলেন,

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ، قَالُوْا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِيْ ضَلاَلٍ كَبِيْرٍ، وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ، فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيْرِ.

'ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, (জাহান্নামের) রক্ষীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল। আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা তো স্পষ্টতঃ মহাভ্রান্তিতে রয়েছ। তারা আরো বলবে, আমরা যদি শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহ'লে আমরা জাহান্নামবাসী হ'তাম না। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে, অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য!' *(মুলক ৬৭/৮-১১)*। এ মর্মে অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوْا بَلَى وَلَكِنْ

৪৮. *বুখারী হা/১৪১৩ 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪; ইবনু হিব্বান হা/৭৩৭৪।*

حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ، قِيْلَ ادْخُلُوْا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ.

'কাফেরদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন তার প্রবেশদ্বারগুলো খুলে দেওয়া হবে। আর জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেনি? যারা তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত তেলাওয়াত করত এবং তোমাদের এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সাবধান করত। তখন তারা বলবে, অবশ্যই এসেছিল। বস্তুত কাফেরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। তাদের বলা হবে, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ করো তাতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। আর কতই না নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল' *(যুমার ৩৯/৭১-৭২)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ، قَالُوْا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا بَلَى قَالُوْا فَادْعُوْا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلَالٍ.

'আর যারা জাহান্নামে থাকবে তারা জাহান্নামের দারোয়ানদেরকে বলবে, তোমাদের রবকে একটু ডাক না! তিনি যেন একটি দিন আমাদের আযাব লাঘব করে দেন। তারা বলবে, তোমাদের নিকট কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেননি? জাহান্নামীরা বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই। দারোয়ানরা বলবে, তবে তোমরাই দো'আ কর। আর কাফিরদের প্রার্থনা কেবল নিষ্ফলই হয়' *(মুমিন ৪০/৪৯-৫০)*।

গ. পৃথিবীর অনুসরণীয় ব্যক্তি ও অনুসরণকারীদের মাঝে কথোপকথন :

দুনিয়াতে ছোট হোক বা বড় হোক সকল অনুসৃত ব্যক্তি এবং তার অনুসারীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। জাহান্নামের আগুনের তীব্রতা এবং আযাবের ভয়াবহতা দেখে জাহান্নামে প্রবেশের জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করবে। অনুসারীরা অনুসৃত ব্যক্তির কাছে জাহান্নামের আগুনের আযাব থেকে পরিত্রাণ চাইবে। কিন্তু তাদের সেদিন কোন কিছুই করার ক্ষমতা থাকবে না। এমতাবস্থায় তাদের মাঝে চরম তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হবে। যা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন এভাবে-

هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لاَ مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوْ النَّارِ، قَالُوْا بَلْ أَنْتُمْ لاَ مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ، قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ.

'এ এক বাহিনী, তোমাদের সাথে (জাহান্নামে) প্রবেশকারী। তাদের জন্য নেই কোন অভিনন্দন। বরং তারা জাহান্নামে জ্বলবে। (তখন অনুসারীরা) বলবে, বরং তোমরাও তো (জাহান্নামী), তোমাদের জন্যও কোন অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো পূর্বে আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছ। কত নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! এটা যে আমাদের সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ বর্ধিত করুন' *(ছোয়াদ ৩৮/৫৯-৬১)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

وَإِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِنَ النَّارِ، قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّا كُلٌّ فِيْهَا إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ.

'যখন তারা জাহান্নামে পরস্পরে বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা অহংকারীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম। এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের (আযাবের) কিছু নিবারণ করবে? অহংকারীরা বলবে, আমরা তো সবাই জাহান্নামে আছি। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন' *(মুমিন ৪৭/৪৮)*।

পৃথিবীতে যারা মূর্খ ও পথভ্রষ্ট আলেম এবং তাদের যারা অনুসারী ছিল জাহান্নামে তারা পরস্পরে তর্ক-বিতর্ক করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ، قَالُوْا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ، قَالُوْا بَلْ لَمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ، وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِيْنَ، فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُوْنَ، فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِيْنَ، فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ.

'আর তারা একে অপরের মুখোমুখি হ'য়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে, তোমরা তো আমাদের ডান দিক থেকে আসতে। তারা বলবে, বরং তোমরাতো বিশ্বাসী ছিলে না এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্বও ছিল না। বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। আমরা তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাই বিভ্রান্ত ছিলাম। সুতরাং তারা সকলেই সেইদিন শাস্তিতে শরীক হবে' *(ছা-ফফাত ৩৭/২৭-৩৩)*।

ঘ. রাজনৈতিক নেতা ও তাদের অনুসারীদের মাঝে কথোপকথন :

রাজনীতি ও সমাজনীতির নামে যারা আল্লাহ্র আইনের বিরোধিতা করে এবং সমাজে সংঘাত-সহিংসতা বৃদ্ধির জন্য গুপ্ত ক্যাডার বাহিনী পরিচালনা করে, ক্বিয়ামাতের দিন তাদের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং কঠিন হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ.

'সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মুমিনদের বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম। যেন আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু অংশ গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলো তালাশ কর। অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর। সেখানে একটি দরজা থাকবে, যার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত ও বহির্ভাগে থাকবে আযাব। মুনাফিক্বরা মুমিনদের ডেকে বলবে, আমরা কি পৃথিবীতে তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে, হ্যাঁ, তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছ। তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাঙ্খা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহ্র হুকুম (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের ধোঁকা দিয়েছিল এক মহা প্রতারক' (শয়তান) *(হাদীদ ৫৭/১৩-১৪)*।

জাহান্নামে ইবলীস শয়তানের বক্তব্য :

দুনিয়াতে যারা শয়তানী প্ররোচনায় জড়িয়ে ছিল অর্থাৎ যারা ইবলীসের অনুসরণ ও উপাসনা করত জাহান্নামে প্রবেশের পর তাদের লক্ষ্য করে ইবলীস একটি বক্তব্য দিবে। যেখানে সে তার অনুসারী পাপিষ্ঠদের ভর্ৎসনা করবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

'যখন সবকিছুই মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান (তার অনুসারীদের) বলবে, আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি। আমিও তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তবে আমি তোমাদের প্রতি দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। আমার তো তোমাদের উপর কোন ক্ষমতা ছিল না। আমি শুধুমাত্র তোমাদের আহ্বান করেছিলাম। আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। কাজেই তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ কর না। তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করেছিলে, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যালিমদের জন্য তো বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে' *(ইবরাহীম ১৪/২২)*।

[চলবে]

وَقَالُوْا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ، رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا.

'আর তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের অনুসরণ করেছিলাম এবং তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রভু! তাদের দ্বিগুণ আযাব প্রদান করুন এবং তাদের উপর মহা লা'নত বর্ষণ করুন' *(আহযাব ৩৩/৬৭-৬৮)*। এ মর্মে আরো বলা হয়েছে,

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ، قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ، وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُوْنَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوْا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلاَلَ فِيْ أَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

'দুর্বলরা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হ'তাম। অতঃপর ক্ষমতাদর্পীরা দুর্বলদের বলবে, তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসার পরেও আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হ'তে নিবৃত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাই তো ছিলে অপরাধী। অতঃপর দুর্বল লোকেরা পুনরায় বলবে, বরং প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো রাত-দিনে চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফেরদের গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে দেব। সুতরাং তাদেরকে (দুর্বলদেরকে) তারা (ক্ষমতাদর্পীরা) যা করতো তারই প্রতিফল দেওয়া হবে' *(সাবা ৩৪/৩১-৩৩)*।

ঙ. জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে কথোপকথন :

জাহান্নামীরা দুনিয়ায় যে সমস্ত মুমিনদের সাথে বসবাস করত জাহান্নামের ভয়ংকর আগুনের লেলিহান শিখা থেকে মুক্তির জন্য তারা তাদের নিকটে প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، يُنَادُوْنَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوْا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্য :

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ– 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[৪৯]

ইবাদতে মালী :

ইসলাম মুসলিম উম্মাহ্কে পৃথিবীর বুকে একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। এজন্য যাকাতকে 'ইবাদতে মালী' তথা অর্থনৈতিক ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছে। ছালাত ও ছিয়াম ইবাদতে বদনী বা দৈহিক ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষকে শুদ্ধাচারী ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ইবাদতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আর্থিক প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। সূদ সমাজের অর্থ-সম্পদকে শোষণ করে এক বা একাধিক স্থানে জমা করে। পক্ষান্তরে যাকাত ও ছাদাক্বা পুঁজি ভেঙ্গে দিয়ে তা জনসাধারণ্যে ছড়িয়ে দেয় ও হকদারগণকে ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী বানায়। এর ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ 'আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও ছাদাক্বাকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কাফের ও পাপীকে ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*।

যাকাতের প্রকারভেদ :

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায়রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাব :

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, একালে স্বর্ণভিত্তিক নিছাব নির্ধারণ করাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয়।[৫০] গহনাও স্বর্ণের যাকাত হিসাবে গণ্য।

২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। চলতি বাজার দর হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত আদায় করেত হবে।

৩. খাদ্যশস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ৭৫০ কেজি বা ১৮ মন ৩০ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা ১/২০ অংশ নির্ধারিত।

৪. গবাদি পশু : (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[৫১]

যাকাতুল ফিৎর :

এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়।

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে জমা দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন'।[৫২]

(খ) উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ফিৎরা ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে ফরয। উহার জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মূল্যের সমপরিমাণ টাকার মালিক হওয়া শর্ত নয়।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় 'গম' ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'যাঁরা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তাঁরা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর 'রায়'-এর অনুসরণ করেন মাত্র'।[৫৩]

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ :

ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআনে 'ছাদাক্বাহ' শব্দটি মুৎলাক্ব বা এককভাবে এলে তার অর্থ হবে ফরয ছাদাক্বা।[৫৪] পবিত্র

৪৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*

৫০. *ইসলামের যাকাত বিধান ১/২৫২ পৃঃ।*
৫১. *বিস্তারিত নিছাব দ্রঃ 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' অধ্যায় দেখুন।*
৫২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫ ও ১৮১৬।*
৫৩. *ফাৎহুল বারী (কায়রো: ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ।*
৫৪. *ঐ, তাফসীর ৪/১৬৮ পৃঃ।*

কুরআনে সূরায়ে তওবা ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. **ফক্বীর :** নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, ২. **মিসকীন :** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়, ৩. **'আমেলীন :** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, ৪. **ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, ৫. **দাসমুক্তির জন্য।** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*, ৬. **ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে, ৭. ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। খাতটি ব্যাপক। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বা জিহাদের খাতই প্রধান। আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা দান ও বিজয়ী করার জন্য যেকোন ইসলামী পথে ব্যয় হবে, ৮. **দুস্থ মুসাফির :** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূতভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৫৫]

বায়তুল মাল জমা করা সুন্নাত

ফিৎরা ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত।[৫৬]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে। কেননা নিজ হাতে নিজের যাকাত বণ্টন করার মধ্যে একাধিক মন্দ দিক নিহিত রয়েছে। যেমন- ১. এর দ্বারা সীমিত সংখ্যক লোক উপকৃত হয়। ২. স্বজনপ্রীতির আধিক্য হ'তে পারে। ৩. নিজের মধ্যে 'রিয়া' ও অহংকার সৃষ্টি হ'তে পারে। ফলে যাকাত কবুল না হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিবে। ৪. এর দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বড় ধরনের কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ৫. দেশের অন্যান্য এলাকার হকদারগণ মাহরূম হয়। ৬. যারা আসতে পারে, তারাই পায়। যারা চায় না বা আসতে পারে না, তারা বঞ্চিত হয়। ৭. একাধিক যাকাত দাতার নিকটে সমর্থ লোকেরা ভিড় করে এবং বেশী পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা দৌড়াতে অসমর্থ, তারা বঞ্চিত হয়।

পরিশেষে বলব, বাংলাদেশের ব্যাংক সমূহে মুসলমানদের সঞ্চিত হাযার হাযার কোটি টাকার বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা হারে যদি যাকাত নেওয়া হয় এবং দেশের মোট উৎপন্ন ফসলের ১/১০ বা ১/২০ অংশ ওশর হিসাবে আদায় করা হয়, অনুরূপভাবে এলাকার কুরবানী ও ফিৎরা সমূহ স্ব স্ব বায়তুল মালে জমা করে তা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যয়-বণ্টন ও বিনিয়োগ করা হয়, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ যাকাত ও ছাদাক্বাই হ'তে পারে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের স্থায়ী কর্মসূচী। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
পুস্তক প্রকাশক, বিক্রেতা ও সরবরাহকারী

এখানে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত ও পরিবেশিত সকল বই, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক পত্রিকা, সিডি, ভিসিডি, ছালাতের স্থায়ী ক্যালেন্ডার প্রভৃতি পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

যোগাযোগ
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (মাদরাসা মার্কেট)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১৬৯৬২
মোবাইল : ০১৭১৪-৩৯২৩৪৪।

৫৫. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আৎ হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।
৫৬. দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা, মির'আৎ ১/২০৭ পৃঃ।

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। এটা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে তা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।[৫৭] তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন।[৫৮]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[৫৯] তা সহ কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[৬০] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত।[৬১] অবশ্য মুক্তাদীগণ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন।[৬২]

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।[৬৩] ঈদের ছালাতের আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা একামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চৈকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[৬৪] কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করে থাকেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন যে, এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল।[৬৫]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[৬৬] এই দু'দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[৬৭] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রত্যেকের চাদর না থাকলে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবর্তী মহিলারা কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন।[৬৮] মিশকাতের খ্যাতনামা ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دعوة المسلمين কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবা ও নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[৬৯]

ঈদায়নের ছালাত আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বৃষ্টির কারণে একবার ব্যতীত সর্বদা ময়দানে পড়েছেন। এই ময়দানটি মদীনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর পাঁচশ' গজ দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।[৭০] সুতরাং বৃষ্টি বা অন্য কোন যরূরী কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে।[৭১] কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে মহানগরী বা অন্যত্র মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল। জামা'আত ছুটে গেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[৭২]

জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি।[৭৩]

ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা' *(অর্থ: আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)*।[৭৪] এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[৭৫] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকে ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। এরপরে 'আঊযুবিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[৭৬]

---

৫৭. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৭-১৮।*
৫৮. *বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৪।*
৫৯. *তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৮।*
৬০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।*
৬১. *নায়লুল আওত্বার ৪/২৫১।*
৬২. *ঐ ৩/৫৫।*
৬৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪৩১।*
৬৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫১; নায়ল ৪/২৫১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৯।*
৬৫. *মির'আৎ ২/৩৩০-৩১।*
৬৬. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।*
৬৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪৮।*
৬৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১।*
৬৯. *মির'আৎ ২/৩৩১।*
৭০. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮-১৯; মির'আৎ ২/৩২৭।*
৭১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮।*
৭২. *বুখারী, ফৎহসহ ২/৫৫০-৫১।*
৭৩. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৬, নায়ল ৪/২৩১।*
৭৪. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৫।*
৭৫. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩২২।*
৭৬. *মির'আৎ হা/১৪৫৭, ২/৩৩৮-৮১, হাকেম ১/২৯৮।*

হক-এর পথে যত বাধা

জোরে 'আমীন' বলার অপরাধে মুছল্লীদের লাঠির আঘাতে মসজিদে লুটিয়ে পড়লাম

পাবনা যেলার অন্তর্গত আতাইকুলা থানার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের বালুঘাটা কেশবপুর গ্রামের খুব সাধারণ একটি পরিবারে আমার জন্ম। মা-বাবার বিবাহিত জীবনের সুদীর্ঘ ১৩ বছর পর জন্ম নেওয়া একমাত্র সন্তান হওয়ায় আমি বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে ছিলাম অতি আদরের। যাই হোক আমার মা অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন বিধায় ছোট বেলা থেকেই আমাকে ছালাত আদায় করতে হ'ত। শিক্ষাজীবনের শুরুতে বাবা-মা ব্র্যাক স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। ফলে লেখাপড়ার পাশাপাশি আমার নাচ-গানের চর্চাও শুরু হয়। বাড়ির লোকজন ও আত্মীয়-স্বজন এতে অবশ্য খুশিই ছিল। হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পর আমার মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে, মুসলমানগণ এক আল্লাহ্র ইবাদত করে আর হিন্দুরা বিভিন্ন মূর্তির পূজা করে। কোন ধর্মটা সঠিক? বাবা মার চাপে মাঝে মধ্যে ইসলামী কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেও মন-মানসিকতা ও বিশ্বাসে ধর্ম সম্পর্কে আমার অবস্থান ছিল নড়বড়ে। এক পর্যায়ে আমার ছোট চাচা কয়েকজনকে নিয়ে মসজিদে একটি ইসলামী সংগঠনের দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন। তখন থেকে আবুল আলা মওদূদীসহ শিবিরের কর্মী ও সাথী সিলেবাসের বই, তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, নামায-রোজার হাকিকত ইত্যাদি বইগুলি পড়ে শেষ করি এবং এর মাধ্যমে ধর্ম হিসাবে ইসলামের মৌলিকত্ব ও যথার্থতা সম্পর্কে আমার ধারণা মযবূত হয়। তিন মাস ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখা এবং কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করার পর ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ রাত ৮-টায় আমি শিবিরের 'সাথী' হিসাবে শপথ গ্রহণ করি। সবেমাত্র তখন আমি কলেজে ভর্তি হয়েছি।

একদিন আমি চাচাত ভাই হৃদয় (সাথী)-এর বাড়িতে গিয়ে ইবনুল ক্বাইয়িমের 'রাসূল (ছাঃ) কিভাবে নামাজ পড়তেন' বইটি দেখলাম। পরে আমি তার কাছ থেকে বইটা নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলি। এই প্রথম জানতে পারলাম আহলেহাদীছদের ছালাত সম্পর্কে। এদিকে ছোট চাচা মাহফূযুর রহমান আল-আযহারে পড়ালেখা করতে গেলেন। সেখান থেকে মাঝে মাঝে যখন বাড়ি ফিরতেন, তখন আমার পড়া ইবনুল ক্বাইয়িমের বইটিতে উল্লিখিত পদ্ধতি মোতাবেক ছালাত আদায় করতেন। এজন্য এলাকার লোকজন তাকে লা মাযহাবী, রফাদানী বলত। আমি নিজেও এক সময় তার এই ছালাত অপসন্দ করতাম। কিন্তু বইটা পড়ার পর এবং তার এই ছালাত দেখার পর আমিও তার অনুরূপ ছালাত আদায় করা শুরু করি। যদিও তিনি কিছুদিন পর শিবিরের নেতা ও এলাকার লোকজনের চাপে হাদীছ মোতাবেক ছালাত আদায় করা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমি কিন্তু বাদ দেইনি। হঠাৎ একদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিবিরের সদস্য মুমিন ভাইকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম ছহীহ হাদীছ মোতাবেক লিখিত এই বইটার প্রতি আপনারা আমল করেন না কেন? তিনি বললেন, এসব ছোটখাট ব্যাপার। আগে 'হুকুমাত কায়েম' হোক তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

এইচ.এস.সি পরীক্ষার পর শিবিরের 'সাথী' ও 'সদস্য' সিলেবাসের সকল বই পড়ে শেষ করি। 'ইসলামে রাজনৈতিক মতবাদ' ও 'রাসায়েল মাসায়েল' ৬ খণ্ড সম্পূর্ণ পড়ার পর বুঝতে পারি গণতন্ত্র ইসলামী আক্বীদা ও আদর্শের পরিপন্থী। অন্যদিকে গোলাম আযমের 'ইক্বামাতে দ্বীন' পড়ে বুঝতে পারি 'হুকুমাত কায়েম' হ'ল মূল কাজ। তাবলীগ জামাত, খানকা, মাদরাসার শিক্ষক ও মসজিদের ইমাম ইত্যাদি যারা দ্বীনের খেদমত করছেন তারা কেবল 'খেদমতে দ্বীন' করছেন। কিন্তু মূল 'ইক্বামতে দ্বীন'-এর কাজ একমাত্র 'জামায়াত'ই করছে। আমার 'তাবলীগ জামাআত'ও খুব ভাল লাগত। 'ফাযায়েলে আমল' বা 'তাবলীগী নিসাব' কয়েকবার পড়েছি। যতই পড়ি ততই সব ছেড়ে মসজিদে দিন-রাত সবসময় কাটাতে ইচ্ছা করে। পীর-মুরীদীও অসম্ভব ভালবাসতাম। কিন্তু মাওলানা আব্দুর রহীম ছাহেবের 'সুন্নাত ও বিদ'আত' এবং আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের 'হাদিসের নামে জালিয়াতী' পড়ে সব ভালবাসা গোল্লায় গেল। অবশেষে বুখারী ও মুসলিম থেকে ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, জিহাদ, লিবাস, জানাযা, ঈমান ইত্যাদি অধ্যায় পড়ে শেষ করি। হাদীছের আলোকে মানব জীবন (১-৪ খণ্ড), আসান ফিক্বহ (১-২ খণ্ড), এন্তেখাবে হাদিস (১-২ খণ্ড), রিয়াযুস সালেহীন (১-৪ খণ্ড), রাহে আমল (১-২ খণ্ড), হাদীস শরীফ (১-২ খণ্ড), 'মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বন', 'হাদীস সংকলনের ইতিহাস'সহ শিবিরের সাথী ও সদস্য সিলেবাসের সমস্ত বই এবং আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর-এর এইইয়াউস সুনান' বইটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করে ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করি। ইতিমধ্যে ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের 'হাদীছের প্রামাণিকতা', 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি', 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন' বইগুলো পড়ে একটি বিশুদ্ধ ইসলামী আন্দোলনের সন্ধান পাই। অবশেষে পাবনা শিবির অফিস তথা 'মক্কা টাওয়ারে' থাকা অবস্থায় আমি নিজেকে আহলেহাদীছ বলে প্রকাশ্য ঘোষণা দেই। এ কথা শুনে ছোট চাচা মাহফূয (বর্তমানে লণ্ডনে আছেন) তার এক আত্মীয়কে ফোন করে এবং পাবনা শহর শাখার সভাপতিকে দিয়ে আমাকে একটি রুমে আটকে মারাত্মকভাবে প্রহার করায়। ফলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।

পরবর্তীতে সেই মেস ছেড়ে দিয়ে অন্য মেসে উঠতে বাধ্য হই। আমাদের গ্রামে ও এলাকায় অপপ্রচারণা চালানো হয় এবং আমার বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কে দেওয়া হয়। সর্বপ্রথম চাচাতো ভাই সাগর, শাহজাহান (সাথী ছিল) ও সালমান আমার দাওয়াতে সাড়া দেয়। আমার বন্ধু রাজশাহী মেডিকেলের ছাত্র ডাঃ মাহফূযুর রহমানের সাথে দীর্ঘক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনা

করি। সে আত-তাহরীকের ওয়েবসাইট থেকে বিভিন্ন বইপত্র পড়ালেখা করে এবং অবশেষে আমার দাওয়াত গ্রহণ করে। সে তখন শিবিরের সাথী এবং পাঠচক্রের সদস্য ছিল।

সর্বশেষ গত রামাযানে বন্ধু মাহফূযের সাথে সাক্ষাতের জন্য বাড়ি যাই। মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের সময় অভ্যাসমত জোরে আমীন বলায় উপস্থিত মুছল্লীদের মধ্যে শোরগোল সৃষ্টি হয়। সেদিন ছিল রবিবার। বাদ আছর বাবা ফোন করে বললেন, তোকে মারার জন্য মসজিদের মুছল্লীরা সবাই লাঠি হাতে নিয়ে প্রস্তুত। মসজিদে আসিস না। বন্ধু মাহফূয সব শুনে যেতে দিল না। যাহোক পরদিন দুপুরে ছিয়াম অবস্থায় যোহর ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পরে উপস্থিত হই। সালাম ফিরানোর সাথে সাথে আমাকে কাঠের টুকরা দিয়ে শরীরে আঘাত করা হয়। আমি রক্তাক্ত হয়ে যাই। পরে ইমাম ছাহেবের সামনে সবাই মিলে মসজিদ থেকে আমাকে বের করে দেয়। আমার অপরাধ হচ্ছে আমীন জোরে বললে মুছল্লীদের ছালাতে ব্যাঘাত ঘটে। একই কারণে শাহজাহান ও সালমানকেও ছালাত শুরু করার পর মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হয়। পরবর্তী ১৫ দিন বাড়ির বাইরেও যেতে পারছিলাম না। অবশেষে ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে সবার সাথে ছালাত পড়তে গিয়েও বাধা পাই। বাধ্য হয়ে একাই বাড়িতে পড়তে হয়। এখনও অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে আমাকে এ পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার অব্যাহত প্রচেষ্টা চলছে। যে চাচাকে প্রথম দেখেছিলাম সঠিক পথের উপর, সে এখন হয়ে গেছে বড় বিদ'আতী। এর একটাই কারণ, না জেনে, না বুঝে অন্যের প্রচারণায় অন্ধ দল ও ব্যক্তি পূজা। তাই হক্ব জেনে-বুঝেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। আমি এখন হাযারো সমস্যা ও কষ্টের মাঝেও প্রশান্তি পাই, আশার আলোয় উজ্জীবিত হই। যে হক্বের সন্ধান আমি পেয়েছি, তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সর্বদা তাকীদ অনুভব করি। আল্লাহ আমাকে হক্বের উপর টিকিয়ে রাখুন এবং সকলকে হক্ব বুঝার ও মানার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

-ইকবাল বিন জিন্নাহ
রসায়ন বিভাগ, পাবনা সরকারী এডওয়ার্ড কলেজ।

ছহীহভাবে ছালাত আদায় করায় নিজের পিতাও বিদ্রূপ করা শুরু করলেন

আমি যাকারিয়া খন্দকার। চুয়াডাঙ্গা যেলার দামুড়হুদা উপযেলার ছোট্ট গ্রাম চারুলিয়ায় আমার বাসস্থান। প্রাথমিক জীবনে কিছুকাল মাদরাসায় পড়েছিলাম। এরপর স্কুলজীবনে কিছুকাল ইসলামী ছাত্র সংগঠনের কর্মী ছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহকে রাযী-খুশি করা। অনেক মিছিল মিটিং-এ গিয়েছি। হাড় কাঁপানো শীতের রাতে ভোট চাইতে গিয়েছি। পারিবারিক সমর্থন পেয়েছি। কিন্তু কখনও নফসকে খুশি করতে পারতাম না। ভাবতাম ভোট আর রাজনীতিই কি তাহ'লে ইসলাম। যে মানুষগুলো আদর্শের নামে অন্য মানুষকে হত্যা করতে পারে, সেই মানুষগুলো সঠিক দ্বীন পালন করছে কি-না এ ব্যাপারে চরম সন্দেহের কারণে সেই ছাত্রসংগঠন ছেড়ে দিলাম। ভাবলাম ছালাত আদায় করব, ইসলাম মানব, একা একাই ইনশাআল্লাহ জান্নাত পাব। মাধ্যমিক স্কুলে কোন মসজিদ নেই। আমার পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক জনাব রূহুল আমীন স্যার গাছতলায় ছালাত পড়তেন। একদিন আমি তাঁর পাশে ছালাতে দাঁড়ালাম। দেখলাম তিনি একটু ভিন্ন নিয়মে ছালাত আদায় করলেন। আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি এভাবে ছালাত আদায় করলেন কেন? স্যার আমাকে কিছু হাদীছ শোনালেন। অতঃপর বললেন, তোমার বাড়ি কোন হাদীছের বই আছে? আমি বললাম, বুখারী শরীফ আছে। তিনি ওটা স্কুলে আনতে বললেন। আমি স্কুলে বইটা আনলে তিনি কিছু হাদীছ নোট করে দেন। আমি দেখে হতবাক হই। তাহ'লে এতবড় আলেমরা ভুল করছে? বিশ্বাস করতে পারলাম না কিছুই। বাড়িতে বললে নিশ্চিত মার খেতে হবে। কারণ আমার দাদাও একজন বড় ইমাম। কিছু দিন পরের কথা, রূহুল স্যার বললেন, কুনিয়া চাঁদপুর আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে, এসো। আমি ও আমার বন্ধু দীপু কুনিয়া চাঁদপুর গেলাম। এক মসজিদে প্রোগ্রামটা হচ্ছিল। এক ভাইয়া বক্তব্য রাখছিলেন। মনে হচ্ছিল তার কথায় জাদু আছে। প্রত্যেক কথায়ই যেন হাদীছ। কিছু প্রশ্ন করলাম ভাইয়াকে ব্যক্তিগতভাবে। সন্তোষজনক উত্তর পেলাম। ভাবলাম আমাকে জানতে হবে অনেক। হাদীছ পড়া শুরু করলাম। এরপর থেকে জীবনে আসলো নতুন অধ্যায়। বিকেলে খেলতাম, খেলা বাদ দিয়ে খেলার মাঠে বুখারী শরীফ পড়ি। হাদীছ মতো চলার চেষ্টা করি। ছহীহভাবে মসজিদে ছালাত পড়তে গেলে লোকেরা বলল যে, বুখারীর এসব হাদীছ এখন আর চলবে না। তারপর শুনালো বগলে পুতুল রাখার প্রসিদ্ধ কেচ্ছা। কথাগুলো স্যারকে বললে স্যার প্রকৃত ঘটনা বুঝিয়ে দিতেন। কিছুদিন পর দেখলাম আমি যেন আর আমি নেই। যে লোকগুলো আমাকে গ্রামে এক বাক্যে ভাল বলে চিনত, তারা আমাকে ঘৃণা করে। খেলার মাঠে ক্যাপ্টেন ছিলাম, সেই দলের কেউ তাদের পাশে বসতে দেয় না। যে দাদাকে এত ভালবাসি, সেই দাদা আমার ছালাত দেখে টিটকারি দেয়। বাড়ি থেকে বের করে দিতে চায়। আমার পিতা প্রতিদিন রাতে হাত ঝেড়ে ব্যাঙ্গ করে। ভাল করে একটা কথা পর্যন্ত কেউ বলে না। শুধু পাশে পেলাম মাকে। ঘরে ছালাত আদায় করতাম। মা ঘরের দরজা দিয়ে দিত, কেউ দেখে ব্যাঙ্গ করবে বলে। আমি মায়ের কাছে কাঁদতাম, জান্নাতে যাব বলে কি নিজের বাবাকেও বিসর্জন দিতে হবে? এভাবে আর কত সহ্য করা যায়? মাও কাঁদত। আর বলত, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। এভাবে দিন কাটছিল। আমি এসএসসি পরীক্ষার কোচিং করার জন্য একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হ'লাম। পরিচিত হ'লাম সোহাগ নামের একজন বন্ধুর সাথে। সেও ছিল ছহীহ আক্বীদার অনুসারী। তার বাবা আমাদের ইংলিশ টিচার। তার জীবনী শুনে সমস্ত দুঃখ ভুলে গেলাম। যখন জানলাম তাকেও কাঁদতে হয়, তার পিতাও তাকে কষ্ট দেয়, তখন

ভাবলাম আমি একা নই, অনেকেই হয়ত আমার মত আছে। অনুপ্রেরণা পেলাম। দাওয়াতী কাজ বাড়িয়ে দিলাম। আমার দাওয়াত গ্রহণ করল হাসীব নামের এক বন্ধু এবং নাঈম নামের একজন বড় ভাই। আর আমার একমাত্র সহযোগী ছিল দীপু। আমরা ওয়াক্তের ছালাত বিভিন্ন স্থানে পড়তাম। আছর আর মাগরিব পড়তাম খেলার মাঠে। আমাদের ব্যবহার ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে ছোট ভাইয়েরা ও কিছু বন্ধু পাশে এসে বসত। ছহীহ বুখারী হাতেই থাকত। হাদীছ দেখিয়ে ওদেরকে ছহীহভাবে ছালাত আদায় করা শিখিয়ে দিতাম। কিছুদিনের মধ্যে আমাদের সমমনা সদস্য হ'ল প্রায় ৮/১০ জন। ফলে গ্রামে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। আমাকে মারবে সবাই সিদ্ধান্ত নিল অথবা গ্রাম থেকে বের করে দেবে। পরের দিন শুক্রবার আমরা জুম'আর ছালাত আদায় করতে গিয়েছি। আমাদের আমীন শুনে আর রাফঊল ইয়াদাইন দেখে ছালাত শেষে ওরা সবাইকে বের করে দিল। মসজিদ থেকে আমাকে হুমকি দিল আবার কেউ গালি দিল। ছোট ভাইয়েরা যারা গ্রামে ভাল ছাত্র হিসাবে আমাকে সম্মান করত তারাও গালি দিতে বাদ দিল না। বুকভরা কষ্ট নিয়ে বাড়িতে গেলাম। আব্বু যেতে না যেতেই বলল, 'ইট দিয়ে মেরে লোকে মাথা ফাটিয়ে দেবে, রাস্তায় পড়ে থাকবি, কেউ হাসপাতালে নিয়ে যাবে না'। ছোট চাচা বলল, 'বেশি বুঝিস, না? বাড়ি থেকে বের করে দেব'। মনে আছে সেদিন দরজায় দাঁড়িয়ে আল্লাহকে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, এদের হেদায়াত দাও, আল্লাহ এদের হক্ব বুঝার জ্ঞান দাও। রাতে আব্বু আমাকে বললেন, তোর বুখারীতে দেখা হাদীছ আমি দেখব। আব্বুকে হাদীছ দেখালাম, মনটা একটু নরম হ'ল। কিছুদিন পরে আহসানুল হক ভাইয়াকে দাওয়াত দিলাম আর আব্বুকে কৌশলে বলেছিলাম, কোনটা ঠিক আজকে বুঝে নিয়েন। ভাইয়া হাদীছগুলো সম্পর্কে বলছে এমন সময় আমার দূর সম্পর্কের এক চাচা এসে শুরু করল গালি-গালাজ। আব্বুরা ক্ষেপে গিয়ে তাকে ওখান থেকে বের করে দেন। ঐদিনই আব্বু আর সেজ চাচা আল্লাহ্র রহমতে হক্ব বুঝে ফেলেন। ভাইয়া কিছু বই দিয়ে গেলেন দাদুকে। আব্বুও সেগুলো দিলেন চাচাদের পড়তে। তারা হক্ব বুঝলেন কিন্তু সমাজের ভয়ে হক্বের উপর আমল করলেন না। আমার পরিবারের প্রত্যেক সদস্য ডাঃ জাকির নায়েকের খুব ভক্ত। আমি আমার বন্ধু সোহাগের কাছ থেকে 'মুসলিম উম্মাহর ঐক্য' বিষয়ক লেকচারটি আনলাম ও সবাইকে শোনালাম।

এরপর সবাই আমল শুরু করল ছহীহভাবে। এরপর গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল আমি পীর হয়েছি। আমার কাছে সবাই বায়'আত নিচ্ছে। দাদা, আব্বু সবাই আমার কাছে বায়'আত নিয়েছে। ফলে আব্বু, দাদা সবার মসজিদে যাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিল লোকজন। আমার চাচা মসজিদে দাঁড়িয়ে এক হাজীকে জিজ্ঞেস করলেন, সঊদীতে আমীন জোরে বলে নাকি আস্তে বলে? তিনি কসম করে বললেন, আস্তে বলে। লোকে তাই বিশ্বাস করল। এরপর ঐ হাজী ছাহেব যার সাথে আমার আব্বুর খুব বন্ধুত্ব ছিল সে আব্বুকে মারার হুমকি দেয়। তখন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম আবার খুশিও হয়েছিলাম এই ভেবে যে, প্রত্যেকের পরীক্ষা নিবেন আল্লাহ। আমার দো'আ কবুল হয়ে গেল। কিন্তু হারালাম অনেক কিছু। আমার প্রথম জীবনের বন্ধু দীপু, নাঈম ভাই, ছোটভাই আলামীন সমাজের চাপে টিকতে পারল না। এখন সামাজিক চাপ আমার পুরো পরিবারের উপর। আর আল্লাহ্র রহমতে এতে দ্বীন প্রচার বাড়ছে বৈ কমছে না।

এখন বাইরের নতুন কিছু ভাই যোগ দিয়েছেন আমাদের এই ছোট্ট জামা'আতে। ইতিমধ্যে একটা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছি। আল্লাহ চাইলে হক্বের প্রচার বাড়তে থাকবে। এখন আমাকে সেই হাজী ছাহেব দেখলে সহ্য করতে পারে না। পায়ের টাখনুর উপর কাপড় দেখে বলে, 'জানোয়ার, কাপড় উচিয়ে ভাব নেয়'। যাই হোক অবশেষে যারা হক্বের পথে সংগ্রামে বাধার শিকার হয়ে হতাশ হচ্ছেন তাদেরকে বলি ধৈর্য ধরুন, শত্রুদের জন্য দো'আ করুন। ওরাই আপনার ভবিষ্যতের বন্ধু হবে ইনশাআল্লাহ। আমার পরিবারের একজনমাত্র চাচা যিনি আমাকে ডাক্তারি পড়াতে চেয়েছিলেন, বর্তমানে সঊদী আরবে থাকেন, আমাদের পরিবারের এই অবস্থা দেখে আমার সাথে সম্পর্ক প্রায় ত্যাগই করেছেন। পরিবারের কারো সাথে তিনি আর কথা বলেন না। তার জন্য আমি বিশেষভাবে দো'আ চাইছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জান্নাতের পথে অটুট থাকার এবং জান্নাতে যাওয়ার তাওফীক দান করুন–আমীন!

-যাকারিয়া খন্দকার
চারুলিয়া, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে আলিয়া ও ক্বওমী মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই এবং ডা. জাকির নায়েকের বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ ছুটির দিনগুলিতেও লাইব্রেরী খোলা থাকে।

যোগাযোগ : আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস
মাদরাসা মার্কেট (মসজিদ গেটের সরাসরি পূর্ব দিকে)
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

প্রসঙ্গ : সারা বিশ্বে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**
*আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব***

সারা বিশ্বে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন নিয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ব্যাপক তোলপাড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইতিপূর্বে ১৯৮৬ সালের ১১-১৬ অক্টোবর ওআইসির অঙ্গ সংগঠন 'ইসলামী ফিকহ একাডেমী' জর্ডানের রাজধানী আম্মানে এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও এখনও পর্যন্ত ওআইসি কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ এ বিতর্কিত সিদ্ধান্তটি ছিল কেবলই যুক্তিনির্ভর; শরী'আত কিংবা বাস্তবতার নিরিখে এর কোন ভিত্তি নেই। তবুও সাধারণ মানুষের মধ্যে যেহেতু এ নিয়ে গুঞ্জরণ সৃষ্টি হয়েছে, তাই শারঈ দৃষ্টিকোণ এবং বাস্তবতার নিরিখে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

মূলতঃ শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, কুরআন ও হাদীছে মাস গণনার জন্য চাঁদ দেখার যে নির্দেশনা এসেছে তা স্থানিক তথা একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টির জন্য প্রযোজ্য, যাদের উপর চন্দ্র উদিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস (রামাযান) পাবে, সে যেন ছিয়াম রাখে' *(বাকারাহ ২/১৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭০)*। যদি হাদীছে বর্ণিত এই নির্দেশটি স্থানিক না হয়ে সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য হ'ত, তাহ'লে চাঁদের সর্বপশ্চিমের উদয়স্থল তথা বর্তমান আমেরিকা মহাদেশকে অথবা পৃথিবীর মধ্যস্থল হিসাবে সঊদীআরবকে শরী'আতে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত এবং সেখানে চাঁদ দেখা মাত্রই সমগ্র বিশ্বে একই সাথে ছিয়াম ও ঈদ পালনের জন্য নির্দেশ দেয়া হত। কিন্তু কুরআন ও হাদীছের কোথাও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তাৎপর্যপূর্ণভাবে কুরআনের ভাষাটি এসেছে এভাবে যে, 'যারা এ মাস পাবে' অর্থাৎ সকলেই নয়, বরং তারাই যারা চাঁদ দেখতে পাবে (হাদীছের ব্যাখ্যা থেকে যা আরো সুস্পষ্ট হয়)। অতএব রামাযানে ছিয়াম রাখা ও রামাযান শেষে ঈদ পালন করার সাথে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির চাঁদ দেখা শর্ত। এটাই আরবী মাস বা চন্দ্রমাস নির্ণয়ের চিরাচরিত ও স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতি। আধুনিক যুগে স্যাটেলাইট আবিষ্কারের পূর্বে এ নিয়ে কখনও সেভাবে প্রশ্ন উঠেনি। মূলতঃ চন্দ্র ও সূর্য একই নিয়মে পৃথিবীর চতুর্পার্শ্বে ঘূর্ণায়মান। চন্দ্র হ'ল মাসের সময় নির্ধারক, আর সূর্য হল দিনের সময় নির্ধারক। কোন স্থানে সূর্য উদয়ের সাথে সাথে যেমন দিনের শুরু হয়, তেমনি অমাবস্যার পর চন্দ্র উদয়ের সাথে সাথে মাসের শুরু হয়। এটাই স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক রীতি। এভাবেই চন্দ্র ও সূর্য প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এক্ষণে ছিয়াম ও ঈদ পালনে এই প্রাকৃতিক চক্রকে (Natural cycle) অস্বীকার করা যেমন অবৈজ্ঞানিক, তেমনই অজ্ঞতার পরিচায়ক। নিম্নে এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারীদের কিছু প্রমাণ ও যুক্তি খণ্ডন করা হ'ল-

(১) যারা বর্তমানে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের দাবী তুলেছেন তারা একটি হাদীছ প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে চান যে, দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি চাঁদ দেখার সাক্ষী দিলে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম পালন ও তা ভঙ্গ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৭৭] অতএব আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের কোন স্থানে চাঁদ দেখার খবর পেলেই তা সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য হবে। এক্ষণে উক্ত সাক্ষ্য দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য হবে কি-না? এ ব্যাপারে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তিকে পদদলিত করে ছাহাবায়ে কেরামের আমলকে অগ্রাধিকার দেয়াই যথার্থ হবে। কুরাইব (রাঃ) বর্ণিত আছারে এসেছে যে, তিনি সিরিয়ায় রামাযানের ছিয়াম রেখে মাস শেষে মদীনায় ফিরে এখানকার ছিয়ামের সাথে এক দিন কমবেশ দেখতে পান। এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন যে, সিরিয়ার আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর গৃহীত ছিয়ামের তারিখ মদীনায় প্রযোজ্য নয়। কেননা ওখানে তোমরা শুক্রবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছ। অতএব আমরা ছিয়াম চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না ঈদের চাঁদ দেখতে পাব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমরা ৩০ দিন পূর্ণ করব। তাঁকে বলা হ'ল: মু'আবিয়ার চাঁদ দেখা ও ছিয়াম রাখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, না। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন।[৭৮] ইমাম নববী বলেন, এ হাদীছ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এক শহরের চন্দ্র দর্শন অন্য শহরে প্রযোজ্য নয় অধিক দূরত্বের কারণে।[৭৯]

উল্লেখ্য যে, সিরিয়া মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিমে এক মাসের পথ এবং প্রায় ৭০০ মাইল দুরত্বে অবস্থিত। সময়ের পার্থক্য ১৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ড। সম্ভবতঃ সে কারণেই সেখানে মদীনার একদিন পূর্বে চাঁদ দেখা গিয়েছিল। মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৩২২-১৪১৪ হিঃ/ ১৯০৪-১৯৯৪ খৃঃ) বলেন, 'পশ্চিম দিগন্তে ভূপৃষ্ঠ থেকে নবচন্দ্রের উদয়কালের উচ্চতার আধুনিক হিসাব মতে পশ্চিম অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিমাঞ্চলসহ সেখান থেকে অন্যূন ৫৬০ মাইল দূরত্বে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ঐ চাঁদ গণ্য হবে। আর যদি পূর্বাঞ্চলে চাঁদ দেখা যায়, তাহ'লে পশ্চিমাঞ্চলের অনুরূপ দূরত্বের অধিবাসীদের জন্য উক্ত চাঁদ গণ্য হবে'।[৮০] সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের উক্ত হিসাব মতে মক্কা শরীফে চাঁদ দেখা অঞ্চলের দেশসমূহের ৫৬০ মাইল

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।
** পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৭৭. *নাসাঈ হা/২১১৬।*
৭৮. *তিরমিযী হা/৫৫৯; আবুদাঊদ হা/২০৪৪।*
৭৯. *মির'আত ৬/৪২৮ হা/১৯৮৯-এর ব্যাখ্যা।*
৮০. *মির'আত ৬/৪২৯, হা/১৯৮৯-এর ব্যাখ্যা।*

পর্যন্ত উক্ত চাঁদ দেখা যাওয়া সম্ভব এবং উক্ত দূরত্বের অধিবাসীগণ উক্ত চাঁদের হিসাবে ছিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, এই মাইলের হিসাব সরাসরি আকাশ পথের মাইল, সড়ক পথের মাইল নয়।

অতএব বুঝা গেল, দু'জন মুসলিমের সাক্ষ্য ঐ অঞ্চলের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ যে অঞ্চলে একই দিনে চাঁদ দেখা সম্ভব। যারা উক্ত ছহীহ আছারকে উপেক্ষা করে দু'জন মুসলিমের সাক্ষীকে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য মনে করেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলব, সঊদী আরবের পশ্চিমেও তো অনেক দেশ রয়েছে, যে দেশগুলোতে সঊদী আরবের পূর্বে চাঁদ দেখা যায়। যেমন এ বছর (২০১৩ইং) উত্তর আমেরিকাতে ৮ জুলাই দিবাগত রাতে চাঁদ দেখা গেছে এবং ৯ জুলাই (মঙ্গলবার) প্রথম ছিয়াম পালিত হয়েছে। তাহ'লে সঊদী আরবকে কেন আপনারা মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করছেন? চাঁদ তো পশ্চিমে সর্বপ্রথম উদিত হয় আমেরিকা মহাদেশে? আপনাদের এই দ্বিমুখী নীতিই কি আপনাদের দাবীর অসারতা প্রমাণে যথেষ্ট নয়?

(২) 'রাসূল (ছাঃ)-এর আমল' শিরোনাম দিয়ে কয়েকটি হাদীছ উপস্থাপন করা হয়ে থাকে যে, রাসূল (ছাঃ) মধ্যাহ্নের পর কয়েকজন মরুবাসী বেদুঈনের কাছে শাওয়ালের চাঁদ দেখার সংবাদ পেলেন এবং তৎক্ষণাৎ ছাহাবীদেরকে ছিয়াম ভঙ্গ করতে বললেন ও পরদিন ঈদের ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন।[৮১] কিন্তু এই হাদীছগুলিতে সারাবিশ্বে একদিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে দলীল গ্রহণের সুযোগ কোথায়? কেননা রাসূল (ছাঃ) যাদের কাছে সংবাদ পেয়েছিলেন তারা দূরবর্তী কোন স্থান থেকে আগমন করে নি; বরং মদীনা বা মদীনার পার্শ্ববর্তী কোন স্থান থেকেই এসেছিল। কেননা মাত্র একদিনের ব্যবধানে কোন ব্যক্তি বা কাফেলার জন্য খুব বেশী দূরত্ব থেকে আগমন করা সম্ভব ছিল না। অতএব এই হাদীছগুলির বাস্তবতা এটাই যে, মদীনার লোকালয়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীরা চাঁদ দেখতে পাননি। কিন্তু পার্শ্ববর্তী মরুভূমির মানুষ আকাশ পরিষ্কার থাকায় তা দেখতে পেয়েছিল। তাই তাদের সংবাদ রাসূল (ছাঃ) আমলে নিয়েছিলেন এবং ছিয়াম ভঙ্গ করেছিলেন। এ বিষয়টি ইবনে মাজাহ্র হাদীছেও স্পষ্টভাবে এসেছে। যেমন আনাস বিন মালেক (রাঃ) তাঁর আনসারী ছাহাবী চাচাদের উদ্ধৃত করে বর্ণনা করেছেন যে, أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلاَلُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ অর্থাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ আমাদের কাছে অস্পষ্ট ছিল। তাই আমরা ছিয়াম রেখেছিলাম। অতঃপর একটি কাফেলা আগমন করল...।[৮২]

সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর এই আমল একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে কোনই প্রমাণ বহন করে না।

(৩) ছিয়াম ফরযের আয়াতটি বর্ণনার পরই আল্লাহ যেমন বলেছেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস (রামাযান) পাবে, সে যেন ছিয়াম রাখে' *(বাকারাহ ২/১৮৫)*। তেমনিভাবে দু'টি আয়াত পরেই বলেছেন, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ 'তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে উষার শুভ্র রেখা প্রতিভাত না হয়। অতঃপর তোমরা রাত্রি পর্যন্ত ছিয়াম পূর্ণ কর' *(বাকারাহ ২/১৮৭)*। উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতটি চন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত, আর পরেরটি সূর্যের সাথে। এক্ষণে প্রথমটি অনুসরণ করা হবে আন্তর্জাতিক সময় অনুযায়ী, আর পরেরটি অনুসরণ করা হবে স্থানীয় সময় মোতাবেক, এটা কি স্পষ্টতই দ্বিমুখিতা নয়?

(৪) এ বিষয়ে আরো যুক্তি দাঁড় করানো হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করতে বলেছেন। অতএব একই দিনে ছিয়াম আরম্ভ না করলে দেখা যাবে, যেদিন সঊদী আরবে বেজোড় রাত, সেদিন বাংলাদেশে জোড় রাত। এক্ষণে লাইলাতুল কদর কোন দেশের বেজোড় রাত অনুযায়ী হবে? উত্তরে বলব, হে বিবেকবান মুসলিম ভাই! যদি আপনার যুক্তি মেনে নেয়া হয়, তাহ'লে আমরা যখন সঊদী আরবের অনুসরণে লাইলাতুল কদর পালন করব, তখন কিছু দেশে যেমন রাত থাকবে, তেমন কিছু দেশে দিনও থাকবে। তাহ'লে কি তারা সে সময় লাইলাতুল কদর (কদরের রাত) পালন না করে নাহারুল কদর (কদরের দিন) পালন করবে? বেজোড় রাত্রিতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান সম্পর্কিত হাদীছটির ব্যাখ্যা যদি এভাবেই করা হয়, তাহলে এই হাদীছের ব্যাখ্যা কি হবে? যেখানে বলা হয়েছে, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ 'আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আছ কি কোন আহ্বানকারী, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব। আছ কি কেউ সাহায্য প্রার্থনাকারী, আমি তাকে তা দিব। আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করব'।[৮৩] কেননা বিশ্বপরিমণ্ডলের ভৌগলিক অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ২৪ ঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্তেই কোন না কোন দেশে শেষ রাত্রি উপস্থিত হচ্ছে। তার অর্থ কি এই যে আল্লাহ সর্বদাই দুনিয়ার আসমানে অবস্থান করছেন? বর্তমানে লাইলাতুল কদরের ব্যাখ্যা যেভাবে করা হচ্ছে, অত্র হাদীছের অনুরূপ ব্যাখ্যা দাঁড় করালে আল্লাহ তা'আলার জন্য সর্বদা

৮১. *আবুদাউদ হা/১১৫৭, ২৩৩৯, মিশকাত হা/১৪৫০।*
৮২. *ইবনে মাজাহ হা/১৬৫৩।*
৮৩. *বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।*

দুনিয়াবী আসমানে অবস্থান করাই কি অপরিহার্য হয়ে যায় না? *(নাঊযুবিল্লাহি)* মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা দিন-রাত্রির দুনিয়াবী হিসাবের ঊর্ধ্বে। তাই হাদীছটির বাস্তবতা সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুধুই মূর্খতা। আমরা কেবল শরী'আতের নির্দেশ পালনে আদিষ্ট।

(৫) এছাড়াও আরো একটি যুক্তি পেশ করা হয় যে, সঊদী আরবের সাথে বাংলাদেশের মাত্র ৩ ঘণ্টা সময়ের পার্থক্য থাকার কারণে পূর্ণ এক দিন পার্থক্য হবে কেন? উত্তরে বলব, ৩ ঘণ্টা কেন, ৩ সেকেণ্ডের আগ-পিছের কারণেও তো একটি দিনের ব্যবধান হতে পারে। যেমন একই সময়ে দু'টি শিশু জন্মগ্রহণ করল, একটি বাংলাদেশে এবং অপরটি সঊদী আরবে। বাংলাদেশে সময় তখন সন্ধ্যা ৭টা এবং আর সঊদী আরবে সময় তখন বিকাল ৪টা। এখন প্রশ্ন হ'ল, একই সময়ে জন্মগ্রহণ করা শিশু দু'টির আক্বীকা কি একই দিনে হবে, না দুই দিনে হবে? এর উত্তর হ'ল, অবশ্যই দুই দিনে। কারণ সঊদী আরবে বিকেল ৪টায় জন্ম গ্রহণ করা শিশুর ৭ম দিন আর বাংলাদেশে সন্ধ্যা ৭টায় জন্ম গ্রহণ করা শিশুর ৭ম দিন একই দিনে হবে না। বরং সঊদী শিশুর ৭ম দিন হবে বাংলাদেশী শিশুর ৬ষ্ঠ দিন। এক্ষণে একই সময়ে জন্মগ্রহণ করা দুই শিশুর আক্বীকা যদি দু'দিনে হ'তে পারে, তাহলে ৩ ঘণ্টা সময়ের পার্থক্যের কারণে ১ দিন কি পার্থক্য হতে পারে না? এই সমাধান বের করার জন্য কেবল সুস্থ বিবেকই যথেষ্ট। আল্লাহ সকলকে বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

(৬) বর্তমানে বেশকিছু দেশ ছিয়াম পালন করে সঊদী আরবে উদিত চাঁদের অনুসরণে। আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলেও অনেক আগে থেকে কিছু কিছু গ্রামে সঊদী আরবকে অনুসরণ করা হয়। এখন প্রশ্ন হ'ল, শরীআতে এমন কোন ইঙ্গিত কি রয়েছে যে, সঊদী আরবের চাঁদই সারাবিশ্বের জন্য মানদণ্ড হবে? তাহলে কিসের ভিত্তিতে সঊদী আরবকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হল? 'চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ, চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়' হাদীছটির দূরবর্তী ব্যাখ্যা দাঁড় করালেও তো সঊদী আরব নয়; বরং সর্বপশ্চিমের ভূখণ্ড আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশকে অনুসরণ করতে হয়।

সর্বোপরি ইসলাম একটি সহজ-সরল প্রাকৃতিক ধর্ম। সর্বযুগে সর্বাবস্থায় এর বিধান সমানভাবে কার্যকর। বর্তমানে স্যাটেলাইটের যুগ আসার কারণে একই দিনে একই সময়ে ছিয়াম ও ঈদ পালনের কথাটি জোরেশোরে উঠছে। কিন্তু একশত বছর পূর্বেও যখন স্যাটেলাইট ছিল না, তখনকার অনারব মুসলিম সমাজ কি তাহ'লে লাইলাতুল কদরের মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হয়েছিল? তারা কি বিগত ১৩০০ বছর ধরে ছিয়াম নিষিদ্ধের দিন তথা ঈদের দিনে ছিয়াম রাখতে বাধ্য হয়েছিল কেবলমাত্র প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাবে? স্বাভাবিক যুক্তিবোধ কি এটা কোনক্রমে সায় দেয়? এমনকি আধুনিক স্যাটেলাইটের যুগেও কি সর্বত্র সঠিক সময়ে সংবাদ পাওয়া সম্ভব? এর সাথে জড়িত সমস্যাগুলো চিন্তা করলে আদৌ সম্ভব নয়। যেমন-

ক. আমেরিকায় (জিএমটি-৬) চাঁদ উঠেছে কি না তা জানতে কোরিয়ার (জিএমটি+৯) মুসলমানদের অপেক্ষা করতে হবে অন্ততঃ ১৫ ঘণ্টা। অর্থাৎ আমেরিকায় সন্ধ্যা ৬-টায় উদিত হওয়া চাঁদের সংবাদ কোরিয়ার মুসলমানরা পাবে স্থানীয় সময় পরদিন দুপুর ১১টায়। এমতাবস্থায় তারা 'একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ' উদযাপনের মূলনীতি অনুসারে উক্ত ছিয়ামটি আদায় করবে কিভাবে, আর কিভাবেই বা সেদিনের তারাবীহ পড়বে? আরও পূর্বের দেশ নিউজিল্যাণ্ডের সাথে আমেরিকার সর্বপশ্চিম তথা আলাস্কার সময়ের পার্থক্য প্রায় ২৪ ঘণ্টা। তাহ'লে আমেরিকার চাঁদ ওঠার খবর নিউজিল্যাণ্ডবাসী পাবে পরদিন রাতে। তাহলে তাদের উপায় কি হবে? এমনকি বাংলাদেশেও আমেরিকার চাঁদ উঠার সংবাদ জানতে অপেক্ষা করতে হবে পরদিন ভোর ৬টা পর্যন্ত। অর্থাৎ সেই একই ঘটনা। তারা সেদিনের ছিয়ামও পাবে না, তারাবীহও পাবে না।

খ. ধরা যাক বাংলাদেশের চট্টগ্রামে সাহারীর ৫ মিনিট পূর্বে খবর আসল যে, আমেরিকায় চাঁদ উঠেছে। এমতাবস্থায় চট্টগ্রামবাসী কোনক্রমে হয়ত সাহারী সম্পন্ন করল, কিন্তু রাজশাহীবাসী যাদের ব্যবধান চট্টগ্রাম থেকে ১৩ মিনিট তারা কি করবে? একই দেশে অবস্থান করেও তারা আর ছিয়াম রাখতে পারবে না। তাহলে একই দেশে কিছু লোক ছিয়াম রাখবে, কিছু লোক রাখবে না–ভাবুন তো কেমন বিদঘুটে অবস্থা তৈরী হবে?

গ. কেবল চাঁদ দেখাই তো শেষ কথা নয়, প্রকৃতই চাঁদ দেখা গেছে কিনা তা সাব্যস্ত হতে হবে একটি দায়িত্বশীল কমিটির মাধ্যমে। এটাও যথেষ্ট জটিল ও সময়সাপেক্ষ কাজ। যেমন বাংলাদেশে কয়েক বছর পূর্বে হাতিয়ার একটি চরে কেউ একজন চাঁদ দেখতে পেলে সারা দেশে প্রচার হ'ল, অথচ চাঁদ দেখা কমিটি তা গ্রহণযোগ্য মনে না করায় চাঁদ দেখা যায়নি বলে রেডিও-টিভিতে ঘোষণা করা হয়েছিল। এ নিয়ে যথেষ্ট সমস্যা তৈরী হয়েছিল সে বছর। বাংলাদেশের মত ছোট দেশে যদি চাঁদ দেখা নিয়ে সমন্বয়ের এমন অভাব হয়, তবে সারা বিশ্ব পরিসরে বিষয়টি কত জটিল হতে পারে চিন্তা করা যায়?

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে স্বভাবধর্ম ইসলামে কি এইরূপ জটিলতার কোন অবকাশ আছে? ইসলাম কি এমন বাস্তবতাবিবর্জিত ধর্ম? কখনই নয়; বরং এই অযৌক্তিক বিতর্ক একশ্রেণীর কল্পনাবিলাসী মস্তিষ্কের অপরিপক্ক চিন্তাধারা বৈ কিছুই নয়। এটুকু বোঝার জন্য বড়মাপের বিশেষজ্ঞ হওয়ারও প্রয়োজন নেই। তাই অর্থহীন যুক্তি পরিত্যাগ করে কুরআন ও হাদীছের সহজ-সরল জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করাই কাম্য। সূর্য, চন্দ্র উভয়কেই সৃষ্টি করা হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যে, যার অন্যতম হ'ল সময় ও দিনের হিসাব গণনা। প্রত্যেক এলাকার মানুষ স্ব স্ব স্থানীয় সময় মোতাবেক চন্দ্র মাস গণনা শুরু করবে- এটাই অনাদিকাল থেকে সুপরিচিত বিষয়, যেমনভাবে সৌরদিন সূর্যের স্থানীয় অবস্থান মোতাবেক নির্ধারিত হয়। এর বাইরে মানুষকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছুই চাপিয়ে দেয়া

হয় নি। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চন্দ্রকে আলোকময় এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন' *(ইউনুস ৫)*। সুতরাং এ নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

পরিশেষে এ ব্যাপারে **শায়খ উছায়মীন (রহঃ)**-এর বক্তব্য এবং রাবেতা আলমে ইসলামীর 'ইসলামী ফিকহ একাডেমী'র ফৎওয়া উদ্ধৃত করে এ আলোচনা শেষ করছি। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'ভৌগলিক হিসাবে এটা অসম্ভব। কেননা ভূগোলবিদদের নিকট চাঁদের উদয়স্থল বিভিন্ন হয়, যেমনটি ইবনে তায়মিয়া উল্লেখ করেছেন। যুক্তির নিরিখে এই বিভিন্নতা থেকেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, প্রতিটি শহরের জন্য হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হবে।

আর এ ব্যাপারে শারঈ দলীল হ'ল আল্লাহ বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস (রামাযান) পাবে, সে যেন ছিয়াম রাখে' *(বাকারাহ ২/১৮৫)*। যদি দেখা যায় পৃথিবীর প্রান্ত সীমানার দেশগুলো এ মাস পায়নি অথচ মক্কাবাসীরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে, এমতাবস্থায় আয়াতের হুকুমটি কিভাবে তাদের উপর আরোপ করা যেতে পারে, যারা এখনও পর্যন্ত মাসটি পায়নি? রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ[৮৪] সুতরাং উদাহরণস্বরূপ যদি মক্কাবাসীরা চাঁদ দেখে, তবে তার ভিত্তিতে কিভাবে আমরা পাকিস্তানবাসী কিংবা তার পূর্বদিকের রাষ্ট্রসমূহের অধিবাসীদের উপর ছিয়াম চাপিয়ে দিতে পারি, অথচ আমরা জানি যে তাদের আকাশে আদতে চাঁদ উদিতই হয়নি? অথচ রাসূল (ছাঃ) চাঁদ দেখাকে ছিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

আর যুক্তিভিত্তিক দলীল হ'ল, আমরা জানি যে ভূপৃষ্ঠের পশ্চিম প্রান্তের আগে পূর্ব প্রান্তে প্রভাতরেখা উদিত হয়। সুতরাং প্রাচ্যের আকাশে প্রভাতরেখা উদিত হলেই কি আমরা পশ্চিম প্রান্তের মানুষ সাহারী ছেড়ে দেব, অথচ পশ্চিমে এখনও রাত অবশিষ্ট আছে? এর উত্তর হ'ল, না। তেমনিভাবে প্রাচ্যের আকাশে যখন সূর্য অস্তগামী হয়, তখন কি আমরা ইফতার করা শুরু করব, অথচ আমরা তখনও দিবাভাগেই রয়েছি? এর উত্তর হ'ল, না। সুতরাং হুকুমের ক্ষেত্রে চাঁদ ও সূর্য সম্পূর্ণ একই। চন্দ্রের হিসাব হয় মাসিক, আর সূর্যের হিসাব হয় দৈনিক।...অতএব যুক্তি ও দলীলের নিরীখে ছিয়াম ও ইফতারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্থানের জন্য আলাদা বিধান হবে। যার সম্পর্ক হবে বাহ্যিক আলামত বা চিহ্ন দ্বারা, যা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এবং নবী (ছাঃ) তাঁর সুন্নাতে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে চাঁদ প্রত্যক্ষ করা এবং সূর্য বা ফজর প্রত্যক্ষ করা। মানুষ যে এলাকায় থাকবে সে এলাকায় চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে ছিয়াম ভঙ্গ করবে।[৮৫]

'রাবেতা আলমে ইসলামী'র **'ইসলামী ফিকহ একাডেমী'** ১৯৮১ সালে তাদের প্রকাশিত এক ফৎওয়ায় উল্লেখ করেছে যে, 'ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, 'তোমরা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ছিয়াম রেখ না এবং চাঁদ না দেখে ছিয়াম ভঙ্গ করো না। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে গণনা করে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ কর'।[৮৬]

এই হাদীছটির সাথে একটি সাবাব (কারণ) সংযুক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ চন্দ্র দর্শন। সুতরাং হতে পারে যে মক্কা, মদীনায় চাঁদ দেখা গেলেও অন্য দেশে তা দেখা যায় নি। সেক্ষেত্রে অন্য দেশের অধিবাসীদেরকে দিনের আলো অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় তৎক্ষণাৎ কিভাবে ছিয়াম পালন বা ছিয়াম ভঙ্গের নির্দেশ দেয়া যেতে পারে? প্রত্যেক মাযহাবের আলেমরাই বলেছেন যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা বহু আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য। ইবনে আব্দিল বার এ ব্যাপারে ইজমা' উল্লেখ করেছেন যে, দূরবর্তী শহরসমূহ থেকে একই সময়ে চাঁদ দেখা যায় না; যেমন খোরাসান ও স্পেনের মধ্যকার দূরত্ব। তাই প্রতিটি দেশ বা শহরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হুকুম। তাছাড়া চার মাযহাবের বহু কিতাবে শারঈ দলীলের ভিত্তিতে উদয়স্থলের ভিন্নতাকে গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে।

আর যুক্তির ক্ষেত্রে বলা যায় যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতার ব্যাপারে কোন আলেমের মধ্যেই মতানৈক্য নেই। কেননা এটা একটা দৃশ্যমান ব্যাপার। ছালাতের নির্ধারিত সময়সহ শরীআতের অনেক হুকুম এর আলোকেই নির্ধারিত হয়েছে। তাই সার্বিক পর্যবেক্ষণে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা একটি বাস্তব বিষয়। সুতরাং এর আলোকে 'ইসলামী ফিকহ কমিটি' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে, সারাবিশ্বব্যাপী একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের আহ্বান জানানোর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এই ঐক্যের উপর মুসলিম উম্মাহর ঐক্য নির্ভর করে না, যেমনটি কোন কোন প্রস্তাবক দাবী করে থাকেন। বরং মুসলিম দেশসমূহের দারুল ইফতা ও বিচার বিভাগের উপরই চাঁদ দেখার বিষয়টি ছেড়ে দেয়া উত্তম। এতেই মুসলিম উম্মাহর জন্য অধিকতর কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য আসতে পারে কেবলমাত্র জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের উপর আমল করার ব্যাপারে ঐক্যমত হওয়ার মাধ্যমে।[৮৭]

আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বিষয়টি অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

৮৪. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭০।*

৮৫. *ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ৪৫১।*

৮৬. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৬৯।*

৮৭. *ইসলামী ফিকহ একাডেমী (১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ইং, ৪র্থ বৈঠক, ৭ম সিদ্ধান্ত, في بيان توحيد الأهلة من عدمه); রাবেতা আলমে ইসলামী, জেদ্দা, সঊদী আরব।*

মালদ্বীপের পথে

*মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা)**

গত জুন মাসের শেষ সপ্তাহের কোন এক পড়ন্ত বিকেলে রাজশাহীতে 'মাসিক আত-তাহরীক' চত্বরে আনমনা হয়ে বসে ছিলাম। হঠাৎ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', কুমিল্লা যেলার সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ ভাই মোবাইল করে জানালেন মালদ্বীপ প্রবাসী তাঁর এক চাচাতো ভাই 'যুবসংঘ'-এর কর্মী ফায়ছাল তার সহযোগীদের নিয়ে মালদ্বীপের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাভাষী ভাইদের জন্য এক সংক্ষিপ্ত দাওয়াতী কর্মসূচীর আয়োজন করতে যাচ্ছে। কথাটা শুনেই কেমন যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। মালদ্বীপ নামক দেশে প্রবাসী বাংলাদেশীরা আছেন, এমনকি সেখানে আহলেহাদীছরাও যথেষ্ট সংখ্যক আছে এ ব্যাপারে আমার কোন পূর্বধারণা ছিল না।

কিছুক্ষণ পরেই মালদ্বীপ থেকে ফায়ছাল ভাইয়ের ফোন পেলাম। আমাকে এবং মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফকে দ্বীপদেশ মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে দাওয়াতী সফরে যেতে হবে। পর্যায়ক্রমে কাজ এগিয়ে চলল। মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যেই মহান আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহে এবং মালদ্বীপ প্রবাসী আহলেহাদীছ ভাইদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আনুসঙ্গিক কাজ মোটামুটি সম্পন্ন হ'ল। কয়েকদিন থেকে ঢাকাতেই অবস্থান করছিলাম। ফলে সময় স্বল্পতায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করে বিদায় নেয়ার সুযোগ হ'ল না। অগত্যা মোবাইলের মাধ্যমে বিদায় আরয করলে প্রবীণ এই দেশবরেণ্য জ্ঞানতাপস তাঁর স্বভাবসূলভ ভাষায় হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা দিয়ে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে মর্মস্পর্শী নছীহতের মাধ্যমে বিদায় দিলেন। বারাকাল্লাহু ফী হায়াতিহি-আমীন!

রাজশাহী থেকে সফরসঙ্গী বন্ধুবর মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ ঢাকায় উপস্থিত হ'লেন। অতঃপর পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী ৭ই জুলাই'১৩ মঙ্গলবার দুপুর দু'টার দিকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনের কাজ সম্পন্ন করে মালদ্বীপ এয়ারওয়েজের বিশাল বোয়িং-এ চড়ে বসলাম। বিকাল তিনটায় বিমান উড়ল। সফর নিয়ে নানা ভাবনা জেঁকে বসল অন্তরে। মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনার রাজ্যে মিশে গেলাম।

প্রায় ৩ ঘণ্টার উড়ুক্কু যাত্রা শেষে ভারতের চেন্নাই (মাদ্রাজ) এয়ারপোর্টে নামলাম। ঘণ্টাখানেক বিরতির পর আমাদের গন্তব্য মালদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে যার দূরত্ব প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। প্রায় দুই ঘণ্টা উড়ার পর নামলাম ভারত মহাসাগরের বুকে ছবির মত সাজানো ছোটবড় ১২০১টি দ্বীপের সাম্রাজ্য মালদ্বীপে।

যার ইতিহাস আমাদের সফর শুরুর আগেই মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যারের ডক্টরেট থিসিস থেকে পড়ে এসেছিলাম। ভারত মহাসাগরীয় ক্ষুদ্র এ দেশটিতে আরব বণিকদের অবাধ যাতায়াত ছিল। ফলে এখানকার জনসংখ্যার শতভাগই মুসলমান। ঐতিহাসিকদের মতে লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, আলকাতরা ইত্যাদি ধাতুর আধিক্য থাকার কারণে আরবগণ এই দ্বীপাঞ্চলকে 'জাযীরাতুল মুহল' বলত। সংস্কৃত ভাষায় 'জাযীরাহ'-কে 'দীব' বলা হয়। ফলে আরব-সংস্কৃত মিশ্রিত 'মুহলদীব' পরবর্তীতে 'মালদ্বীপ' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এই ক্ষুদ্র দেশটির আয়তন মাত্র ২৯৮ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা বর্তমান তিন লক্ষের কিছু বেশী। রাজধানী মালের নিকটবর্তী হুলহুলে দ্বীপে অবস্থিত মালে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। বিমানবন্দরে নেমে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ইমিগ্রেশন থেকে বের হয়ে আসলাম। মালদ্বীপ সরকার ও সেদেশের জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাস কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মুতাবিক হওয়ার কারণে আহলেহাদীছদেরকে তারা খুবই সম্মানের চোখে দেখে থাকেন। এজন্য আমাদের পরিচয় পেয়ে তারা মোটেও সময় নিল না। অথচ আমাদের সফরের সামান্য কয়েকদিন পূর্বে আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ বিদ'আতী বক্তা মালদ্বীপ গেলে তাকে প্রায় দুই ঘণ্টা আটকিয়ে রাখা হয়েছিল এই বিমানবন্দরে।

এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার আগেই সাক্ষাৎ পেলাম নরসিংদীর শরীফ ভাইয়ের। তার সাথে ফরীদপুরের কামরুল হাসান বিপ্লব ভাই সহ আরও কয়েকজন ভাইয়ের উষ্ণ অভিবাদনে আমরা বুঝতে পারছিলাম না যে দেশ ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছি। দ্বীপ দেশ বলে চারিদিকে পানি আর পানি। স্পীডবোটই বোধহয় এ দেশের মূল যাতায়াত বাহন। হুলহুলে থেকে রাজধানী শহর মালে যেতে সাগরপথে বেশ কিছু পথ পাড়ি দিতে হয়। তাই মালে যাওয়ার জন্য দ্রুতগতিসম্পন্ন এক স্পীডবোটে চড়ে রওনা করলাম। নীল পানিরাশি কেটে কেটে আমাদের স্পীডবোট এগিয়ে চলল। দূরে সাজানো গোছানো মালে শহরের উঁচু উঁচু ভবন পরিদৃষ্ট হচ্ছে। অবশেষে ফেরী টার্মিনালে পৌঁছে গেলাম। পূর্ব থেকেই সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন দ্বীনী ভাই আবুল হাশিম। তার কফীল মালদ্বীপের এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তাকে গাড়ীসহ পাঠিয়েছেন আমাদের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য।

শহরের উপকণ্ঠে হোটেল এভিলায় পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাতের খাবার সেরে প্রোগ্রামের ভেন্যু 'ইস্কিন্দার' স্কুল অডিটোরিয়ামে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে শত শত বাংলাভাষী ভাইদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমাদেরকে কী পরিমাণ যে আনন্দ দিয়েছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। মুছাফাহার সাথে আবার কেউ কেউ হাতের মধ্যে গুঁজে দিচ্ছিলেন নানান ধরনের হাদিয়া-তোহফা। সত্যিই আমাদের দেশের মানুষ দ্বীনকে ভালবাসে মনে-প্রাণে। যদিও তাদের

* *খতীব, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও সাবেক সভাপতি, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, ঢাকা যেলা।*

মধ্যে রয়েছে নানান ধরনের আক্বীদা ও আমলগত দুর্বলতা ও অজ্ঞতা। কিন্তু আন্তরিকতার কোন ঘাটতি নেই। টিভি আর ইন্টারনেটের পর্দায় দেখা আপনজনকে বিদেশের মাটিতে সরাসরি এত কাছে থেকে দেখতে পেয়ে তাদের অনুভূতিই ছিল আলাদা। এই তো সেই মাওলানা আব্দুর রাযযাক ছাহেব, যার বলিষ্ঠ বক্তব্য শুনে শত শত যুবক দাড়ি রেখেছে, ফুলপ্যান্ট কেটে-ছেঁটে টাখনুর উপরে পরেছে, শিরক ও বিদ'আতের কুহেলিকা থেকে নিজেকে ফিরিয়ে এনেছে–আজ তিনি স্বয়ং তাদের সামনে উপস্থিত।

প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী প্রোগ্রাম শেষ করে হোটেলে ফিরে এলাম। জনৈক দ্বীনী ভাই তার নিজের দু'টি মোবাইল রেখে গেলেন আমাদের কথা বলার সুবিধার্থে। ক্লান্ত শরীরে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙালেন কামরুল হাসান ভাই। সাথে এসেছেন বেলাল ভাই, ইলিয়াস ভাই এবং নাম না জানা আরও অনেকে। ইলিয়াস তো নাছোড়বান্দা। ওর সেলুনে গিয়ে আমাদের একটু হ'লেও সময় দিতে হবে। অবশেষে দোকানে নিয়ে ও নিজ হাতে আমাদের চুল ছেঁটে দিতে পেরে যেন সাত রাজার ধন হাতে পেয়ে গেলো। হাতে সময় খুবই কম। তাই দ্রুততার সাথে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর নাশতা সেরে রাজধানী শহর দেখার জন্য বের হ'লাম। ঢাকার সদরঘাটের মতই দু'টি ফেরী টার্মিনাল। দেখলাম কবুতর চত্বর, সেখানে বাংলাদেশী ভাইয়েরা প্রবাস জীবনের একঘেঁয়েমী কাটানোর জন্য জড়ো হন। এ দেশে প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা ৭০ হাযারের মত। অর্থাৎ সেখানে বসবাসকারী জনসংখ্যার বিরাট একটি অংশই বাঙালী। যাদের একটি বড় অংশ আবার অবৈধভাবে সেখানে বসবাস করছে। সেদেশের নৌবাহিনীর জোয়ানেরা সাগরের পাড়ে সাঁতার কাটছিলেন। তাদের সাথে কুশল বিনিময় হ'ল। সবজী মার্কেটে প্রবেশ করে বাংলাদেশী ভাইদের সাথে কুশল বিনিময় হ'ল। চাঁদপুরের আলমগীর নামক জনৈক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি খুবই খুশী হয়ে বললেন, এ প্রোগ্রামের জন্য আমি আমার এ মার্কেটের দ্বীনী ভাইদের নিকট থেকে অনুদান কালেকশন করে দিয়েছি। কুমিল্লার দাউদকান্দির মাহফূয ভাই অতীব উৎফুল্ল চিত্তে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। মনে হচ্ছিল এ দাওয়াতী কাজ করতে পেরে যেন তিনি বিশ্বজয় করে ফেলেছেন।

শহর ছেড়ে আবার ফেরী টার্মিনালে আসলাম। তারপর ট্রলারে চড়ে রওনা করলাম ভিলিঙ্গিলি দ্বীপের উদ্দেশ্যে।ট্রলারের ভেতর যানবাহনে আরোহণের দো'আ লেখা ছিল। মাওলানা আব্দুর রাযযাক ছাহেবকে আর রুখে কে? তিনি বললেন, 'এই শোন! ঐ ট্রলারের চালককে বল, এটা নৌকারোহনের দো'আ নয়!'

চারিদিকে নীল পানিরাশির মধ্যখানে মনোরম গাছগাছালীতে পরিপূর্ণ দ্বীপটি দেখে অন্তর জুড়িয়ে গেল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চারিদিকে আকন্দ (দুধরাজ), ঝাউগাছ আর যায়তুনের মত এক প্রকার গাছ। সাগরের পানিতে ওযূ করলাম। আরব সাগর কিংবা লোহিত সাগরের তুলনায় পানি একটু কম লবণাক্ত মনে হ'ল। সাগরের পাড়ে পর্যটকদের জন্য বড় গাছের সাথে দোলনা বাঁধা ছিল। সেটা দেখে একটা কৈশরিক আবেগ উছলে উঠল অন্তরে। আহা... কতদিন সুযোগ পাই না এমন দোল খাওয়ার। কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে আবার ফিরে আসলাম শহরে।

হোটেলে ফিরে এসে ফ্রেশ হয়ে আবার বের হ'লাম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যে। মন্ত্রী মহোদয় সেসময় প্রেসিডেন্ট হাউজে মিটিংয়ে ছিলেন বলে সাক্ষাৎ পেলাম না। তাঁর পিএস জনাব হাসান তাওফীক আব্দুর রহমান ছাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পাঠানো হাদিয়া তাঁরই অমর কীর্তি **'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন আন্দোলন কি ও কেন?'** (ইংরেজী ভার্সন) হস্তান্তর করলাম। আর সেখানেই সাক্ষাৎ হ'ল মালদ্বীপের গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফের সাথে।

প্রটোকল বিহীনভাবে মন্ত্রণালয় থেকে বেরিয়ে এসে সেদেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব ইব্রাহীম শিহাবের বাসায় মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করলাম। আমাদের দ্রুত ভিসা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই ভদ্রলোকেরই মুখ্য ভূমিকা ছিল। ভদ্রলোকের সাথে খাওয়ার সময় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে কথা হ'ল, যা আমার খাওয়ার রুচিকে যেন আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল। আমি আবার ভোজন বিলাসী, মাওলানা আব্দুর রাযযাক ছাহেব তা ভাল ভাবেই জানেন। জনাব হাফীযুর রহমান ছাহেবের বাসায় দাওয়াত খাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে। তাই তিনি আমাকে বিশেষ ছাড় দিয়েছিলেন।

সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেই জানতে পারলাম মন্ত্রী মহোদয় জনাব শাহীম আলী সাঈদ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাই দ্রুত পৌঁছে গেলাম তাঁর চেম্বারে। প্রবেশ করা মাত্রই তিনি এগিয়ে এসে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়েই লেখাপড়া করেছেন। তাই আহলেহাদীছদের সম্পর্কে তাঁর খুব উচ্চ ধারণা। দাওয়াত দিলাম তাঁকে বাংলাদেশে আহলেহাদীছদের বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় আসার জন্য। তিনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নাম শুনে তিনি চিনতে পারলেন এবং সাগ্রহে তাঁর বইগুলো হাতে নিয়ে দেখলেন। সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি আমাদের সাথে যে আন্তরিকতার পরিচয় দিলেন তা ছিল সত্যিই অভূতপূর্ব। তিনি জানালেন যে, বিদ'আতীদের আমরা কখনই এ দেশে বরদাশত করব না। আশা করছি তোমরা মাঝে মাঝে আমাদের দেশে আসবে। তাহ'লে তোমাদের দেশের মানুষ যারা এখানে অবস্থান করছে তারাও শিরক ও বিদ'আত থেকে ফিরে আসতে পারবে। এত বড় দায়িত্বশীলকে আর বেশী বিরক্ত করা যায় না। তাই বিদায়ের পালা। পরিশেষে আমাদের প্রোগ্রামে থাকার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন। জানালেন রাতের

ফ্লাইটে তাঁকে দেশের বাইরে সফরে যেতে হবে। আগামী বছর মালদ্বীপে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র প্রোগ্রাম হ'লে তাঁকে অবশ্যই উপস্থিত থাকার জোর আবেদন রেখে তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

সেখান থেকে বের হয়ে আরেক দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হ'লাম। দ্বীপের নাম হুলহুমালি। ট্রলারকে মালদ্বীপের স্থানীয় দিভেহি ভাষায় 'ধনী' বলা হয়। ধনীতে চড়ে দ্বীপে নামলাম। শরীফ ভাইয়ের মোটরবাইকে অল্প সময়ে দ্বীপটি দেখার সুযোগ হ'ল। এই দ্বীপ থেকে স্থলপথে হুলহুলের এয়ারপোর্টে যাওয়া যায়। মোটরবাইকের ব্যাপক প্রচলন থাকা সত্ত্বেও এই দ্বীপে বড় বড় বাস দেখতে পেলাম, যা অন্যান্য দ্বীপে দেখা যায়নি। বড় বড় বিল্ডিংয়ের কাজ চলছে। এ দ্বীপও প্রচুর গাছপালায় ঘেরা। মাগরিবের ছালাতের পর হুলহুমালি দ্বীপ ত্যাগ করলাম। এশা পড়লাম সেই ঐতিহাসিক বায়তুল ইয্য মসজিদে। যেখানে ইতিপূর্বে 'মাদরাসাতুত ত্বাইয়েবাহ' নামক আহলেহাদীছ মাদরাসা ছিল। সে ইতিহাস আমীরে জামা'আতের থিসিসে আগেই পড়েছিলাম। ইমাম ছাহেব মাওলানা ইসমাইল মাদানীর সাথেও সাক্ষাৎ হ'ল, যার কথা আমীরে জামা'আত থিসিসে উল্লেখ করেছেন। তবে তার ব্যস্ত তা এবং আমাদেরও ব্যস্ততার কারণে বিস্তারিত কথা বলার সুযোগ হ'ল না। সেখান থেকে বের হয়ে 'হিরিয়া' স্কুলের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করলাম। বিভিন্ন এলাকা থেকে সহস্রাধিক বাঙালী উপস্থিত হয়েছে এখানে। প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন মাওলানা আব্দুর রায্যাক। এ প্রোগ্রাম শেষে শরীফ আহমাদ (নরসিংদী) সভাপতি এবং কামরুল হাসান বিপ্লব (ফরিদপুর) ভাইকে সাধারণ সম্পাদক করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মালদ্বীপ শাখা কমিটি গঠন করা হ'ল। মাওলানা আব্দুর রায্যাক সমাবেশ শেষে জনসম্মুখে তাদের নাম ঘোষণা করলেন। উল্লেখ্য যে, মালদ্বীপের মাটিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে এটাই 'আন্দোলন'-এর প্রথম গঠিত শাখা। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' গঠনতন্ত্রের কপিগুলি সহ কেন্দ্র থেকে পাঠানো অন্যান্য বই তাদেরকে হাদিয়া দিয়ে এলাম।

রাতে সামান্য ঘুমের পর সকালে বিদায়ের পালা। একে একে বিদায় নিলাম সবার কাছ থেকে। দ্বীনী বন্ধন যে কত মযবূত হয়, তাওহীদী প্রেরণা যে কত গভীর হয়, আক্বীদা ও ঈমানের ভ্রাতৃত্ব যে কত অটুট হয়, তা মাত্র দু'দিনের এ সফরে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম। কত কথা যে মনের বেণুবনের প্রান্তে প্রান্তে উথাল-পাথাল করে ফিরছিল, তা যদি কবি সাহিত্যিক হ'তাম, তবে অবশ্যই প্রকাশ করতে পারতাম। আর একটা কথা বলতেই হয় দু'দিনের সফরে কোথাও কোন মাযার কিংবা শিরক-বিদ'আতী কার্যক্রম দেখিনি। বরং তাওহীদ ও সুন্নাতের ব্যাপক চর্চা দেখে বার বার সঊদী আরবের কথাই মনে হচ্ছিল।

বিমানবন্দরে ঢুকে ইমিগ্রেশন পার হ'তেই হতবাক হ'লাম। কয়েকজন যুবক আমাদেরকে জড়িয়ে ধরলেন। তারাও বাঙ্গালী মায়ের সন্তান। এ দেশের এয়ারপোর্টে ডিউটি-ফ্রী শপে কাজ করেন তারা। গত রাতের প্রোগ্রামে দেখা মেহমানদ্বয়কে তাদেরই সামনে দিয়ে বিমানে উঠতে দেখে একান্তে কথা বলার সুযোগ পেয়ে তারা আবেগাকুল হয়ে পড়ল। বিমানে উঠে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে বিমান উড়ল ঢাকার উদ্দেশ্যে। চেন্নাইয়ের বিরতি সহ প্রায় ছয় ঘণ্টা ভ্রমণ শেষে আল্লাহ্র অশেষ রহমতে আমাদের বিমান ঢাকা এয়ারপোর্টে অবতরণ করল। বিমানবন্দরে নেমেই শুনতে পেলাম এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। ক্যান্সারে আক্রান্ত ছোট ভাইয়ের স্ত্রী ফরীদা ইয়াসমীনের ইন্তেকাল। আব্বা-আম্মা উভয়েরই অসুস্থতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। দ্বীনের কাজে গেলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, অনেক ধৈর্যধারণ করতে হয়। তাই দুঃখ-শোক সবকিছু বুকে চেপে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। এয়ারপোর্টে আগে থেকেই আমাদের ইয়াসীন ভাই অপেক্ষা করছিলেন গাড়ি নিয়ে। নাছোড়বান্দা ইয়াসীন ভাইয়ের বাসায় দুপুরের খানা খেতেই হবে, তাই তাঁর বাসায় গেলাম। আরও কত কিছু লিখতে মন চাচ্ছিল। কিন্তু এই রামাযানের মুহূর্তে আর কিছুই মনে পড়ছে না। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে কবুল করুন- আমীন!

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

আপনি কি দাখিল পরীক্ষার্থী? আপনি কি কাঙ্খিত সাফল্যের প্রত্যাশী? তাহ'লে-

আজই সংগ্রহ করুন! 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'-এর এক ঝাঁক মেধাবী ছাত্র কর্তৃক রচিত এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা সম্পাদিত কাঙ্খিত সাফল্যের একমাত্র দিন নির্দেশক **'দিশারী** দাখিল প্রশ্নপত্র সাজেশান্স ২০১৪'।

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা।

ভিপি যোগে সাজেশান্স পেতে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

"দিশারী" দাখিল সাজেশান্স প্রণয়ন কমিটি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইলঃ ০১৭৭৩-৩৭১৯৫৫, ০১৭৭৭-৫৩৫৭০৭

০১৯২২-২৫২২৭৯।

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

হাদীছের গল্প

রাসূল (ছাঃ)-এর ঈলার ঘটনা

দাম্পত্য জীবন মানুষের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুম্পর্কের মাধ্যমে এ জীবন মধুময় হয়ে ওঠে। আবার দু'জনের মাঝে মনোমালিন্য ও ভুল বোঝাবুঝিতে এ জীবন দুঃখ-যাতনায় ভরে যায়। হাফছাহ (রাঃ) কর্তৃক আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা ফাঁস করে দেয়ার কারণে রাসূল (ছাঃ) পত্নীগণের কাছে এক মাস না যাওয়ার শপথ করেন। সে সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছ।-

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বহুদিন ধরে উৎসুক ছিলাম যে, আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করব, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে কোন দু'জনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, 'তোমার দু'জন যদি অনুশোচনা ভরে আল্লাহ্র দিকে আস (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম), তোমাদের অন্তর (অন্যায়ের দিকে) ঝুঁকে পড়েছে' *(আত-তাহরীম ৬৬/৪)*।

এরপর একবার ওমর (রাঃ) হজ্জের জন্য রওয়ানা হ'লেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে হজ্জে গেলাম। ফিরে আসার পথে তিনি ইসতিনজার জন্য রাস্তা থেকে সরে গেলেন। আমি পানি পূর্ণ পাত্র হাতে তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি ইসতিনজা করে ফিরে এলে আমি ওযূর পানি তাঁর হাতে ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি যখন ওযূ করছিলেন, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! নবী করীম (ছাঃ)-এর সহধর্মিনীগণের মধ্যে কোন দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্র কাছে তওবা কর, তবে তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা তোমাদের মন সঠিক পথ থেকে সরে গেছে'। জবাবে তিনি বললেন, হে ইবনু আব্বাস! আমি তোমার প্রশ্ন শুনে অবাক হচ্ছি। তাঁরা দু'জন তো আয়েশা (রাঃ) ও হাফছাহ (রাঃ)। এরপর ওমর (রাঃ) এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, 'আমি এবং আমার একজন আনছারী প্রতিবেশী যিনি উমাইয়াহ ইবনু যায়েদ গোত্রের লোক; তারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করত, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে পালাক্রমে সাক্ষাৎ করতাম। সে একদিন নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে যেত, আরেক দিন আমি যেতাম। যখন আমি দরবারে যেতাম, ঐ দিন দরবারে অহী অবতীর্ণসহ যা ঘটত সবকিছুর খবর আমি তাকে দিতাম এবং সেও তেমনি খবর আমাকে দিত।

আমরা কুরাইশরা নিজেদের স্ত্রীগণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলাম। কিন্তু আমরা যখন আনছারদের মধ্যে আসলাম, তখন দেখতে পেলাম, তাদের স্ত্রীগণ তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং তাদের উপর কর্তৃত্ব করে চলেছে। সুতরাং আমাদের স্ত্রীরাও তাদের দেখাদেখি সেরূপ ব্যবহার করতে লাগল।

একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হ'লাম এবং তাকে উচ্চৈঃস্বরে কিছু বললাম। সেও প্রতি উত্তর দিল। আমার কাছে এ রকম প্রতি উত্তর দেয়াটা অপসন্দনীয় হ'ল। সে বলল, আমি আপনার কথার পাল্টা উত্তর দিচ্ছি এতে অবাক হচ্ছেন কেন? আল্লাহ্র কসম! নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ তাঁর কথার মুখে মুখে পাল্টা উত্তর দিয়ে থাকেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার একদিন এক রাত পর্যন্ত কথা না বলে কাটান। ওমর (রাঃ) বলেন, এ কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং আমি বললাম, তাদের মধ্যে যারা এরূপ করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর আমি আমার কাপড় পরলাম এবং আমার কন্যা হাফছার ঘরে প্রবেশ করলাম। আমি বললাম, হাফছাহ! তোমাদের মধ্য থেকে কারো প্রতি রাসূল (ছাঃ) কি সারা দিন রাত পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেননি? সে উত্তর করল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। তোমরা কি এ ব্যাপারে ভীত হচ্ছ না যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন? পরিণামে তোমরা ধ্বংসের মধ্যে পড়বে। সুতরাং তুমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে অতিরিক্ত কোন জিনিস দাবী করবে না এবং তাঁর কথার প্রতিউত্তর করবে না। তাঁর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করবে না। তোমার যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে আমার কাছে চেয়ে নেবে। আর তোমার সতীন তোমার চেয়ে অধিক রূপবতী এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অধিক প্রিয় তা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এখানে সতীন বলতে আয়েশা (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

ওমর (রাঃ) আরো বলেন, এ সময় আমাদের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, গাসসানের শাসনকর্তা আমাদের উপর আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে তাদের ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। আমার প্রতিবেশী আনছার তার পালার দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে থেকে রাতে ফিরে এসে আমার দরজায় করাঘাত করল এবং জিজ্ঞেস করল, আমি ঘরে আছি কি-না? আমি শংকিত অবস্থায় বেরিয়ে আসলাম। সে বলল, আজ এক বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম, সেটা কী? গাসসানীরা কি এসে গেছে? সে বলল, না তার চেয়েও বড় ঘটনা এবং তা ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সহধর্মিনীগণকে তালাক দিয়েছেন। আমি বললাম, হাফছাহ তো ধ্বংস হয়ে গেল, ব্যর্থ হ'ল। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম, খুব শিগগিরই এ রকম কিছু ঘটবে। এরপর আমি পোশাক পরলাম এবং ফজরের ছালাত নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে আদায় করলাম। নবী করীম (ছাঃ) উপরের কামরায় (মাশরুবা) একাকী আরোহন করলেন, আমি তখন হাফছার কাছে গেলাম এবং তাকে কাঁদতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে এ ব্যাপারে আগেই সতর্ক করে দেইনি? নবী করীম (ছাঃ) কি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়েছেন? সে বলল, আমি জানি না। তিনি ওখানে উপরের কামরায় একাকী রয়েছেন। আমি সেখান থেকেই বেরিয়ে মিম্বরের কাছে বসলাম। সেখানে কিছু সংখ্যক লোক বসা ছিল এবং

তাদের মধ্যে অনেকেই কাঁদছিল। আমি তাদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম, কিন্তু আমার প্রাণ এ অবস্থা সহ্য করতে পারছিল না। সুতরাং যে উপরের কক্ষে নবী করীম (ছাঃ) অবস্থান করছিলেন আমি সেই উপরের কক্ষে গেলাম এবং তাঁর হাবশী কালো খাদেমকে বললাম, তুমি কি ওমরের জন্য নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে যাবার অনুমতি এনে দেবে? খাদেমটি গেল এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে কথা বলল। ফিরে এসে উত্তর করল, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আপনার কথা বলেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। তখন আমি ফিরে এলাম এবং যেখানে লোকজন বসা ছিল সেখানে বসলাম। কিন্তু এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। তাই আবার এসে খাদেমকে বললাম, তুমি কি ওমরের জন্য অনুমতি এনে দিবে? সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আপনার কথা বলেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর ছিলেন। তখন আমি আবার ফিরে এসে মিম্বরের কাছে ঐ লোকজনের সঙ্গে বসলাম। কিন্তু এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। পুনরায় আমি খাদেমের কাছে গেলাম এবং বললাম, তুমি কি ওমরের জন্য অনুমতি এনে দেবে? সে গেল এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, আমি আপনার কথা উল্লেখ করলাম, কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। যখন আমি ফিরে যাবার উদ্যোগ নিয়েছি, তখন খাদেমটি আমাকে ডেকে বলল, নবী করীম (ছাঃ) আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করে দেখলাম, তিনি খেজুরের চাটাইয়ের উপর চাদর বিহীন অবস্থায় খেজুরের পাতা ভর্তি একটি বালিশে ভর দিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীরে চাটাইয়ের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং দাঁড়ানো অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি আপনার স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি যদি শোনেন তাহ'লে বলি, আমরা কুরাইশগণ, মহিলাদের উপর আমাদের প্রতিপত্তি খাটাতাম, কিন্তু আমরা মদীনায় এসে দেখলাম, এখানকার পুরুষদের উপর নারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান। এ কথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) মুচকি হাসলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি আপনি আমার কথার দিকে একটু নযর দেন। আমি হাফছার কাছে গেলাম এবং আমি তাকে বললাম, তোমার সতীনের রূপবতী হওয়া ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রিয় পাত্রী হওয়া তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। এর দ্বারা আয়েশাহ (রাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) আবার মুচকি হাসলেন। আমি তাঁকে হাসতে দেখে বসে পড়লাম। এরপর আমি তাঁর ঘরের চার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। আল্লাহ্র কসম! কেবল তিনটি চামড়া ব্যতীত তাঁর ঘরে উল্লেখ করার মত কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দো'আ করুন, আল্লাহ তা'আলা যাতে আপনার উম্মতদের সচ্ছলতা দান করেন। কেননা পারসিক ও রোমানদের প্রাচুর্য দান করা হয়েছে এবং তাদের দুনিয়ার শান্তি প্রচুর পরিমাণে দান করা হয়েছে, অথচ তারা আল্লাহ্র ইবাদত করে না।

একথা শুনে হেলান দেয়া অবস্থা থেকে নবী করীম (ছাঃ) সোজা হয়ে বসে বললেন, হে খাত্ত্বাবের পুত্র! তুমি কি এখনো এ ধারণা পোষণ করছ? ওরা ঐ লোক, যারা উত্তম কাজের প্রতিদান এ দুনিয়ায় পাচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন। হাফছাহ (রাঃ) কর্তৃক আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে কথা ফাঁস করে দেয়ার কারণে নবী করীম (ছাঃ) ঊনত্রিশ দিন তাঁর স্ত্রীগণ থেকে আলাদা থাকেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছিলেন, আমি এক মাসের মধ্যে তাদের কাছে যাব না তাদের প্রতি রাগের কারণে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন। সুতরাং যখন ঊনত্রিশ দিন হয়ে গেল, নবী করীম (ছাঃ) সর্বপ্রথম আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে দিয়েই শুরু করলেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কসম করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু এখন তো ঊনত্রিশ দিনেই এসে গেলেন। আমি প্রতিটি দিন এক এক করে হিসাব করে রেখেছি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ঊনত্রিশ দিনেও মাস হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, এ মাস ২৯ দিনের। আয়েশা (রাঃ) আরও বলেন, ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা এখতিয়ারের আয়াত অবতীর্ণ করেন, 'যাতে নবী করীম (ছাঃ)-এর বিবিগণকে দুনিয়া বা আখিরাত এ দু'টোর যে কোন একটিকে বেছে নেয়ার জন্য বলা হয়েছে' *(আহযাব ২৮)* এবং তিনি তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে আমাকে দিয়েই শুরু করেন এবং আমি তাঁকেই গ্রহণ করি। এরপর তিনি অন্য স্ত্রীগণের অভিমত চাইলেন। সকলেই তাই বলল, যা আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন *(বুখারী হা/৪১৯১ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

রাসূলের স্ত্রীগণের দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি তাদের নিকটে এক মাস না যাওয়ার কথা বলেন। মাস পূর্ণ হ'লে তিনি তাদের নিকটে যান। এদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীদের দাবী সঙ্গত না হ'লে বা তাদের শাসনের উদ্দেশ্যে তাদের থেকে পৃথক থাকা যায়। আল্লাহ আমাদেরকে এ হাদীছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক দিন-আমীন!

**নাফীসা বিনতু জালাল জাদীদা*
কৃষ্ণপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাবনা।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

চিকিৎসা জগৎ

ঘুমের ওষুধ মৃত্যু ও ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়

ঘুমের ওষুধ খেয়ে রাতে ভাল ঘুম হ'লেও নিয়মিত ঘুমের ওষুধ সেবন মৃত্যুর আশঙ্কা ও কয়েকটি নির্দিষ্ট ধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এক গবেষণায় বলা হয়েছে, যারা ঘুমের ওষুধ খায় না তাদের চেয়ে যারা খায় তাদের মৃত্যু ঝুঁকি চারগুণ বেশী। এছাড়া ঘুমের ওষুধ সেবনকারীদের নির্দিষ্ট ধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। ঘুমের ওষুধ খাদ্যনালী, ফুসফুস, মলাশয় ও অগ্রগ্রন্থির ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। উপরন্তু যে ঘুমের ওষুধগুলো মানুষ বেশী খায় সেগুলোতেই মৃত্যু আর ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশী বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। বছরে ১৩২ ডোজের বেশী ঘুমের ওষুধ সেবীদের ক্ষেত্রে এ ঝুঁকি ৫ গুণ বেশী এবং একই সঙ্গে বেশী বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিও। তাই ঘুমের ওষুধের বদলে বরং দিবা নিদ্রা বাদ দেওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা, ক্যাফেইন না খাওয়া এবং ঘুম সহায়ক অন্যান্য উপায় বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকরা।

উপকারী পানীয় চা দুধ মিশালে ক্ষতির কারণ হয়

পানির পর মানুষ পৃথিবীতে বেশী পান করে যে পানীয়, সেটা হচ্ছে চা। চা-স্পৃহা চঞ্চল হ'লে চাতকের মতো চা পানের জন্য উদগ্রীব হন অনেকে। চা পান না করা পর্যন্ত যেন শরীর ও মন দু'টোরই তৃষ্ণা মেটে না। চা যে হিতকারী পানীয়, তা এখন অনেকেই জেনেছেন। চায়ের মধ্যে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও অন্যান্য যৌগ। গবেষণায় দেখা গেছে, চা পান করলে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরো জোরদার হয়, এমনকি কোষের ক্ষতি, জরা অনেকেই হ্রাস পায়। কোন কোন গবেষক বলেন, দাঁতে ক্ষয়, গহ্বর তৈরি হওয়া অনেকেই হ্রাস পায় চা পানে। রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য হয়। এর হৃদয় হিতকারী গুণও রয়েছে। চায়ের মধ্যে রয়েছে যে পলিফেনোল (ফ্লাভোনলস ও ক্যাটেচিনস) এদের মধ্যে রয়েছে হৃদয় সুরক্ষা গুণাগুণ। গবেষকরা দেখিয়েছেন, শুধু চা পানে ধমনীর কার্যকলাপ বেশ উন্নত হয়। আর দুধ চা পান করলে চায়ের হিতকারী প্রভাব পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীতে এমন পরীক্ষা চালিয়েও একই ফলাফল পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা দুধের প্রোটিন চায়ের অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ায় চায়ের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। গবেষকরা বলেছেন, দুধ রক্তনালীর কার্যকলাপের উপর চায়ের স্বাস্থ্য হিতকারীগুণের বিরুদ্ধাচরণ করে। বিষয়টি শুধু দুধ ও দুধজাত দ্রব্যের মধ্যে সীমবদ্ধ, এমন নয়। সোয়া দুধের প্রোটিনও একইভাবে চায়ের অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

সুস্বাস্থের জন্য লবণ

শরীরবৃত্তীয় প্রয়োজনে পরিমিত মাত্রার খাবার লবণের যেমন দরকার তেমনি অতিরিক্ততা গুরুতর ক্ষতিরও কারণ। অধিক পরিমাণে খাবার লবণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকলেই সুস্বাস্থ্য অর্জন করা যায়। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে লবণ, খাবার রান্নার মশলা হিসাবেই সমাদৃত। খাবার তৈরিতে লবণ খাবারকে সুস্বাদু করে, উপযুক্ত সিদ্ধ বা নরম করে, পচন রোধ করে। খাবার সংরক্ষণ করতেও (মাছ/গোশত শুঁটকি হিসাবে) লবণ কাজে লাগে। রান্নার লবণ ও খাবার পাত্রে আলগা লবণ আমাদের জন্য লবণের মূল উৎস।

একজন সুস্থ মানুষের শরীরে প্রতিদিন মাত্র ১ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রয়োজন। অথচ আমরা বাংলাদেশীরা প্রতিদিন গড়ে ১৬-১৭ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড গ্রহণ করি। ইংল্যান্ড ও আমেরিকানরা প্রতিদিন গড়ে ৯-১০ গ্রাম, চীন এবং জাপানীরা গড়ে ১২-১৪ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড গ্রহণ করে। প্রতিদিন লবণের পরিমাণ বিষয়ে WHO দৈনিক সর্বোচ্চ ৫ গ্রাম এবং WASH দৈনিক সর্বোচ্চ ৬ গ্রাম এর বেশী কখনোই গ্রহণ করা উচিত নয় বলে মতামত দিয়েছে। সারা বিশ্বজুড়ে গবেষণাকৃত শতাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রের দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ শরীরের রক্তচাপ বাড়িয়ে তোলে। উচ্চ রক্তচাপকে বলা হয় নীরব ঘাতক। কারণ এর সুনির্দিষ্ট শারীরিক লক্ষণ নেই। শুধুমাত্র অতিরিক্ত লবণ সেবনই মানুষকে ঠেলে দেয় উচ্চ রক্তচাপ জনিত অধিকতর গুরুত্বর স্বাস্থ্য সমস্যা-হৃদরোগ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ও স্থায়ী কিডনী রোগের দিকে। এছাড়াও পাকস্থলীর ক্যান্সার, কিডনীতে পাথর, অস্থি ক্ষয়রোগ, অতিরিক্ত ওযন, স্মৃতিশক্তি হ্রাস প্রভৃতি রোগের ঝুঁকি অতিরিক্ত লবণ সেবনের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। শুধুমাত্র পরিমিত লবণ সেবন করলেই এইসব রোগের ঝুঁকি থেকে বেঁচে থাকা যায়। উল্লেখ্য যে, হিমালয়ের পাদদেশের কিছু গ্রামের মানুষ লবণ সেবন করেন না বলে তাদের উচ্চ রক্তচাপও হয় না। তাই খাবারে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ না করার জন্য সবাইকে সচেতন হ'তে হবে। ধীরে ধীরে চেষ্টা করলে এটা অভ্যাসে পরিণত করা সম্ভব। এজন্য নীচের কাজগুলো করা যায়- (ক) রান্নাতে অল্প লবণ ব্যবহার করা (খ) ঘরের বাইরে তৈরি খাবার (হোটেলের তৈরি নাস্তা/ফাস্ট ফুড প্রভৃতি) যতদূর সম্ভব পরিহার করা। (গ) কৌটায়/প্যাকেটে সংরক্ষিত খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া। (ঘ) সব ধরনের সস, পনির ও কোমল পানীয় কম পরিমাণে গ্রহণ করা। (ঙ) প্রতিদিনের খাবারে শাক-সবজি ও কাঁচা ফল রাখা।

সচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমের পাশাপশি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে এ বিষয়ে মতামত প্রদান করতে হবে। সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও সহযোগিতা ও পদক্ষেপ নিতে হবে। সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে কিশোর এবং যুবকদের প্রতি, যাতে কম বয়স থেকেই তারা অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ না করে গুরুতর অসুস্থতা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে এবং সুস্থ সবল জাতি হিসাবে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে।

আশার কথা এই যে, যেহেতু লবণের সোডিয়াম উপাদানটিই বেশী ক্ষতি করে, তাই লবণ থেকে সোডিয়ামকে সরিয়ে এসকরবিক এসিড বসানোর জন্য বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে লবণের স্বাদ ঠিক থাকবে কিন্তু ক্ষতি হবে না।

পরিশেষে পুনরায় বলতে চাই- অতিরিক্ত লবণ গ্রহণে উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ও কিডনি রোগের একটি প্রধান কারণ। সুতরাং কম লবণ গ্রহণ করে ঝুঁকিমুক্ত থাকতে এবং সুস্বাস্থ্য লাভে সচেষ্ট হওয়া যরূরী।

॥ সংকলিত ॥

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

ক্ষেত-খামার

বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে সেক্স ফেরোমন যাদুর ফাঁদ

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে সবজি ফসল সুরক্ষায় কীটনাশকের পরিবর্তে দিন দিন 'সেক্স ফেরোমন' ফাঁদের ব্যবহার বাড়ছে। স্থানীয় কৃষি বিভাগ 'অপরিমিত কীটনাশকের ব্যবহার পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ' এ ধারণায় কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার পর বিষমুক্ত সবজি ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে তারা ফেরোমন ফাঁদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছেন। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও সমাদৃত সেক্স ফেরোমন ফাঁদের সফল প্রয়োগ করে অনেক সবজি চাষী লাউ, ঝিঙে, করলা ও বেগুন উৎপাদন করেছেন। বর্তমানে ফেরোমন ট্রেপের সহজলভ্যতা কৃষকের আগ্রহ বৃদ্ধির বড় কারণ। কেননা আগে ফেরোমন ট্রেপ ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সংগ্রহ করতে হ'ত। এখন স্বল্পমূল্যে ঈশ্বরগঞ্জ সদরের কীটনাশকের দোকানে পাওয়া যায়। এতে ফলন ভাল হয়। ফাঁদের কারিগরি দিক প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায়, বড় প্লাস্টিক বৈয়ামের মাঝামাঝি দুই পাশে বড় ছিদ্র রেখে নিচে সাবান মিশ্রিত পানির ওপরে সুতায় বাঁধা ও ঝুলানো টি বেগ সদৃশ রাসায়নিক মিশ্রিত গন্ধযুক্ত ফেরোমনের ট্রেপ। মুখ লাগানো বৈয়ামের উপরিভাগে সুতার অপর প্রান্ত বাঁধা। জানা যায়, বেগুন, লাউ, করলাসহ সবজি ফসল ছিদ্রকারী স্ত্রী প্রজাতির পোকার শরীরের গন্ধ ও ফেরোমন ফাঁদে ব্যবহৃত রাসায়নিকের গন্ধ একই রকম। যে কারণে ফাঁদ থেকে নিঃসৃত গন্ধকে স্ত্রী পোকার গায়ের গন্ধ ভেবে জৈবিক টানে পুরুষ পোকা বৈয়ামের ভিতরে ঢুকে হন্যে হয়ে স্ত্রী পোকার অন্বেষণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে বৈয়ামের নিচে রক্ষিত সাবান মিশ্রিত পানিতে পড়ে ফসল ছিদ্রকারী পুরুষ মাছি পোকা মারা যায়। তিন দিন পর পর পানি পাল্টালে ভাল ফল পাওয়া যায়। কীটনাশক ব্যবহার করলে পোকা সাময়িক স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায় এবং কয়েকদিন পর কীটনাশকের তেজস্ক্রিয়তা কমে গেলে পুনরায় ফসলে আক্রমণ করে। আর ফেরোমন ফাঁদে পুরুষ পোকা মারা যাওয়ায় পোকার বংশবিস্তার হয় না। এর ব্যবহারে বাড়তি কীটনাশক প্রয়োগের দরকার হয় না। এতে একদিকে অর্থের সাশ্রয় ও অন্যদিকে পরিবেশবান্ধব জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করা যায়। ফসলে কীটনাশকের ব্যবহার একদিকে যেমন ব্যয়বহুল তেমনি পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা দরকার। কেননা মাত্র ১৫০ টাকা মূল্যের ৫টি ফেরোমন ট্রেপ ব্যবহারে কৃষক তার সবজি ফসলকে পুরো মৌসুমের জন্য সুরক্ষা দিতে পারে।

আঙ্গুর চাষ করে স্বাবলম্বী

আঙ্গুর চাষের অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে নওগাঁয়। নওগাঁর মাটিতে উৎপাদিত আঙ্গুর অস্ট্রেলিয়াসহ অন্য যে কোন দেশ থেকে আমদানীকৃত আঙ্গুরের চেয়ে মিষ্টি ও সুস্বাদু। শিক্ষিত বেকার যুবক সালাহুদ্দীন উজ্জল আঙ্গুর চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। আঙ্গুর চাষে উৎসাহিত হয়ে সরাসরি অস্ট্রেলিয়া থেকে চারা সংগ্রহ করেন এক বছর পূর্বে। তিন বিঘা জমির একাংশে সাড়ে ৩শ' আঙ্গুর গাছের চারা লাগিয়েছেন। এ বছর গাছগুলোতে আঙ্গুর ধরতে শুরু করেছে। বছরে গাছগুলোতে দুইবার ফল ধরবে। প্রতিবার একটি গাছে কমপক্ষে ২০ কেজি করে ৪০ কেজি আঙ্গুর পাওয়া যাবে। সাড়ে ৩শ' গাছের মধ্যে যদি কমপক্ষে ২শ' গাছে আঙ্গুর ধরে তাহ'লে আঙ্গুর পাওয়া যাবে ৮ হাযার কেজি। বর্তমানে যার বাজার মুল্য প্রতি কেজি ১২৫ টাকা হিসাবে কমপক্ষে বিক্রি মূল্য আসবে ১০ লাখ টাকা। এটি প্রথম বছরের হিসাব। পরের বছরগুলোতে এই হিসাব আরও বেশী হবে। এ আঙ্গুর খুব সুস্বাদু। বিদেশ থেকে আনা বাজারে যে আঙ্গুরগুলো পাওয়া যায় সেগুলো থেকে স্বাদে ও মিষ্টতায় কোন অংশে কম নয়। সবচেয়ে বড় কথা এই বাগানের আঙ্গুর একবারে ফর্মালিনমুক্ত। কাজেই এ আঙ্গুর চাষে স্থানীয় অনেকে উৎসাহিত হচ্ছেন। উজ্জল কেবল আঙ্গুর চাষই করেননি একই জমির একটি অংশে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং স্থানীয় রাবি-৩ জাতের স্ট্রবেরি চাষও করেছেন। স্ট্রবেরি বিক্রি করে বছরে কমপক্ষে ২ লাখ টাকা আয় করেছেন। তিনি জমির কিছু অংশে পরীক্ষামূলকভাবে মসলা জাতীয় ফল কালো অ্যালাচ চাষ করেও সফলতা অর্জন করেছেন।

॥ সংকলিত ॥

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

এখন থেকে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রকাশিত সকল প্রকার বই, সিডি, ডিভিডি, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী মূল্যে নিম্নোক্ত স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের বঙ্গানুবাদ এবং দেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ

ডা. শামীম আহসান
আমীর সাধুর মার্কেট
ডল্যান্ডের পূর্ব পার্শ্বে
ইপিজেড মোড়, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭৩৫-৩৩৭৯৭৬।

কবিতা

ঘুষের টাকায়

আবু মূসা আব্দুল্লাহ
আনন্দ নগর, নওগাঁ।

ঘুষের টাকায় চালাই গাড়ী ঘুষের টাকায় নারী
ঘুষের টাকায় গড়েছি আমি আকাশ ছোঁয়া বাড়ী।
ঘুষের টাকায় জামা-জুতা আরও আলতা ফিতা
ঘুষের টাকায় সংসার চালাই আমি ঘুষখোর পিতা।
ঘুষের টাকায় কেনা আমার যত আসবাবপত্র
ঘুষের টাকায় দেশ-বিদেশে ঘুরি যত্রতত্র।
ঘুষের টাকায় সংগ্রহ আমার রঙ্গিন টেলিভিশন
ঘুষের টাকায় চলি ফিরি ঘুষেরই করি অনুশীলন।
ঘুষের টাকায় চালাই কত চাকর-বাকর শ্রমজীবি
ঘুষের টাকার খাবার খেয়ে আমি ডায়াবেটিসের রোগী।
ঘুষের টাকায় আজ আমার হয়েছে হাই পারটেনশান
ঘুষের টাকায় গড়েছি আমি ভুড়িটা পাহাড় সমান।
ঘুষের টাকায় গড়া আমার জীবন যৌবন খানি
ঘুষের টাকায় খেয়োনা কেউ হ'লেও এক গ্লাস পানি।
ঘুষের টাকায় আমার মত জীবন কেউ গড়ো না
ঘুষের টাকায় সংসার চালিয়ে জাহান্নামে যেও না।

জন্ম আমার

মুহাম্মাদ লিলবর আল-বারাদী
যশপুর, তানোর, রাজশাহী।

এমন দেশে জন্ম আমার
জন্মসূত্রে মুসলমান,
ইসলাম হ'ল মোদের ধর্ম
কুরআন-হাদীছ নয় সংবিধান।
মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েও
ইসলাম হ'ল অন্তরাল,
শরী'আতের পরিপন্থী
মেনে চলি সব বিধান।
আদালতে বৃটিশ আইন
অফিস পাড়ায় দুর্নীতি,
সূদে ঘুষে দেশটা ভরা
জনগণের দুর্গতী।
খুনী, সন্ত্রাসী, যালেম যারা
আইন তাদেরই পকেটে,
ধর্মপ্রাণ মুসলিম যারা
বিনা অপরাধে জেল খাটে।
ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে যারা
ছাতা ধরা মুসলমান,
কুরআন-হাদীছ পরিপন্থী
ক্বিয়াস তাদের মূল বিধান।

ঈদের চাঁদ

আতিয়ার রহমান
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

দিগ্বলয়ের নীল সামীনায় এক ফালি চাঁদ দেয় উঁকি,
ঘুচলো মনের ভাবনা যত শত পাপীর চিন্তা কি?
মিটিয়ে দিতে পঙ্কিলতা গড়তে আবার পুণ্য মন,
আযাযীলের পুচ্ছ ভেঙে করতে হবে জীবন পণ।
উঠলো আজি পশ্চিমেতে ঈষৎ বাঁকা ঈদের চাঁদ,
পুরবে সবি ঈমানদারের মনের কোণের স্বপ্নসাধ।
মাসটি ভরে শয়তানেরা ছিল কারা বন্দীতে,
পারছিল তাই ছিয়াম সাধক ইবাদতে মন দিতে।
আয়রে তোরা দেখ চেয়ে দেখ বিদায়ী রামাযানের চাঁদখানা,
দু'কর জোড়ে দরবারে তাঁর মন খুলে কর প্রার্থনা।
চাই হ'তে চাই বহুত প্রিয় আমরা তোমার দরবারে,
সিজদা দিয়ে কাঁদবো বহুত ভাসবে তনু চোখনীরে।
পাপী তাপী পাইতে মাফি আশায় সবাই বুক বাঁধে
লক্ষ পাপের সাক্ষী যেজন তাই তো হৃদয় তার কাঁদে।
রাসূল (ছাঃ)-এরই ছিরাত দিয়ে চলবো আমরা বর্ষভর,
শিরক, বিদ'আত দু'চরণে দলবো সবি জীবন ভর।
আজ ঈদের চাঁদ চলতে বলে রাসূলেরই পথ ধরে,
চলতে পথে হুঁচোট খেতে আর কি কভু কেউ পারে?

ঈদের আমেজ

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ঈদের আমেজ সামনে রেখে
ঘরমুখো সব লোকজন,
সবার সাথে মিলবে ঈদে তাই
আনন্দে সব আপনজন।
বাস-ট্রেনে ভীষণ জ্যামে
যায় না ফেলা দম,
টিকিটেরও দাম বেশী হয়
এক টাকাও নেই কম।
ঈদ আনন্দের হয় সকলের
আমরা সবাই জানি,
এই আনন্দের মাঝে কারো
দুই চোখে রয় পানি।
ঈদ এলে অসহায়দের কেন
ফিরনী-পায়েস জুটছে না,
কষ্টে চাপা তাই আনন্দ
ফুল হয়ে আর ফুটছে না।

ঈদের স্বাদ

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অসহায়ের মুখে যেদিন ফুটবে হাঁসি অম্লান
হবে সেদিন সকলের ঈদ, শান্তি পাবে অফুরান।
ঈদ আসে ঈদ যায় চলে যায়
বছর ঘুরে বারে বার,
দুস্থ-গরীব থাকে পূর্ববৎ ঘোচে না যে দুঃখ তার।
ফিরনী-পায়েস, হরেক খাবার
খাচ্ছে ধনী পেট পুরে
গৃহপাশে কাঁদছে পড়শীর শিশু বাচ্চা অনাহারে।
জোড়ায় জোড়ায় জামা-জুতা
আরো শাড়ি জামদানী,
ঈদের জন্য করছে ধনী নিজের জন্য আমদানী।
সবার জন্য হয়েছে কেনা
কেউ কিন্তু বাদ পড়ে নাই।
পড়শীর গায়ে ছিন্নবস্ত্র তা দেখার তো সময় নাই।
টাকার জোরে ঘুরছে বিদেশ
হজ্জ করেছে দু'চার বার।
গরীবকে দান করতে টাকা
জাগে নাকি ইচ্ছা একটি বার?
ধনীর বাড়ী ঈদের আমেজ
ঈদ আসে না গরীবের ঘরে
দেখে এ সমাজের কারবার
কষ্ট-দুঃখে বুক ভরে।
যেদিন তুমি পারবে মুছতে
অশ্রুবারি দুস্থদের
সেদিন তুমি পাবে যে সুখ
স্বাদ পাবে আসল ঈদের।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. ওয়ারাকা বিন নাওফেলের নিকটে।
২. নামূস বা বার্তাবাহক।
৩. চাচাতো ভাই।
৪. আহলে কিতাব তথা তাওরাতের অনুসারী ছিলেন।
৫. দেশ থেকে বিতাড়ণের কথায় রাসূল (ছাঃ) যখন ভীত বিহ্বল হয়ে পড়লেন, তখন ওয়ারাকা বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা আপনার পূর্বে যাদেরকে এ অহী প্রদান করা হয়েছে তাদের সকলকেই মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হ'তে হয়েছে। আমি তখন যদি জীবিত থাকি তাহ'লে আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করব *(বুখারী হা/২)*।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (নদ-নদী)-এর সঠিক উত্তর

১. নীলনদ; ৬,৬৬৯ কি.মি.।
২. ভিক্টোরিয়া হ্রদ।
৩. ১০টি।
৪. ইয়াংসিকিয়াং; ৫,৯৮০কি.মি।
৫. ভলগা; ৩,৬৮৭কি.মি।

চলতি মাসের সাধারণ জ্ঞান (কুরআন)

১. কুরআনের শেষ পারায় কয়টি সূরা আছে?
২. কুরআনের কোন সূরায় মীম নেই?
৩. কোন সূরায় ৯টি মীম আছে?
৪. কুরআনে কোন সূরায় 'বিসমিল্লাহ' নেই?
৫. 'কুল' শব্দ দ্বারা কয়টি সূরা শুরু হয়েছে?

সংগ্রহে : আব্দুল হাসীব
চাঁদপুর, রূপসা, খুলনা।

চলতি মাসের সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১. বিশুদ্ধ পানির অপর নাম কি?
২. পানির রং কি?
৩. পানির প্রধান গুণ কি?
৪. পানির তিনটি অবস্থা কি কি?
৫. কোন কোন উপাদানে পানি সৃষ্টি হয়?

সংগ্রহে : আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

সোনামণি সংবাদ

তেরখাদা, খুলনা ২৪ মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার তেরখাদা উপযেলার কুমিরডাঙ্গা উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ ফেরদাউস মোল্লা।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৩ মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর নওদাপাড়া, রাজশাহীস্থ দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' মারকায এলাকার পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি মারকায এলাকার হাসনাহেনা শাখার পরিচালক সাখাওয়াত হোসাইন ও অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ।

যেলা সম্মেলন-২০১৩

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২১ জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর শহরের বাঁকালস্থ দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়্যা প্রাঙ্গনে 'সোনামণি' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে **'সোনামণি সাতক্ষীরা যেলা সম্মেলন ২০১৩'** অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, আলহাজ্জ আব্দুর রহমান সরদার, 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও যেলা 'সোনামণি'র প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও 'সোনামণি'র উপদেষ্টা মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, 'দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়্যার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন এবং 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ। সম্মেলনে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও সোনামণি'র বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুয্যামান ফারূক। অনুষ্ঠানে হাফীযুর রহমানকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি সাতক্ষীরা যেলা পরিচালনা পরিষদ (২০১৩-২০১৫ সেশনের জন্য) পুনর্গঠন করা হয়।

সোনামণি দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ২০১৩

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৪ ও ৫ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ৪ জুন বৃহস্পতিবার বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী মিলনায়তনে সোনামণি দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনমণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও 'সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** অন্যান্যের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক মুযাফফর বিন মুহসিন, 'সোনামণি'র প্রথম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ, বযলুর রহমান ও ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ।

স্বদেশ

আমিরাতের মরু অঞ্চলে ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশীদের সাফল্য

প্রচণ্ড গরম ও মরুভূমির দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা খুবই কষ্টসাধ্য। অথচ কিছু কিছু বাংলাদেশী দেশীয় আদলে নিজ প্রচেষ্টায় মরু অঞ্চলের চাষ অযোগ্য জমিতে গড়ে তুলেছে বিশাল বিশাল ফসলের বাগান। উৎপাদন করছে হাযার হাযার টন খাদ্যশস্য। বছরে আয় করছে কোটি কোটি টাকা। এসব উদ্যোক্তার নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন হাযার হাযার বাংলাদেশী। আরব আমিরাতের আল-আইন, আবুধাবী, ফুজিরা, আজমান ও রাস আল-খাইমার মরু অঞ্চলে ফসল উৎপাদনের এসব বাগান রয়েছে। বিশেষ করে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে রয়েছে আলু, টমেটো, শসা, লাউ, কুমড়া, ফুলকপি, পাতাকপি, লবিয়া, করলা, পুঁইশাক ও ধনেপাতাসহ হরেক রকম ফসল। তবে যেহেতু প্রচণ্ড গরমপ্রধান দেশ সেহেতু জমিতে ফসল উৎপাদনের কিছু কৌশল অবলম্বন হিসাবে এবং ফসলের ধরন বুঝে জমিতে ঘরের মতো ছাউনি ও মাচা পেতে অথবা খোলা আকাশের নিচে ফসলের প্রতিটি লাইনে পাইপ বসিয়ে পাম্পের সাহায্যে নিয়মিত পানি সেচ আবার কখনো কখনো জমি ঠাণ্ডা রাখার জন্য ইলেক্ট্রনিক ফ্যানের সাহায্যে বাতাস সরবরাহ করতে হয়।

শেখ হাসিনা নয়, বাংলাদেশ চালায় টুয়েস ডে ক্লাব

-ড. ডেভিড লুডেন

মার্কিন গবেষক ও ইতিহাসবিদ নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ ডেভিড লুডেন সম্প্রতি সেখানে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে উপরোক্ত মন্তব্য করে বলেন, বহু জাতিক পুঁজির প্রতিনিধি ইউরোপীয় ইউনিয়নের হাইকমিশনার এবং টুয়েস ডে ক্লাবের সদস্য ও ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ চালায়। ঢাকায় নিযুক্ত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক স্বার্থের পাহারাদার বিদেশী কূটনীতিকদের সংঘকে 'টুয়েস ডে ক্লাব' বলা হয়।

[বিদেশী গবেষকদের এই মূল্যায়ন ফেলে দেয়ার মত নয়। রাজনৈতিক দলগুলিকে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রেখে নিজেদের আখের গোছানোর উস্তাদ এই সব বিদেশীরা ইংরেজ আমলের ক্লাইভদের ন্যায় আজও দেশটাকে শোষণ করে যাচ্ছে। আর আমাদের কথিত গণতন্ত্রীরা একে অপরের বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় গেয়েই দিন কাটাচ্ছেন। আল্লাহ আমাদের উপর রহম করুন (স.স.)]

সুন্নী পুরুষ ছাড়া বাংলাদেশে কেউ পূর্ণ মানবাধিকার ভোগ করে না

-সুলতানা কামাল

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) প্রধান সুলতানা কামাল বলেছেন, বাংলাদেশে বর্তমানে সুন্নী পুরুষ ছাড়া আর কেউই সম্পূর্ণ মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারেন না। তিনি বলেন, পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে আপসের রাজনীতির কারণে মৌলবাদীরা শক্তিশালী হয়েছে। এ কারণেই দেশে নারী ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা সংবিধানে বর্ণিত সম-অধিকার থেকে বঞ্চিত।

গত ১১ জুলাই পূর্ব লন্ডনের নেদারল্যান্ডসভিত্তিক সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর ডেমোক্রেসী' (আইসিডিবি) ও 'ফোরাম ফর সেক্যুলার বাংলাদেশ' আয়োজিত এক সেমিনারে সুলতানা কামাল এসব কথা বলেন। বাংলাদেশের চলমান মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের পক্ষে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ঐ সেমিনারে আরও বক্তৃতা করেন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক শাহরিয়ার কবীর।

[কবি সুফিয়া কামালের মেয়ে সুলতানা কামালের এই উদ্ভট আবিষ্কারে আমরা হাসব না কাঁদব ভেবে পাচ্ছি না। যে দেশে ক্ষমতাসীন লোকদের কিছু অংশ ব্যতীত বলতে গেলে কেউই পূর্ণভাবে মৌলিক মানবাধিকার ভোগ করে কি-না সন্দেহ, সে দেশে কেবল সুন্নী পুরুষেরাই তাঁর চোখের বালি হ'ল! তবে তাঁর মত কিছু ক্ষমতাভোগী মহিলা নিঃসন্দেহে তা সবসময় উদারভাবে ভোগ করে থাকেন, এটা নিশ্চিত। আল্লাহ এদের হেদায়াত করুন (স.স.)]

ঢাকার যে সকল হকার্স পয়েন্টে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. মতিঝিল ২. রাজারবাগ ৩. মহাখালী ৪. সদরঘাট ৫. বলাকা (নিউমার্কেট) ৬. তেজগাঁও ৭. বাংলা মটর ৮. ক্যান্টমেন্ট ৯. মিরপুর-১ ১০. আজমপুর ১১. রামপুরা ১২. আসাদগেট ১৩. কমলাপুর ১৪. যাত্রাবাড়ী ১৫. কাঁচপুর ১৬. গাবতলী ১৭. নবাবপুর ১৮. মগবাজার ১৯. মালিবাগ ২০. চেয়ারম্যান বাড়ী (বনানী) ২১. বারীধারা (নর্দা) ২২. উত্তরা ২৩. আব্দুল্লাহপুর ২৪. আসকোনা (গাজীপুর)।

সার্বিক যোগাযোগ

মহীউদ্দীন, সার্কুলেশন ম্যানেজার
ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
১০, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইলঃ ০১৬৮১-৪৭৪৭৩৬; ০১৭২০-০৮৬১৮৬।

দৃষ্টি আকর্ষণ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে। সংগঠনের বিভিন্ন তথ্য, বইপত্র, লিফলেট, বক্তব্য, জুম'আর খুৎবা প্রভৃতি পেতে ভিজিট করুন-

www.ahlehadeethbd.org

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

বিদেশ

বিনামূল্যের ক্যান্সার হাসপাতাল

ঘনঘটাপূর্ণ পাকিস্তানের সবকিছুই যেন নেতিবাচক। তবে নেতিবাচক মধ্যে যে কিছু ইতিবাচক দিকও থাকে তার প্রমাণ বিশ্ববিখ্যাত অলরাউন্ডার ইমরান খানের ক্যান্সার হাসপাতাল। লাহোরে অবস্থিত এ হাসপাতালটির নাম 'শওকত খানম মেমোরিয়াল ক্যান্সার হাসপাতাল এবং গবেষণা কেন্দ্র'। ইমরান খানের মাতা শওকত খানম দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এই শোক ইমরান খানের ভেতর দুর্গত মানবতার সেবায় একটি অত্যাধুনিক ক্যান্সার হাসপাতাল গড়ে তোলায় অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রায় ৯০ বিঘা জমির উপর ৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে চালু হওয়া এই হাসপাতালটির অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হ'ল, এখানে ৭৫ শতাংশ রোগীকে দুরারোগ্য ক্যান্সারে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়। যে ক্যান্সার চিকিৎসায় ধনাঢ্য মানুষরা ছোটেন সিঙ্গাপুর, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে, যে ক্যান্সার চিকিৎসায় ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটিরও বেশী টাকা খরচ হয়, সেখানে ৭৫ শতাংশ রোগীকে বিনামূল্যে ক্যান্সার চিকিৎসা প্রদান সত্যিই অবিশ্বাস্য এবং অকল্পনীয় ব্যাপার।

কর্তৃপক্ষ জানান যে, এই হাসপাতাল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলে না। কোন রোগী হাসপাতালে এলে তাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করা হয় যে চিকিৎসার জন্য টাকা দেয়ার ক্ষমতা তার আছে কি-না? যদি সে বলে যে, তার ক্ষমতা আছে, তাহ'লে সে নিজ থেকে যত টাকা দেবে কর্তৃপক্ষ সেটিই গ্রহণ করবে। আর যদি বলে সে এক টাকাও দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না, তাহ'লে তাকে বিনামূল্যেই চিকিৎসা দেওয়া হয়। এছাড়া এখানে যে কোন পরিমাণ অনুদান গ্রহণ করা হয়।

কর্তৃপক্ষ জানান, লাহোরের মত আরও দু'টি ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে করাচী এবং পেশাওয়ারে। কয়েকজন চিকিৎসককে বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভের জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে। ইমরান খান ব্যক্তিগতভাবে এসব কাজের তদারকি করেন।

রাস্তায় ডিম ভাজতে মানা!

রাস্তায় ডিম ভাজবেন না। যদি ভাজতেই হয়, কড়াই বা অন্য কোন পাত্র ব্যবহার করুন। কাজ শেষে আবর্জনা ও ডিমের অবশিষ্টাংশ ময়লা ফেলার পাত্রে ফেলুন। পর্যটকদের প্রতি এমনই অনুরোধ জানিয়েছেন বিশ্বের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার স্থান যুক্তরাষ্ট্রের ডেথ ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক কর্তৃপক্ষ। দর্শনার্থীদের হাত থেকে পার্কের সৌন্দর্য রক্ষায় ও একে পরিচ্ছন্ন রাখতেই তাঁরা এই পদক্ষেপ নিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া ও নেভাডার মাঝামাঝি অবস্থিত ডেথ ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কটি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা থেকে ৮৬ মিটার নিচে অবস্থিত। এটি উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে নিচু ও শুকনো অঞ্চল। আর এখানকার তাপমাত্রা বিশ্বের সর্বোচ্চ হিসাবে ইতিমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রতিদিন প্রায় কয়েক হাযার দর্শনার্থী পার্কে বেড়াতে আসেন। তারা তাপমাত্রা পরখ করতে রোদে ডিম ভাজেন। ফলে আশপাশের পরিবেশ নোংরা হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে যত্রতত্র ফেলা ডিমের খোসাসহ অবশিষ্টাংশ পরিষ্কার করতে পার্কটির কর্মচারীদের নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। এ সমস্যা দূর করতে পার্ক কর্তৃপক্ষ রাস্তায় ডিম না ভেজে তাদের রক্ষিত কড়াই বা পাত্র ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছে এবং আহ্বান সম্বলিত প্রচারপত্র তারা ইন্টারনেটে ছেড়ে দিয়েছে।

৯/১১-এর কয়েক মাস আগেই ঘটনার পরিকল্পনা জানতেন বুশ ও চেনি!

নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র এবং পেন্টাগনে ৯/১১-র হামলা সম্পর্কে কয়েক মাস আগে থেকেই জানতেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামসফেল্ড। এ কথা ফাঁস করেছেন ৯/১১ হামলার পর মার্কিন প্যাট্রিয়টিক অ্যাক্টের আওতায় গ্রেফতার হওয়া সুসান লিন্ডর নামে সিআইএ'র এক কর্মী।

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর নিউয়র্কের টুইন টাওয়ারে হামলার পর তিনি মার্কিন কংগ্রেসের সামনে এ বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা জানানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার জবাবে খুশী না হয়ে সরকার তাকে আটক করে। লিন্ডর এখন সাহসের সঙ্গেই তার আটক এবং কারাগারে নিক্ষেপের আসল কারণ সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেছেন। তিনি দাবী করেছেন, সরকার জানত যে, ৯/১১র হামলা সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট তথ্য জানেন এবং এ কারণেই সরকার তাকে আটক করে। সম্প্রতি রাশিয়ার একটি টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রচারিত ইউটিউব ভিডিও ফুটেজে লিন্ডর বলেছেন, বুশ, চেনি ও রামসফেল্ড জানতেন ৯/১১-র হামলা সংঘটিত হ'তে যাচ্ছে। তিনি জানান, সিআইএর কন্ট্রোল অফিসার ড. রিচার্ড ফিউশ্জকে একটি লাইভ ফিড দেখতে দেখেছিলেন যাতে দেখা গেছে যে, ইসরাঈল থেকে যাওয়া বিমান বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র আঘাত হানছে। এ ঘটনায় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ২০০১ সালের ১১ সেপেটম্বর ইসরাঈল এ হামলা চালিয়েছিল এবং এটি ছিল আমেরিকার সাজানো নাটক। তারপরও এ নিয়ে এখনো বিতর্ক করা হচ্ছে।

[মুসলিম উম্মাহকে সন্ত্রাসী প্রমাণ করার জন্য মার্কিন নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ইহুদী-নাছারা চক্র হেন কাজ নেই যা করতে পারে না। ওসামা বিন লাদেনকে দোষী বানাবার জন্য এবং তাকে উৎখাতের জন্য আফগানিস্তানে হামলা চালাবার অজুহাত সৃষ্টির জন্য মার্কিন নেতারা এই নাটক সাজিয়েছিল। যাতে বহু মুসলিম কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অন্যূন ৩০০০ নিহত হয় এবং ৪০ লাখ ডলার ব্যয়ে নির্মিত এই বাণিজ্য কেন্দ্রটি ধ্বংস হয়। কিন্তু পূর্ব সংকেত থাকায় ঐদিন কোন ইহূদী কর্মচারী কাজে যায়নি এবং ইস্রাঈলী প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক সফর স্থগিত করা হয়। অতঃপর বিন লাদেনকে দায়ী করে ২০০১ সালে ৭ই অক্টোবর আফগানিস্থানে হামলা চালিয়ে তা দখল করা হয় (স.স)]

ভারতে দুর্নীতি বিশ্বে দুর্নীতির গড় মাত্রার চেয়ে দ্বিগুণ

ভারতে দুর্নীতির হার অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে এবং তা বিশ্বের দুর্নীতির গড় মাত্রার দ্বিগুণে পরিণত হয়েছে। বৈশ্বিক ক্ষেত্রে শতকরা ২৭ ভাগ জনগণ বলছেন যে তারা সরকারি চাকরি ও সেবা খাতের সুযোগ-সুবিধা নেয়ার জন্য গত ১২ মাসে ঘুষ দিয়েছেন। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে দেশটির ৫৪ শতাংশ নাগরিক বলছেন, সরকারী সুযোগ-সুবিধার জন্য তারাও এই একই কাজ করেন।

ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল পরিচালিত এক জরিপ রিপোর্টে বেরিয়ে এসেছে এই সব তথ্য। ঘুষের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে আছে দেশটির পুলিশ বিভাগ। ঘুষের ৬২ শতাংশ পান তারা।

[পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত। তাই বৃহত্তম দুর্নীতির দেশ হওয়াটাই তাদের জন্য প্রাপ্য (স.স.)]

লোকসভা ও মুম্বাই হামলা চালিয়েছিল ভারত সরকার!

ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই'র বিশেষ তদন্ত কারী দলের এক সদস্য জানিয়েছেন, কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী নয় বরং ভারত সরকারই দেশটির পার্লামেন্ট এবং ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলা চালিয়েছিল। ভারতের ইংরেজি দৈনিক টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় চাঞ্চল্যকর এ খবর প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারী আরভিএস মানি দেশটির সুপ্রিমকোর্টে এক লিখিত জবানবন্দীতে বলেছেন, সিবিআই-এসআইটি দলের সাবেক সদস্য সতীশ ভার্মা তাকে বলেছেন, সন্ত্রাসবিরোধী কঠোর আইন প্রণয়নের স্বার্থে ভারত সরকারই এ দু'টি হামলা চালিয়েছে। এ সন্ত্রাসী হামলায় ১১ জন নিহত হয়। এই হামলার পর ভারত সরকার বহু বিতর্কিত সন্ত্রাসবিরোধী আইন 'পোটা' অনুমোদন করে। ঐ আইনে সন্দেহভাজন যে কোনো ব্যক্তিকে আটক করে তাকে বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখার ক্ষমতা দেয়া হয় নিরাপত্তা বাহিনীকে। ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার পর ঐ কালা-কানুনে সংস্কার এনে সেটিকে আরো কঠোর করা হয়।

'পোটা'র আওতায় গ্রেফতার হন শত শত সন্দেহভাজন মুসলমান, যারা বছরের পর বছর ধরে কারাগারে আটক রয়েছেন। লোকসভায় চালানো ঐ হামলার দায়ে কয়েক মাস আগে কাশ্মীরের অধিবাসী আফযাল গুরুকে ফাঁসী দেয়া হয়। ভারতের গুজরাট রাজ্যে ২০০৪ সালের জুন মাসে সাজানো এনকাউন্টারে ১৯ বছর বয়সী মুসলিম ছাত্রী ইশরাত জাহান হত্যা মামলার শুনানীতে এ চাঞ্চল্যকর জবানবন্দী দেন ঐ ভারতীয় কর্মকর্তা।

[আল্লাহভীতিহীন শাসকরা কত নিকৃষ্ট হ'তে পারে, তার সাম্প্রতিক বড় প্রমাণ হ'ল মার্কিন ও ভারতীয় প্রশাসন। উভয় প্রশাসনের লক্ষ্য হ'ল মুসলমানদের ধ্বংস করা। আল্লাহ তুমি এদের উপর তোমার কঠোর শাস্তি নামিয়ে দাও (স.স.)]

মাসিক আত-তাহরীক-এর নতুন গ্রাহক চাঁদা

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ

এতদ্বারা মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সম্মানিত গ্রাহকদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, নিয়মিত প্রকাশনার ১৬ বছর পেরিয়ে আপনাদের প্রিয় আত-তাহরীক আগামী অক্টোবর'১৩ মাসে ১৭তম বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।* এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করেছি। কিন্তু পত্রিকার সার্বিক খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদেরকে মূল্য বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। কারণ কাগজ, কালি, ছাপা, বাঁধাই ও ফিল্ম খরচ বেড়েছে অনেকগুণ। ডাক মাশুলও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে **'আত-তাহরীক'** সংরক্ষণের সুবিধার্থে আগামী অক্টোবর'১৩ থেকে সাদা কাগজে ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে পত্রিকার সার্বিক খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাহক চাঁদা বাড়াতে হচ্ছে।

নতুন বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	৩০০/= (ষাণ্মাসিক ১৬০)	--
সার্কভুক্ত দেশ সমূহ	১৪৫০/=	৮০০/=
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৮০০/=	১১৫০/=
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	২১০০/=	১৪৫০/=
আমেরিকা মহাদেশ	২৪৫০/=	১৮০০/=

টাকা পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর

মাসিক **আত-তাহরীক**, ০০৭১২২০০০০১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোন : ৮৮-০৭২১-৮৬১৩৬৫, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০, ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯ (বিকাশ)।

মুসলিম জাহান

গাজার ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে মিসর

মিসর সরকার দেশটি থেকে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা অভিমুখী ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গগুলো বন্ধ করে দেয়ার পদক্ষেপ জোরদার করেছে। এসব টানেল দিয়ে নিজেদের প্রাত্যহিক চাহিদা মেটায় গাজাবাসী। ২০১১ সালের গণবিপ্লবের পর মোহাম্মাদ মুরসির নেতৃত্বে ইসলামপন্থী সরকার ক্ষমতায় আসার পর গাজাবাসী মনে করেছিল, তাদের ওপর আরোপিত অবরোধের যুগ হয়তো শেষ হতে চলেছে। গাজাবাসীর আশা ছিল, তাদেরকে আর ভূগর্ভস্থ টানেল নয়, বরং মিসরের সঙ্গে রাফাহ ক্রসিং দিয়েই তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। উপরন্তু এবার মুবারক সরকারের মতো মুরসি সরকারও এসব টানেল বন্ধ করে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ফিলিস্তিনি সূত্রগুলো বলছে, টানেল বন্ধ করে দেয়ার ফলে অবরুদ্ধ গাজায় তেল ও সিমেন্টের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে।

[জি! আমেরিকার বিশ্বস্ত মুরসি তার বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন এবং বিশ্বের বৃহত্তম কারাগার গাজাবাসীর সর্বনিম্ন সুযোগটুকুও বন্ধ করে দিয়েছেন। লিবারেল মোবারকের চাইতে ইসলামপন্থী মুরসি ইসলাম ও মুসলিমের স্বার্থের বিরুদ্ধে আরেক কাটা বেশী হবেন, এ ভবিষ্যদ্বাণী আমরা মুরসি ক্ষমতায় আসার পর আগস্ট'১২ 'দিশারী' কলামে করেছিলাম (স.স.)]

মিসরে সেনা ক্যু : প্রেসিডেন্ট মুরসির বিদায়

মিসরের ইতিহাসে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসিকে সরিয়ে দিয়েছে সেদেশের প্রভাবশালী সেনাবাহিনী। একই সঙ্গে দেশের সংবিধান স্থগিত করে প্রধান বিচারপতি আদলি মানছূরকে প্রেসিডেন্ট এবং মোবারক সরকারের সাবেক অর্থমন্ত্রী হাযেম আল-বেবলায়ীকে প্রধানমন্ত্রী, এবং এল বারাদীকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের চেষ্টা চলছে। আর মুরসি সহ ব্রাদারহুডের উর্ধ্বতন কিছু নেতাকে অজ্ঞাত স্থানে বন্দী রাখা হয়েছে এবং আরো ৩০০ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। এছাড়া আগামী বছরের জানুয়ারীতে পার্লামেন্ট নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন নতুন প্রেসিডেন্ট আদলি মানছূর।

উল্লেখ্য, গত ৬০ বছর কার্যত সেনাবাহিনীই মিসর শাসন করেছে। ২০১১ সালে তাহরীর স্কয়ারে বিশ্ব কাঁপানো এক বিপ্লবে পতন ঘটে সেনাশাসক হোসনী মোবারকের এবং ক্ষমতায় আরোহণ করেন প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসি। অতঃপর ঠিক এক বছরের মাথায় নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করায় সেনাবাহিনীর পক্ষে বাঁধভাঙা উল্লাসে মেতে উঠেছে মিসরের জনগণ। এদিকে ঘটনার পর মুরসির দল মুসলিম ব্রাদারহুড এই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে এসেছে এবং সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে এ পর্যন্ত শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে।

[ইসলামের লেবাস পরে গণতন্ত্রী সাজতে গিয়ে মুরসি ও তার দল একূল-ওকূল দু'কূল হারালো। মর্কিন আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষমতায় এলেও তাদের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় তাদেরই পোষ্য সেনাবাহিনী ও বিরোধী দলীয় নেতাদের মাধ্যমে মুরসিকে সুকৌশলে বিদায় করা হ'ল। অথচ গণতান্ত্রিক বিশ্ব নীরব। ইসলামপন্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি? (স.স.)]

গ্যাস মজুদের দিক থেকে ইরান বিশ্বে এক নম্বর

ইরানেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশী গ্যাসের মজুদ রয়েছে। ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় জ্বালানি কোম্পানি বিপি তার এক রিপোর্টে এ কথা ঘোষণা করেছে। বিপি'র এ রিপোর্টের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের গ্যাস জায়ান্ট রাশিয়াকে পেছনে ফেলে গ্যাস-সমৃদ্ধ এক নম্বর দেশে পরিণত হলো ইরান। বিপি'র রিপোর্ট অনুযায়ী, ইরানে সর্বোচ্চ ৩৩.৬ ট্রিলিয়ন ঘন মিটার গ্যাসের মজুদ রয়েছে। আর রাশিয়াতে রয়েছে ৩২.৯ ট্রিলিয়ন ঘন মিটার গ্যাসের মজুদ। গত বছর রাশিয়ার মজুদের পরিমাণ বলা হয়েছিল ৪৪.৬ ট্রিলিয়ন ঘন মিটার। বিপি'র রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১২ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বে গ্যাসের মোট মজুদ রয়েছে ১৮৭.৩ ট্রিলিয়ন। বিপি'র নতুন হিসাব মতে, ইরান ও ইরাকের তেল মজুদের পরিমাণও কয়েক বিলিয়ন ব্যারেল বেড়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরী হ'ল কম্বাইন্ড হারভেস্টার

একসঙ্গে ধানকাটা, মাড়াই, ঝাড়া ও বস্তাবন্দী করার যন্ত্র তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন দিনাজপুরের ফুলবাড়ীর কৃষক আনোয়ার হোসেন (৫০)। যন্ত্রটি দিয়ে এ বছর দিনাজপুরের কয়েকটি এলাকায় বোরো ধান কেটে ঘরেও তুলেছেন কৃষকেরা। যন্ত্রটি 'কম্বাইন্ড হারভেস্টার' নামে পরিচিত। এতে ধান কাটায় প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় সময় ও খরচ অনেক কম লাগে। আর মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে অনেক ধানের অপচয়ও হয় না।

কৃষক যাকির হায়দার বলেন, যন্ত্রটি দিয়ে দেড় ঘণ্টারও কম সময়ে এক একর জমির ধান কাটা-মাড়াই-ঝাড়া ও বস্তায় ভরা যাচ্ছে। টাকা দিতে হচ্ছে সাড়ে তিন হাজার। যন্ত্রটি ভাড়ায় নেওয়ার জন্য তার মত অনেক কৃষকই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। কারণ শ্রমিক দিয়ে কাজ করালে টাকাও দ্বিগুণ লাগে, ধানেরও অপচয় হয়। তাছাড়া শ্রমিকও পাওয়া যায় না। কিন্তু এ যন্ত্রে অপচয়ের বালাই নেই। তিনি ১৫ দিন আগে যোগাযোগ করে যন্ত্রটি ভাড়া পেয়েছেন।

যন্ত্রটির নির্মাতা আনোয়ার হোসেন জানান, এই প্রথম দেশীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে কম্বাইন্ড হারভেস্টার তৈরি করা হলো। কোরিয়ার তৈরি হারভেস্টারের চেয়ে তাঁর তৈরি যন্ত্রে কৃষকের অর্ধেকেরও বেশী টাকা সাশ্রয় হবে। কোরিয়ার যন্ত্রটির দাম প্রায় ২৯ লাখ টাকা হলেও তাঁর খরচ হয়েছে সাড়ে ছয় লাখ টাকা। তবে যন্ত্রটি আরও দক্ষ, টেকসই করতে হলে খরচ হবে মোট প্রায় নয় লাখ টাকা।

কোরিয়ার কম্বাইন্ড হারভেস্টার দিয়ে এক একর জমির ধান কাটা-মাড়াই-ভাড়া ও বস্তায় ভরতে সময় লাগে এক ঘণ্টা ২০ মিনিট। ডিজেল লাগে ১৫-১৬ লিটার। যন্ত্রটির গতি কম হওয়ায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিতে আলাদা গাড়ি লাগে। খুচরা যন্ত্রাংশ সহজে পাওয়া যায় না। বড় শহরে পাওয়া গেলেও দাম বেশি। কিন্তু আনোয়ারের তৈরি কম্বাইন্ড হারভেস্টারে একই পরিমাণ জমির কাজে সমান সময় লাগলেও ডিজেল খরচ পাঁচ-ছয় লিটার। গতি বেশী হওয়ায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সহজেই নেওয়া যায়। ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশও সহজলভ্য। তিন দিন প্রশিক্ষণ দিলে যে কেউ এই যন্ত্র চালাতে পারেন।

সময় বাঁচানোর রুটির যন্ত্র লাইবা রুটি মেকার

গৃহস্থালি কাজে সাহায্য করতে দ্রুত রুটি বানাতে নতুন এক ধরনের যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন মাগুরার হুমায়ুন কবীর। এই যন্ত্র দিয়ে মিনিটে এক সঙ্গে ১০/১৫টি রুটি বানানো যায়। উদ্ভাবক এর নাম দিয়েছেন 'লাইবা রুটি মেকার'। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রুটি বানানোর জন্য এক ধরনের ফুডপেপার (ইংল্যান্ড অথবা জাপান থেকে আমদানি করা) দিয়ে যন্ত্রটি মোড়ানো হয়। এতে খাবার স্বাস্থ্যসম্মত থাকে। এ কাঠযন্ত্রের সাহায্যে সিদ্ধ আটার রুটি, ময়দা লুচি, সিদ্ধ চালের গুড়ার রুটি, সবজি রুটি, দিল্লিকা-রোটি, এগ-পরোটা, কিমা পরোটা, কলিজার রুটি, মাসকলাই ডালের রুটি, বার্লি রুটি, তাল রুটিসহ বিভিন্ন ধরনের রুটি সহজেই তৈরি করা যায়।

তবে কাঁচা আটার রুটি তৈরি করতে গেলে রুটি পেপারের ওপর এক/দুই ফোঁটা তেল ব্যবহার করতে হয়। এ যন্ত্রের বিশেষত্ব হচ্ছে, এক মিনিটের মধ্যে প্রায় ১০ থেকে ১৫টি রুটি তৈরি করা যাবে।

উদ্ভাবক হুমায়ুন কবীর জানান, বাজারে ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিক মেশিন আছে। তবে তা ব্যবহারে হাতে বানানো রুটির মতো স্বাদ ও মান থাকে না। এছাড়া তাতে সিদ্ধ আটার রুটি হয় না।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ'১৩

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ'১৩ গত ১৩-১৪, ২০-২১ ও ২৭-২৮ জুন রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন বৃহস্পতিবার সকাল ৮-টায় শুরু হয়ে ২য় দিন শুক্রবার জুম'আ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকে। ১ম ব্যাচে গত ১৩-১৪ জুন অংশগ্রহণকারী যেলা সমূহ ছিল- নাটোর, সিরাজগঞ্জ, পিরোজপুর, গাযীপুর, যশোর, ঝিনাইদহ, জয়পুরহাট, বগুড়া, ও দিনাজপুর-পশ্চিম। ২য় ব্যাচে ২০-২১ জুন অংশগ্রহণকারী যেলা সমূহ ছিল- খুলনা, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া-পূর্ব, কুষ্টিয়া-পশ্চিম, মেহেরপুর, রাজবাড়ী, পাবনা, জামালপুর-উত্তর, জামালপুর-দক্ষিণ, টাঙ্গাইল ও দিনাজপুর-পূর্ব। ৩য় ব্যাচে ২৭-২৮ জুন অংশগ্রহণকারী যেলা সমূহ ছিল- ঢাকা, নরসিংদী, সাতক্ষীরা, রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, গাইবান্ধা-পূর্ব, গাইবান্ধা-পশ্চিম, রংপুর, লালমণিরহাট, নীলফামারী ও কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ। সংশিষ্ট যেলাসমূহের বাছাইকৃত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য, সাধারণ পরিষদ সদস্য ও অগ্রসর প্রাথমিক সদস্যগণ প্রশিক্ষণে যোগদান করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী ও হাফেয লুৎফর রহমান প্রমুখ। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। প্রশিক্ষণের আকর্ষণীয় পর্ব ছিল উপস্থিত বক্তৃতা, যা প্রত্যেক ব্যাচেই প্রথম দিন বাদ এশা আমীরে জামা'আতের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের বিষয়গুলিকেই উপস্থিত বক্তৃতার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। এতে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তির কারণে উক্ত বিষয়টি প্রশিক্ষণার্থীদের যেমন রপ্ত হয়ে যায়, তেমনি যারা বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত নন তাদের মধ্যেও বক্তৃতাদানের স্পৃহা সৃষ্টি হয়। সমাপনী অধিবেশনে জুম'আর আগ পর্যন্ত মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ও বিদায়ী নছীহত পেশ করেন। অতঃপর প্রশিক্ষণ সম্পাদক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে র‍্যালী

হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ৭ জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকার উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে এক র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। হাটগাঙ্গোপাড়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ থেকে শুরু হয়ে বাজারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও রাস্তা প্রদক্ষিণ করে পুনরায় মসজিদে এসে র‍্যালীটি সমাপ্ত হয়। এ সময় সংগঠনের পক্ষ হ'তে জনগণের প্রতি ৬ দফা আহ্বান সম্বলিত প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। র‍্যালী শেষে হাটগাঙ্গোপাড়া বাজার মসজিদে মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম, রাজশাহী-উত্তর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন ও হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা যিলুর রহমান প্রমুখ।

বগুড়া ৭ জুলাই রবিবার : অদ্য বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় 'সোনামণি' বগুড়া যেলার উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে এক র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহ্যবাহী আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠ হ'তে শুরু করে র‍্যালিটি বিশেষ বিশেষ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহরের প্রাণকেন্দ্র সাতমাথায় এসে পথসভায় মিলিত হয়। উক্ত পথসভায় বক্তব্য রাখেন, 'সোনামণি' বগুড়া যেলার প্রধান উপদেষ্টা ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম, উপদেষ্টা ও যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি জনাব আব্দুস সালাম এবং সোনামণি বগুড়া যেলার পরিচালক আব্দুস সালাম বিন আব্দুর রহীম প্রমুখ। র‍্যালিতে যেলার দশটি মাদরাসার পাঁচ শতাধিক সোনামণি অংশগ্রহণ করে। এ সময় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ, সংশিষ্ট মাদরাসার শিক্ষকবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক সুধীও যোগদান করেন। র‍্যালিতে মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষা করুন, দিনের বেলা হোটেল-রেস্তোঁরা বন্ধ রাখুন, খাদ্যে ভেজাল দেওয়া থেকে বিরত থাকুন ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখুন ইত্যাদি দাবী সম্বলিত ফেস্টুন শোভা পায়। বিশাল এই র‍্যালিটি শহরের সর্বস্তরের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তাবলীগী সভা

জয়রামপুর, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ২৯ জুন শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব চুয়াডাঙ্গা যেলার দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর ডাক্তার পাড়াস্থ ফোরকানিয়া মাদরাসায় এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব এ.কে.এম. গোলাম সাকলাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আলী। অনুষ্ঠানে নতুন আহলেহাদীছগণ সহ স্থানীয় বহু লোকজন উপস্থিত ছিলেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও বাদ মাগরিব থেকে রাত ১০-টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে।

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলের মালদ্বীপ সফর

গত ৫ ও ৬ জুলাই ২০১৩ রোজ শুক্র ও শনিবার মালদ্বীপের রাজধানী মালের 'ইস্কিন্দার' ও 'হিরিয়া' স্কুল অডিটোরিয়ামে প্রবাসী বাংলাদেশী আহলেহাদীছদের উদ্যোগে দু'টি ইসলামী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ ও দারুল ইফতা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সাবেক ঢাকা যেলা সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। উভয় সম্মেলনে সহস্রাধিক প্রবাসী বাঙালী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। দু'দিনের সফরে তাঁরা মালদ্বীপের শিক্ষামন্ত্রী জনাব শাহীম আলী সাঈদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' গ্রন্থদ্বয়ের ইংরেজী অনুবাদ হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করেন। ৭ই জুলাই রাত ৯টায় তাঁরা ঢাকা ফিরে আসেন। অনুষ্ঠানের আয়োজক কমিটির অন্যতম ফয়ছাল আহমাদ বলেন, সম্মেলন আশাতীতভাবে সফল হয়েছে এবং প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। সম্মেলন শেষে শরীফ আহমাদ (নরসিংদী)-কে সভাপতি এবং কামরুল হাসান বিপ্লব (ফরিদপুর)-কে সাধারণ সম্পাদক করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন মালদ্বীপ শাখা' গঠন করা হয়।

যুবসংঘ

জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হও

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ জুলাই : অদ্য ৫ই রামাযান সোমবার বাদ আছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে সভাপতির ভাষণে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ছাত্রদের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল জ্ঞানের বিকাশ কেন্দ্র ও মেধার লালন ক্ষেত্র। কিন্তু মানুষের জ্ঞান চূড়ান্ত সত্যের মানদণ্ড নয়। আর সেকারণ মানব জাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ অহি-র বিধান সমূহ প্রেরণ করেছেন। যারা সেই বিধান সমূহ কবুল করেছে ও তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তারাই মুসলিম। আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা কাফির। সত্য ও মিথ্যার এ দ্বন্দ্ব চিরন্তন। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন তার ব্যতিক্রম নয়। এ অঙ্গনে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়, তা সবারই জানা আবশ্যক। তারা চায় ছাত্রদের সার্বিক জীবন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী গড়ে তুলতে। পরকালীন মুক্তির জন্যই তারা সেটা চায় এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী দাওয়াতের মাধ্যমে তারা সেটা চায়। এর বিকল্প অন্য কোন তরীকা ইসলামে নেই। বর্তমান যুগে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্য নিয়ে যেসব দল ও সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে কাজ করছে, তাদের সাথে আহলেহাদীছ যুবসংঘের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, রাজনীতি সচেতনতা ভাল। কিন্তু অতি রাজনৈতিকতা ভাল নয়। তিনি বলেন, নিয়ন্ত্রিত জীবনই সফল জীবন, আল্লাহভীতি ব্যতীত যা অর্জন করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, হে প্রিয় ছাত্রগণ! তোমরা লোকদের ক্ষমতার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ো না। তোমরা আমতলা ছেড়ে লাইব্রেরীমুখী হও। জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হও! তোমরা ছোট-বড় সকল পাপ বর্জন কর ও কবীরা গোনাহ হতে তওবা কর। তোমাদের জীবন সুন্দর ও সুখময় হবে ইনশাআল্লাহ।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ইমেরিটাস এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ডক্টরেট থিসিসের মাননীয় সুপারভাইজর প্রফেসর ড. এ.কে.এম ইয়াকুব আলী। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর আহমাদ যহীরুল ইসলাম, আইন ও বিচার বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম, ক্রপ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এ.কে.এম আব্দুল বারী, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (সাধারণ) মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মেছবাহুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ সহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ। হরতাল থাকা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে আশাতিরিক্ত ছাত্র ও সুধী সমাগম ঘটে এবং খুবই সুন্দরভাবে মাহফিল সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত একটি ছাত্র সংগঠনের নাম। যারা ক্যাম্পাসে ছাত্রদের মাঝে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াতী কাজ করে থাকে এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে থাকে। তবে সাংগঠনিক ব্যানারে ক্যাম্পাসে আয়োজিত বড় কোন ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের এটাই ছিল প্রথম আগমন। যা সকলের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া উপযেলার চান্দা শাখার সভাপতি আব্দুর রশীদ ঢালী (৬৫) গত ২৮ মে মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩-টার সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।* মৃত্যুকালে তিনি ৫ পুত্র, ৪ কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন বুধবার বাদ যোহর মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা)-এর ইমামতিতে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় ও পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সেক্রেটারী মাওলানা আলতাফ হোসাইন সহ এলাকা ও উপযেলা সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ জানাযায় উপস্থিত ছিলেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪০১) : রাসূল (ছাঃ) খারেজীদেরকে 'জাহান্নামের কুকুর' বলেছেন। এর ব্যাখ্যা কী?

-আবুবকর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : হযরত আবু আওফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْخَوَارِجُ كِلاَبُ النَّارِ 'খারেজীরা জাহান্নামের কুকুর' *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৩, সনদ ছহীহ)*।

হাদীছটির ব্যাখ্যায় ফায়যুল ক্বাদীর শরহ ছহীহুল জামে'-এর প্রণেতা আল্লামা মানাভী বলেন, খারেজীদের 'জাহান্নামের কুকুর' বলার কারণ হ'ল, তারা ইবাদতে অগ্রগামী ও তৎপর। কিন্তু তাদের অন্তর বক্রতাপূর্ণ। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তারা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এমনকি তাওহীদের অনুসারীদেরকে বড় কোন অপরাধ করলেই তারা 'কাফের' ঘোষণা করে। তারা পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলোকে যথেচ্ছ অপব্যাখ্যা করে। অপরদিকে মুমিনের বৈশিষ্ট্য হ'ল, তারা অপরের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, মানুষের প্রতি দয়া করে, মানুষের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা ও অনুগ্রহ কামনা করে। অথচ বিভ্রান্ত খারেজীরা মানুষের মর্যাদাহানি করে, লজ্জিত করে, অবশেষে নিজেরাও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এটা কুকুরের বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ। যেহেতু তারা আল্লাহ্র বান্দাদের উপর কুকুরের মত আগ্রাসী হয় এবং তাদের প্রতি তুচ্ছজ্ঞান ও শত্রুতার ভাব নিয়ে তাকায়, তাই তারা তাদের কৃতকর্মের দরুণ জাহান্নামে প্রবেশকালে কুকুরের মত আকৃতি লাভ করবে, যেমনভাবে তারা ছিল দুনিয়ার বুকে আহলে সুন্নাতের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণে কুকুরের স্বভাববিশিষ্ট' *(ঐ, ৩/৫০৯; মিরক্বাত ১১/১৪১ পৃঃ)*।

একইভাবে আবু গালিব বলেন, একদা আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) দামেশক মসজিদের সদর রাস্তায় খারেজীদের কতগুলো ঝুলন্ত মাথা দেখলেন। তখন তিনি বললেন, এরা হ'ল জাহান্নামের কুকুর। আসমানের নীচে এরা সবচেয়ে মন্দ নিহত। আর যারা এদের হত্যা করেছে তারা সবচেয়ে উত্তম। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পড়লেন, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ 'সে দিন কতক মুখ হবে সাদা আর কতক মুখ হবে কালো' *(আলে ইমরান ১০৬)*। এ সময় আবু উমামাকে বলা হল, আপনি কি কথাগুলো আল্লাহ্র রাসূল হ'তে শুনেছেন? তিনি বললেন, একবার দু'বার তিন বার নয়, বরং গুণে গুণে সাত বার শুনেছি। আমি তাঁর নিকট হতে না শুনলে আপনাদের বলতাম না' *(তিরমিযী হা/৩০০০; ইবনে মাজাহ হা/১৭৬; মিশকাত হা/৩৫৫৪, সনদ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য যে, বিদ'আতীরা জাহান্নামের কুকুর বলে যে বর্ণনা এসেছে, তা যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২৭৯২)*।

প্রশ্ন (২/৪০২): শরী'আতের বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে সালাফী আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য দেখা যায়। সাধারণ মানুষ কিভাবে অনুসরণ করবে?

-রফীক, ধনবাড়ী, টাংগাইল।

উত্তর : প্রথমতঃ দলীল-প্রমাণসহ ফৎওয়া জেনে নিবে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হ'ল, যারা জানে না তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অভিজ্ঞ আলেমদের নিকট থেকে জেনে নিবে *(নাহল ৪৩-৪৪)*। ছাহাবীগণ একটি বিষয় একাধিক ছাহাবীর কাছে জানতেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১১৫)*। পরস্পরের নিকট দলীলও চাইতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৫৪)*। দ্বিতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম যেভাবে দলীল বুঝেছেন ঐভাবে গ্রহণ করতে হবে। মন মত বুঝলে চলবে না। তৃতীয়তঃ দ্বিমত দেখা দিলে কোনটি ছহীহ দলীলের নিকটবর্তী সেটা গ্রহণ করতে হবে। চতুর্থতঃ ফৎওয়াটি কোন পর্যায়ের তা দেখে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন (৩/৪০৩): লায়লাতুল ক্বদরের লক্ষণ কি কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলে-ইমরান
দাউদপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : লায়লাতুল ক্বদরের বাহ্যিক কোন নিদর্শন নেই। হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের খবর দিয়েছেন যে, 'ঐদিন সূর্য উঠবে, কিন্তু আলোকচ্ছটা থাকবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৮৮)*। এর উপরে ভিত্তি করে অনেক বিদ্বান লায়লাতুল ক্বদর নির্দিষ্ট করেছেন। অথচ ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) প্রমুখাৎ বুখারী বর্ণিত হাদীছে এর ব্যাখ্যা এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে লায়লাতুল ক্বদর সম্পর্কে খবর দেবার জন্য বের হ'লেন। তখন দু'জন মুসলিম তাঁর সামনে এসে গেল। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে ক্বদরের রাত্রি সম্পর্কে খবর দেবার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুকের সাথে দেখা হয়ে গেল। ফলে সেটা আমার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হ'ল (অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণের কথাটা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হ'ল)। সম্ভবতঃ এটা তোমাদের জন্য ভাল হ'ল *(বুখারী হা/২০২৩; মিশকাত হা/২০৯৫)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, হাদীছের ব্যাখ্যা এটাই হ'তে পারে যে, তিনি বের হয়েছিলেন কেবল ঐ বছরের লায়লাতুল ক্বদর নির্দিষ্ট করে বলার জন্য' *(তাফসীর ইবনে কাছীর)*। অতএব বাহ্যিক নিদর্শন দেখে লায়লাতুল ক্বদর নির্দিষ্ট করার কোন সুযোগ নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে লায়লাতুল ক্বদর সন্ধান কর' *(বুখারী হা/২০১৭; মিশকাত হা/২০৮৩)*।

প্রশ্ন (৪/৪০৪): জনৈক ব্যক্তি সূরা ক্বদর পাঠের অনেক ফযীলত বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন, যে ব্যক্তি ওযূ করার পর তা তিন বার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে নবীগণের সাথে পুনরুত্থিত হবে। এটা কি সঠিক?

-আব্দুল কুদ্দূস
বহদ্দার হাট, চট্টগ্রাম।

উত্তর : সূরা ক্বদর-এর ফযীলতের প্রমাণে অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। কিন্তু ওযূ করার পর পাঠের ফযীলত সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে তা ভিত্তিহীন *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৮; আজলূনী, কাশফুল খাফা হা/২৫৬৬)*।

প্রশ্ন (৫/৪০৫): টিউমারযুক্ত ছাগল টিউমার অপসারণ করে কুরবানী করা বৈধ হবে কি? না কি এটা খুঁৎ বলে গণ্য হবে?

-ডাঃ আহসান, ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : কুরবানীর পশু ক্রয়-এর ব্যাপারে যেসব বিষয়গুলো লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে টিউমার তার অন্তর্ভুক্ত নয়। *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৬৩)*। তাই টিউমারসহ কুরবানী করা যায়।

প্রশ্ন (৬/৪০৬): জিনদের নিকটে কোন নবীর আগমন ঘটেছে কি? মুমিন জিনেরা কোন্ নবীর অনুসরণ করে?

-আব্দুল মুমিন, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : জিনদের নিকটে কোন নবী এসেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুমিন জিনেরা আমাদের নবীর অনুসরণ করে। আল্লাহ বলেন, 'জিনেরা বলল, আমরা যখন পথ নির্দেশক বাণী শুনলাম তখন তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম' *(জিন ১৩)*। একটি বড় হাদীছে বলা হয়েছে, জিনেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কুরআন তেলাওয়াত শুনে কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছিল *(বুখারী হা/৪৯২১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি সকল সৃষ্টি জগতের প্রতি প্রেরিত হয়েছি *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৮)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবীগণের উপর ও আসমানবাসীর উপর মর্যাদা দান করেছেন। তিনি তাঁকে সকল মানুষের প্রতি প্রেরণ করেছেন *(সাবা ৩৪/২৮)*। অতঃপর তাঁকে জিন ও ইনসানের প্রতি প্রেরণ করেছেন' *(মুক্বাদ্দামা দারেমী হা/৪৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৭৭৩)*।

প্রশ্ন (৭/৪০৭) : বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির অসুস্থতার কারণে অনাদায়ী ছিয়ামের কাফফারা দেশে অবস্থানরত তার ভাই নিজ সম্পদ থেকে আদায় করে দিতে পারে কি?

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : কোন ব্যক্তির অসুস্থতার কারণে তার ছিয়ামের কাফফারা যে কোন ব্যক্তি আদায় করতে পারে। একজনের যিম্মাদারী অন্যজন নিতে পারে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৩৭; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৭)*। রাসূল (ছাঃ) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা পড়াতেন না। তবে অন্য কেউ যিম্মাদারী নিলে জানাযা পড়াতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯০৯)*।

প্রশ্ন (৮/৪০৮): কবরস্থানের পাশে জানাযার ছালাতের জন্য নির্ধারিত স্থানে মাইয়েতকে রাখার জন্য পৃথকভাবে ছাউনী নির্মাণ করা যাবে কি?

-আমীনুল ইসলাম
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : উক্ত মর্মে রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (৯/৪০৯): স্বপ্নে মৃত কোন ব্যক্তিকে কষ্টে থাকতে দেখলে করণীয় কি?

-সজীব, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত ব্যক্তির জন্য শরী'আতে কোন করণীয় বিধান নেই। সমাজে স্বপ্ন দেখে দান-খয়রাত করার যে প্রথা চালু আছে তা বিদ'আত। এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে। সাধারণভাবে মৃত ব্যক্তির মাগফেরাতের জন্য দো'আ করবে এবং ছাদাক্বা করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০)*।

প্রশ্ন (১০/৪১০): পত্র-পত্রিকায় সংবাদের প্রয়োজনে যেসব ছবি ছাপানো হয় তা কি শরী'আত সম্মত? যদি না হয় তবে এসব পত্রিকা ক্রয় করা বা পাঠ করা যাবে কি?

-আব্দুল কাদের, রাজশাহী।

উত্তর : বাধ্যগত অবস্থা না হ'লে পত্র-পত্রিকায় প্রাণীর ছবি ছাপানো উচিৎ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ যা তোমাদের উপর হারাম করেছেন তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তবে তোমাদেরকে বাধ্য করা হ'লে তোমরা হারাম বস্তুও আহার করতে পার' *(আন'আম ১১৯)*। অবশ্যই প্রাণীর ছবি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। ছবিপূর্ণ পত্রিকা ক্রয় করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কিনলে এগুলো এমন স্থানে রাখতে হবে যেখানে মানুষের চোখ পড়ে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঐ ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর অথবা (প্রাণীর) ছবি থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৮৯)*।

প্রশ্ন (১১/৪১১) : মাথা ন্যাড়া করা কি জায়েয? স্থায়ীভাবে মাথা ন্যাড়া রাখতে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

- আফযাল, শেফিল্ড, ইংল্যাণ্ড।

উত্তর : স্থায়ীভাবে মাথা ন্যাড়া করা যাবে না। এটা খারেজীদের একটি বৈশিষ্ট্য *(বুখারী হা/৭৫৬২; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৫৪৩)*। তবে সাময়িক কারণে মাথা ন্যাড়া করা যায় *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৬৩)*। ওমরা ও হজ্জ করার পর মাথা ন্যাড়া করার অথবা চুল খাটো করার বিধান রয়েছে *(ফাৎহ ৪৮/২৭; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৪৮)*। উল্লেখ্য যে, চুলের গোড়ায় নাপাকি থাকবে মনে করে অনেক মুরব্বী সর্বদা মাথা ন্যাড়া করে রাখেন। আর দলীল হিসাবে আলী (রাঃ)-এর নামে বর্ণিত একটি হাদীছ পেশ করেন, যার সনদ যঈফ *(আবুদাঊদ হা/২৪৮ ও ২৪৯; মিশকাত হা/৪৪৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৩০ ও ৩৮০১)*।

প্রশ্ন (১২/৪১২) : মৃতের জন্য দ্রুত দাফন করার বিধান থাকা সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ)-এর দাফন মৃত্যুর দু'দিন পরে সম্পন্ন হওয়ার কারণ কি?

-আব্দুল্লাহ, তেরখাদা, খুলনা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) সোমবারে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর মঙ্গলবার সারাদিন তাঁর জানাযা চলে দশ জন করে ঘরের ভিতরে গিয়ে। ফলে দিন শেষে বুধবার দিবাগত রাতে তাঁর দাফনকার্য সম্পন্ন হয় *(আর-রাহীক্ব ৪৭১-৭২)*। বিলম্বের কারণ হ'ল, খলীফা নির্বাচনে মতপার্থক্য হওয়া। তবে ছাহাবায়ে কেরাম সোমবার সন্ধ্যার পূর্বেই খলীফা নির্বাচন সম্পন্ন করেন *(ঐ)*।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : আমি উকিলের সহকারী হিসাবে কাজ করি। এখানে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লেখালেখি করতে হয়। আমার এ পেশা কি হালাল?

-আফসার, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : উক্ত পেশা মৌলিকভাবে হারাম নয়। তবে এর মাধ্যমে যদি অন্যায় কর্মে সহযোগিতা করা হয়, তাহ'লে গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা হবে। আর আল্লাহ তা'আলা গুনাহের কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ২)*। উপ মহাদেশে প্রচলিত আইন সমূহের অধিকাংশ কুরআন ও হাদীছের বিরোধী। তাই মুসলিম আইনজীবী ও আইন প্রণেতাদের উচিত এগুলি পরিবর্তনে সচেষ্ট হওয়া। কেননা আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ সৎ সুফারিশ করবে, সে তার অংশ পাবে এবং যে কেউ মন্দ সুফারিশ করবে, সে তার অংশ প্রাপ্ত হবে। আর আল্লাহ হ'লেন সকল বিষয়ে শক্তি দাতা' *(নিসা ৪/৮৫)*।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : নিষিদ্ধ সময়ে ঘুম থেকে উঠলে ছালাত আদায় করা যাবে কি? না উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে?

-আব্দুল্লাহিল কাফী, ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : ক্বাযা ছালাত ঘুম ভাঙ্গা বা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০১, ৬০৪)*। এর জন্য কোন নিষিদ্ধ সময় নেই।

প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : গোসল করার পর ওযূ করার কোন প্রয়োজনীতা আছে কি?

-মনোয়ার, আওরঙ্গাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে ওযূ করে সর্বাঙ্গ ধৌত করাই গোসলের সুন্নাতী নিয়ম। এভাবে গোসল করলে পুনরায় ওযূ করার প্রয়োজন নেই *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৫; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪১)*। তবে ওযূ ছাড়াই গোসল করলে পরে ওযূ না করলে ছালাত হবে না।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : মসজিদে ঘুমানো ও খাওয়া-দাওয়া করা জায়েয কি?

-ডা. আরফান, আসাম, ভারত।

উত্তর : মসজিদে সাময়িকভাবে ঘুমানো ও খাওয়া-দাওয়া করা জায়েয। আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) অবিবাহিত যুবক ছিলেন, যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মসজিদে ঘুমাতেন *(নাসাঈ হা/৭২২)*। তিনি বলেন, আমরা যুবকরা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মসজিদে ঘুমাতাম *(তিরমিযী হা/৩২১; ইবনু মাজাহ হা/৭৫১)*। মসজিদে খাওয়া-দাওয়া করাও বৈধ। ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন হারেছ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় মসজিদে রুটি ও গোশত খেতাম' *(ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, হা/৩৩০০, 'খাদ্য' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : স্ত্রীর মোহরের যাকাত এবং মায়ের অলংকারের যাকাত আদায় করা কি স্বামীর উপর আবশ্যক? এছাড়া স্ত্রী এবং কন্যার অলংকার পৃথকভাবে নিছাব পরিমাণ না হ'লে, তা একত্রিত করে যাকাত দিতে হবে কি?

-রুবেল, চট্টগ্রাম।

উত্তর : স্ত্রীর মোহর আর মায়ের স্বর্ণের যাকাত আদায় করা তাদের উপরই ফরয। স্বামী বা সন্তানের উপর নয়। তবে স্বামী বা সন্তান স্বেচ্ছায় তাদের যাকাত আদায় করতে পারে। আর স্ত্রী এবং কন্যার সম্পদ পৃথক হ'লে এবং নিছাব পরিমাণ হ'লে তারা পৃথকভাবেই যাকাত দিবে। একত্রিত করে যাকাত দেওয়ার কোন বিধান শরী'আতে নেই *(আবুদাউদ ১৫৭৩, ৭৪, ৭৯, ৮০; মিশকাত হা/১৭৯৯)*। তবে স্ত্রী, কন্যা ও নিজের সম্পদ যদি একত্রিত থাকে তাহ'লে এক সঙ্গে মিলিয়ে যাকাত দিবে।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : কোন মুশরিক ব্যক্তিকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য মসজিদের কোন দায়িত্ব দেওয়া যাবে কি?

-শামীম, ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তর : যাবে না *(তওবা ১৭)*। তবে এজন্য যাকাতের একটি খাত থেকে তাদেরকে সাহায্য করা যেতে পারে *(তওবা ৬০)*।

প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : জনৈক ব্যক্তি ৬ তলা একটি ফ্ল্যাট বাড়ী ৫ লাখ টাকার বিনিময়ে দু'বছরের জন্য ভাড়া দিল। এ সময়ে গ্রহীতা উক্ত বাড়ির ভাড়া পাবে। ২ বছর পর গ্রহীতাকে মূল মালিক ৫ লাখ টাকা ফেরত প্রদান সাপেক্ষে বাসার মালিকানা ফেরত পাবে। এরূপ চুক্তি কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুল্লাহ রকী, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ চুক্তি শরী'আত সম্মত নয়। বরং সূদের অন্তর্ভুক্ত। বন্ধক এক ধরনের কর্য। আর কর্যের মাধ্যমে লাভ গ্রহণ করা সূদ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে কর্য লাভ বহন করে সে কর্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ *(ইরওয়া হা/১৩৯৭)*।

প্রশ্ন (২০/৪২০) : ছেলে সন্তানের পেশাব থেকে কতদিন যাবৎ পানি ছিটিয়ে পবিত্র হওয়া যায়?

-উম্মে হাবীবা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মায়ের দুধ ছাড়া অন্য খাদ্য খাওয়া শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত পানি ছিটিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৭)*। অর্থাৎ মায়ের দুধ ব্যতীত অন্য খাদ্য ভক্ষণ দ্বারাই যখন সন্তানের চাহিদা পূরণ হয়ে যাবে, সে পর্যন্ত পানি ছিটিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয *(তুহফাতুল আহওয়াযী ১/২০২ পৃঃ; ফৎহুলবারী ১/৩২৬)*।

প্রশ্ন (২১/৪২১) : মসজিদ সম্প্রসারণের সময় কারণবশতঃ যাকাত, ফিতরা ও ওশরের টাকা আদায়কৃত মূল অর্থের সাথে মিশে গেছে, যার পরিমাণ কারো জানা নেই। এক্ষণে এরূপ মসজিদে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-আবুল কাসেম, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : এটাকে ভুল হিসাবেই গণ্য করতে হবে এবং উক্ত অর্থ অনুমান করে বের করে যাকাতের নির্ধারিত খাতে ব্যয় করতে হবে *(তওবা ৬০)*। সাথে সাথে এরূপ ভুল যেন না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তবে এরূপ ভুলের জন্য উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২২/৪২২) : গ্রামের কোন কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় বিভিন্ন রোগের জন্য পানি পড়া দেন। এভাবে দেওয়া কি শরী'আত সম্মত?

-রাশেদুল ইসলাম, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : চিকিৎসা হিসাবে ঝাড়ফুঁক বা পানিপড়া দেওয়া যাবে, যদি তাতে শিরকী কালেমা না থাকে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৫২৭, ২৮; ফাতাওয়া উছায়মীন ১/১০৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : আমরা জানি জান্নাত আটটি ও জাহান্নাম সাতটি। বর্তমানে অনেকে বিষয়টি ভুল বলে আখ্যায়িত করছেন। কোনটি সঠিক?

-আবু তাহের, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : জান্নাত ৮টি এবং জাহান্নাম ৭টি বলে সমাজে যে কথা প্রচলিত রয়েছে, তার কোন দলীল পাওয়া যায় না। ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জান্নাতের দরজা আটটি আর জাহান্নামের দরজা সাতটি *(আহমাদ, ছহীহাহ হা/১৮১২, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৭)*। এছাড়া জান্নাত ও জাহান্নামের অসংখ্য স্তর রয়েছে। যেমন একটি হাদীছে জান্নাতের ১০০টি স্তর রয়েছে বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/২৫৩১)*। অন্য হাদীছে মুজাহিদদের জন্য ১০০টি স্তরের কথা বলা হয়েছে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৮৭)*। উল্লেখ্য যে, 'জান্নাত' শব্দটিকে পবিত্র কুরআনে বহুবচন ব্যবহার করে মূলতঃ অনেক বাগান বুঝানো হয়েছে *(ফাতহুল ক্বাদীর ১/৫৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : লাইব্রেরীতে শিরক ও বিদ'আত মিশ্রিত বই-পুস্তক বিক্রি করে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি?

-শফীউদ্দীন আহমাদ, নরসিংদী।

উত্তর : পেশা হিসাবে বই বিক্রয়ের পেশা নিঃসন্দেহে হালাল এবং উত্তম। এর মাধ্যমে বিশুদ্ধ দ্বীন প্রচারে বড় ভূমিকা রাখা যায়। যা সর্বাধিক নেকী হাছিলের মাধ্যম। তবে শিরক ও বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারী বই-পুস্তক বিক্রি করলে কঠিন গুনাহের ভাগিদার হ'তে হবে। এটা তার জন্য গুনাহে জারিয়াহ বা চলমান পাপে পরিণত হবে, যা মৃত্যুর পরও জারি থাকবে *(মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮)*।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : সিএনজি, অটো, রিক্সা প্রভৃতির মালিকেরা তাদের প্রতিদিনের ভাড়া নির্ধারণ করে দেয়। অথচ চালকের লাভ কম-বেশী হয়। এরূপ চুক্তি শরী'আত সম্মত কি?

-আব্দুল্লাহ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তর : পারস্পরিক সম্মতিতে এরূপ চুক্তিকে ইজারা বলা হয়, যা ইসলামী শরী'আতে অনুমোদিত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৭৪)*। এটি এক ধরনের ব্যবসা। আর ব্যবসায় লাভ-লোকসান হ'তেই পারে।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের দাড়ি দেখা যায়। দাড়ি রাখার সুন্নাতী নিয়ম কি? ইবনে ওমর (রাঃ)-এর আমল অনুসরণ করা যাবে কি?

-দেলোয়ার, রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : দাড়ির ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট নির্দেশ হ'ল, তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও ও গোঁফ ছাটো এবং মুশরিকদের বিপরীত কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)*। রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট নির্দেশ জানার পর অন্য কারো মত অনুসরণের কোন সুযোগ নেই *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন হজ্জ ও ওমরা করতেন তখন এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলতেন *(বুখারী হা/৫৮৯২)*। এটা তাঁর ব্যক্তিগত আমল এবং হজ্জ ও ওমরার সাথে সম্পৃক্ত। তবে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন সময় কোন অবস্থাতেই দাড়ি খাটো করার কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। অতএব সবাইকে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে হবে। নইলে ক্বিয়ামতের দিন পস্তাতে হবে *(ফুরক্বান ২৭ ও ২৮)*।

প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : দ্বীনী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে যদি কেউ একটি বা দু'টি সন্তানের অধিক না নেওয়ার পরিকল্পনা করে, তবে তা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ, ঢাকা।

উত্তর : জায়েয হবে না। কারণ কারু কোন লক্ষ্য বাস্তবায়ন আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত সম্ভব নয়। বরং অধিক সন্তানই ইসলামী সমাজে কাম্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা প্রেমময়ী ও অধিক সন্তানদায়িনী নারীকে বিবাহ কর। কারণ কিয়ামতের দিন আমি আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৯১)*। তবে স্ত্রী ও সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে আযল বা সাময়িক জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৪)*।

***প্রশ্ন (২৮/৪২৮) :* পিতৃপরিচয়হীন জারজ সন্তানকে মাতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে ডাকা যাবে কি?**

-ড. ইমরান
হাতিরপুল, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : ডাকা যাবে *(বুখারী হা/৫৩০৯, 'তালাক' অধ্যায়, ৩০ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : অনেকে বলেন, অপবিত্র অবস্থায় কুমড়ার বড়ি তৈরী করলে বড়ি টক হয়ে যায়। এ কথার কোন ভিত্তি আছে কি?

-মঈনুদ্দীন, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত কথা ভিত্তিহীন ও কুসংস্কার। বরং অপবিত্র অবস্থায় প্রয়োজনীয় সকল কাজই করা যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৫১)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : অজান্তে কবরের উপর মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর এখন করণীয় কি? জানার পর উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় হবে?

-হুরমাতুল্লাহ মিঞা, রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তর : যদি সেখানকার প্রবীণ লোকদের তথ্যমতে লাশ মাটি হয়ে গেছে বলে সর্বোচ্চ ধারণা হয়, তাহ'লে সেখানে ছালাত আদায়ে বাধা নেই। আর যদি এটা নিয়ে ফিৎনার আশংকা থাকে, তাহ'লে খুঁড়ে দেখতে হবে এবং লাশের কোন চিহ্ন পেলে তা উঠিয়ে অন্যত্র দাফন করতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১ পৃঃ; তালখীছু আহকামিল জানাইয, পৃঃ ৯১-৯৪)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় কর না এবং কবরের উপরে ছালাত আদায় করো না' *(ত্বাবারাণী কাবীর, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০১৬)*। উল্লেখ্য যে, ভারতের বাবরী মসজিদের নীচে রামমন্দির থাকার মিথ্যা দাবীতে উক্ত মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং এ ঘটনায় শত শত মুসলমানের মৃত্যু ঘটে। তাই মুসলিম সমাজকে মসজিদ ভাঙ্গা ও গড়ার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : চিংড়ি মাছ খাওয়ার ব্যাপারে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি? দাঊদ (আঃ)-এর দেহে সৃষ্ট পোকাই চিংড়ি মাছ' বলে সমাজে যে কথা চালু আছে তার কোন ভিত্তি আছে কি?

-আব্দুল্লাহ, যশোর।

উত্তর : চিংড়ি মাছ খাওয়া জায়েয। কারণ এটি মৎস প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নদীর শিকার তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদা ৯৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং উহার মৃত হালাল *(আবুদাউদ হা/৮৩; তিরমিযী হা/৬৯)*। 'দাঊদ (আঃ)-এর দেহে সৃষ্ট পোকাই চিংড়ি মাছ' বলে সমাজে যে কথা প্রচলিত আছে তা ভিত্তিহীন। উক্ত মিথ্যা ঘটনা দাঊদ (আঃ)-এর ব্যাপারে নয় বরং আইয়ূব (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়। উল্লেখ্য, তাকে কঠিন রোগে ফেলে দেহে পোকা ধরানো, দেহের সব মাংস খসে পড়া, পচে-গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাওয়ায় ঘর থেকে বের করে জঙ্গলে ফেলে আসা, ১৮ বা ৩০ বছর ধরে রোগ ভোগ করা, আত্মীয়-স্বজন সবাই তাকে ঘৃণাভরে ছেড়ে চলে যাওয়া ইত্যাদি সবই নবীবিদ্বেষী ও নবী হত্যাকারী ইহুদী গল্পকারদের বানোয়াট মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয় *(দ্রঃ নবীদের কাহিনী ১/২৫৫)*। আল্লাহ তাঁকে 'ধৈর্যশীল' ও 'সুন্দর বান্দা' হিসাবে বর্ণনা করেছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৪৪)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : ওযূ করার পর কাঁচা পেঁয়াজ বা রসুন খেলে ওযূ ভেঙ্গে যাবে কি?

-শহীদুল্লাহ, নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : কাঁচা পেঁয়াজ বা রসুন খাওয়া ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়। বরং এগুলো খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এর দুর্গন্ধে মুছল্লী এবং ফেরেশতা উভয়েই কষ্ট পায় *(মুসলিম হা/৫৬৪)*। তবে রান্না করে খেলে অথবা মুখ পরিষ্কার করে দুর্গন্ধ দূর করে মসজিদে গেলে কোন দোষ নেই *(মুসলিম হা/৫৬১)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : কোন কোন এলাকায় আয়না দেখে হারানো বস্তু খুঁজে বের করার প্রচলন রয়েছে। এই নিয়ম কি শরী'আত সম্মত?

-ওয়ালীউল্লাহ, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : এটা কুফুরী পদ্ধতি। কারণ এটা এক ধরনের গায়েবী খবর প্রকাশ করা। আর গায়েবী খবর কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন *(নামল ৬৫)*। এটা গণকরা করে থাকে। তাদের কাছে যেতে শরী'আতে নিষেধ করা হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৩৯০৪; মিশকাত হা/৪৫৯৯)*। এমনকি যদি কেউ গণককে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসাও করে, তাহ'লে তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*। অতএব এটা করা এবং করানো দু'টিই হারাম এবং শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : ১৯৬৫ সালে একটি হিন্দু পরিবার অল্প কিছু অর্থ নিয়ে তাদের জমি আমাকে দিয়ে যায়। পরে তারা ফেরত না নেওয়ায় আমি নিজের নামে লিখে অদ্যাবধি তা ভোগ করছি। এক্ষণে এটা কি আমার সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে?

-পোস্ট মাস্টার, মাধবদী, নরসিংদী।

উত্তর : যে কোন বিনিময়েই হৌক না কেন উভয়ের সম্মতিতে যদি উক্ত বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাহ'লে তা নিজের নামে লিখে নিয়ে ভোগ করায় কোন বাধা নেই *(নিসা ৪/২৯)*। তবে এক্ষেত্রে কোন কূট-কৌশল অবলম্বন করা হ'লে কঠিন গুনাহের ভাগিদার হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ যমীন জোর করে দখল করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক পরিমাণ যমীন বেড়ি রূপে পরিয়ে দেওয়া হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮)*। অন্য হাদীছে এসেছে, ক্বিয়ামতের দিন ঐ মাটির বোঝা তার গর্দানে চাপিয়ে দেওয়া হবে *(আহমাদ, ছহীহাহ হা/২৪২)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর সময় মাঝখানে একটু বিরত দেওয়ার কোন বিধান আছে কি?

-আরাফাত, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : সালাম ফিরানোর সময় প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪৩)*। মাঝখানে বিরতি দেওয়ার কোন বিধান নেই। তবে প্রথমে ডাইনে

সালাম ফিরিয়ে অবশ্যই দম ছাড়বে। অতঃপর বামে সালাম ফিরাবে। এমনটি নয় যে, এক দমে দুই সালাম শেষ করবে কোনরূপ বিরতি ছাড়াই।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : রামাযানের ১ম দশ দিন রহমত, ২য় দশ দিন মাগফেরাত ও শেষ দশ দিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তির সময়। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-শরীফুল ইসলাম, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) হ'তে উক্ত মর্মে বায়হাক্বী বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, মিশকাত হা/১৯৬৫ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। বরং অনেক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পুরা রামাযান মাসই রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের মাস। এ মাসে জান্নাত ও রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। এ মাসে বহু লোক জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয় *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৬০)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : মৃত্যুসংবাদ প্রচার করার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-মুজাহিদুর রহমান, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : (বাজারে বা মাইকে উচ্চৈঃস্বরে) মৃতব্যক্তির শোক সংবাদ প্রচার করা জায়েয নয় *(তিরমিযী হা/৯৯৫, ইবনু মাজাহ হা/১৪৭৬)*। তবে নিকটাত্মীয়, পরিচিত জন ও মুসলিমদের নিকটে সাধারণভাবে মৃত্যুসংবাদ জানানো যাবে। হাবশার বাদশাহ নাজাশী মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার মৃত্যুসংবাদ মুসলমানদের জানিয়ে দেন এবং জানাযার ছালাত আদায় করেন' *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ৯/১৪২; বুখারী হা/১২৪৫)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : টেলিফোন বা মোবাইল ফোনে সালামের পরিবর্তে হ্যালো বলা হয়। এটা কি ঠিক?

-হুমায়ন কবীর, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : 'হ্যালো' (Hallo) শব্দটি ইংরেজী Interjection বা সম্বোধন ও বিস্ময় সূচক অব্যয়, যা 'আহ্বান' অথবা সম্বোধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। চালু পরিভাষা হিসাবে এটি বলায় কোন দোষ নেই। কারণ এটি কোন শিরকী কালাম নয়। তবে আহুত ব্যক্তি মুসলমান হলে তাকে 'সালাম' দিয়েই সম্বোধন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ সালামের পূর্বে কথা আরম্ভ করলে তার উত্তর দিয়ো না' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮১৬)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে কথা শুরু করে না, তোমরা তাকে কথা বলার অনুমতি দিয়ো না' *(বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৪৬৭৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮১৭)*। উল্লেখ্য যে, 'হ্যালো' না বলে 'হ্যালূ' (Halloo) বললে তার অর্থ হবে 'কুকুরের প্রতি চিৎকার দেওয়া'।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : সূরা মায়েদার ১৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রাশেদুল ইসলাম, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : আয়াতটির অনুবাদ হ'ল, 'হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমাদের রাসূল এসেছেন, যিনি বহু বিষয় তোমাদের সামনে বিবৃত করেন, যেসব বিষয় তোমরা তোমাদের কিতাব থেকে গোপন কর। আরও বহু বিষয় তিনি এড়িয়ে যান (অর্থাৎ প্রকাশ করেন না)। বস্তুতঃ তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এসেছে একটি জ্যোতি ও আলোকময় গ্রন্থ'।

উক্ত আয়াতে 'নূর' দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন শিরকের অন্ধকার হ'তে মানুষকে তাওহীদের আলোর পথে বের করে আনে। এখানে 'কিতাবুম মুবীন' (كِتَابٌ مبِينٌ) 'নূর' (نُوْرٌ)-এর উপর عطف بيان হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, 'তোমাদের নিকট আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছে একটি জ্যোতি ও সমুজ্জ্বল গ্রন্থ' *(মায়েদাহ ১৫)*। যেমন ইতিপূর্বে সূরা নিসা ১৭৪-৭৫ আয়াতে نُورًا مُبِينًا ও بُرْهَانٌ বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। অমনিভাবে সূরা আ'রাফ ১৫৭ আয়াতের কুরআনকে 'নূর' বলা হয়েছে *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য আত-তাহরীক, আগস্ট'১১ প্রশ্নোত্তর নং ৭/৪০৭)*।

উল্লেখ্য যে, اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِى 'আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেন' বলে যে হাদীছ প্রচলিত আছে তা জাল *(আজলূনী, কাশফুল খাফা হা/৮২৭; ছহীহাহ হা/৪৫৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নূরের তৈরী ছিলেন না। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূল! তুমি বলে দাও যে, আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ... *(কাহফ ১১০)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : কোন ব্যক্তি যদি অলসতার কারণে মসজিদের না গিয়ে বাড়ীতে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তার ছালাত হবে কি? বর্তমান সমাজে এ ধরনের লোকের সংখ্যা অনেক।

-সোহরাব, রিয়ায, সঊদী আরব।

উত্তর : অলসতার কারণে মসজিদে না গিয়ে বাড়ীতে ছালাত আদায় করা গর্হিত কাজ। কারণ রাসূল (ছাঃ) এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনল অথচ কোন ওযর ছাড়াই মসজিদে আসল না তার ছালাত হবে না' *(ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩, সনদ ছহীহ)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) এই শ্রেণীর লোকদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে ঘরে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন *(বুখারী হা/৬৪৪; মিশকাত হা/১০৫৩)*। তাছাড়া তিনি অন্ধ ব্যক্তিকেও বাড়ীতে ছালাত পড়ার অনুমতি দেননি *(মুসলিম হা/১৫১৮; মিশকাত হা/১০৫৪)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদ ছেড়ে বাড়ীতে ছালাত আদায় করল সে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত পরিত্যাগ করল। আর যে ব্যক্তি নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ করল সে পথভ্রষ্ট হ'ল' *(আবুদাঊদ হা/৫৫০)*।